প্রথম প্রকাশ। মে ১৯৬০

প্রকাশক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন
প্রকাশ ভারতী
১৩ রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা-৪

মুদ্রক : শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
ভারতবাণী প্রকাশনী প্রেস, ২০৬ বিধান সরণী, কলি-৬ (পৃঃ ১—১৪৪)
শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস, ৯ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ (অবশিষ্টাংশ)
প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীমনোজ বিশ্বাস
পরিবেশক : দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলি-১২

চার দশকের বাংলা গান

ভূ মি কা

'আধুনিক বাংলা গান' বাংলা গানের একটি বিশিষ্ট ধারার সৃষ্টি এবং তার নামেই প্রকাশ, আধুনিক কালে এর প্রচার ও প্রসার। বাংলা গানের, যুগ থেকে যুগে অগ্রগতির ইতিহাসে, অনেকগুলি বিবর্তনের স্তর পেরিয়ে আধুনিক বাংলা গান তার স্বকীয়ত্ব ও প্রতিষ্ঠাভূমি পেয়েছে। স্তর পরম্পরাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলা গানের আদি পর্বে ছিল চর্যাপদের গান, তারপর কীর্তন [খণ্ড-কীর্তন ও পদাবলী কীর্তন], তারপর শ্যামাসংগীত ও রামপ্রসাদী-মালসী জাতীয় গান, তারপর পাঁচালী-তর্জা-হাফ আখড়াই-টপ্পা-কবিগান-রামায়ন গান-ঢপকীর্তন-যাত্রাপালার গান প্রভৃতি আঠারো আর উনিশ শতকের গানের পর্যায় পেরিয়ে বাংলা গান বিশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হলো। তখন থেকে শুরু হলো বাংলা গানের নতুন পর্যায়। একদিকে প্রাচীন বাংলা গানের আদলে রচিত ধ্রুপদ ও খেয়াল-ভঙ্গিম নানা রাগাশ্রিত গান রচিত হতে লাগলো, অন্যদিকে পুরনো সুরের সঙ্গে নাগরিক জীবনধারাসুলভ কিছু কিছু চটুল ও 'জংলী' সুরের আমেজ মিশিয়ে তৈরী হলো থিয়েটারের গান, কিন্তু সেটাই বাংলা গানের পরিবর্তনের একমাত্র চিহ্নিতব্য ধাপ নয়, তার চেয়েও অনেক বেশী বিশিষ্টতা জ্ঞাপক বড় রকমের পরিবর্তন ঘটলো অন্য কয়েক প্রকার অভিনব সুরসৃষ্টির মধ্যে। আধুনিক বাংলা গান এর অব্যবহিত পূর্বদৃষ্টান্ত রূপে এইসব অনবদ্য সংগীত রচনাকেই নির্দেশ করতে হয়।

বলা বোধ করি নিষ্প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ কাজী নজরুল রচিত গানই হলো ওই অনবদ্য সংগীত সম্পদ। এই অসামান্য সৃজনী-সাহিত্য-প্রতিভাবিশিষ্ট সুরকার পঞ্চক যে কত দিক দিয়ে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করে গেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। বিশেষত এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-সংগীতের কোন তুলনা হয় না। অপর চার জনের গানও কম উল্লেখ্য নয়।

সত্যিকথা বলতে গেলে, বাংলা গানের এই পাঁচ বিশিষ্ট সংগীতকাব্যের সম্মিলিত বাণী ও সুর সৃষ্টির সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্যই যাকে আজকের পরিভাষায় বলা হয় 'আধুনিক বাংলা গান' তার আবির্ভাব সম্ভব করে তুলেছে। কালের হিসেবে 'আধুনিক বাংলা গান' নামধেয় সংগীতের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে তিরিশের দশক থেকে। তারপর চল্লিশের দশক থেকে বিবিধ নূতন নূতন পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এ গান একটি সংহত রূপ লাভ করেছে। অবশ্য আগের গানের সঙ্গে এই নতুন কালের গানের একটা মস্ত পার্থক্য দেখা যায় এইখানে যে,

কিছু-কিছু ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্ত ছেড়ে দিলে, এ কালের বেশীর ভাগ গানেরই গীতিকার ও সুরকার দুই ভিন্ন ব্যক্তি। পূর্বযুগে এমন ছিল না। পূর্বযুগের গানে যিনি গীতরচয়িতা, তিনিই সুর রচয়িতা। বাণী ও সুরের এই অপাঙ্গী সমন্বয়ের আদর্শ কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত অবিচ্ছেদ চলে এসেছে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু নতুন কালে এসে এই ঐতিহ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। আজকের দিনের বহু প্রচলিত শ্রমবিভাজনের নীতি অনুযায়ী গান রচনা আর সুর রচনা দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে। এর ফল ক্ষেত্রবিশেষ হয়ত শুভ হয়েছে কিন্তু সর্বক্ষেত্রে হিতকর হয়েছে এমন কথা বলতে পারি নে। বাংলা গানের রচনা মাত্রেই বাণী ও সুরের যুগ্মমূর্তি, এই যে ধারণা ও সংস্কার এতকাল গানের জগতে বিনা-বাধায় গৃহীত হয়ে এসেছিল, তা একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে এই নতুন শ্রম-বিভাজনের ফলে।

সে যাই হোক, তিরিশ-চল্লিশের দশক থেকে রীতিই হয়ে দাঁড়িয়েছে এই রকম যে, যিনি গান বাঁধেন তিনি সুর দেন না, সুর যোগান অন্য লোক। এ কথা এখনকার কালের কয়েকজন প্রসিদ্ধ গীতিকার আর সুরকারের দৃষ্টান্ত নিলেই বুঝতে পারা যাবে। শৈলেন রায়, বাণীকুমার, সুবোধ পুরকায়স্থ, অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শ্যামল গুপ্ত প্রমুখরা হলেন মুখ্যত গীতিকার; আর কৃষ্ণচন্দ্র দে, হিমাংশুকুমার দত্ত, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, শচীন দেববর্মণ, কমল দাশগুপ্ত, অনিল বাগচী, রবীন চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ প্রমুখরা হলেন মুখ্যত সুরকার ও সঙ্গীতজ্ঞ। ব্যতিক্রম দৃষ্টান্তের কথা বলেছি। একাধারে গীতিকার ও সুরকার পর্যায়ের স্রষ্টার তালিকায় প্রথমেই নাম করতে হয় দিলীপকুমার রায়, তারপর একে একে এদের আগমন হয়—নির্মলচন্দ্র বড়াল, হীরেন বসু, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, গোপাল দাশগুপ্ত, সলিল চৌধুরী, প্রবীর মজুমদার, সুধীন দাশগুপ্ত প্রমুখ। এঁদের ভিতর দিলীপকুমারের সৃষ্টির অজস্রতা মনে বিস্ময় জাগায়। দেশী বিদেশী দুই সূত্র থেকেই আহৃত নানা সুরের ঢঙ বাংলা গানে আরোপ করে তিনি আধুনিক বাংলা গানের সুরের ভাণ্ডারটিকে বিচিত্রভাবে ঐশ্বর্যময় করে তোলেন। চল্লিশের দশকে সংগীত রচনা আর সুর সংযোজনায় একটি সম্পূর্ণ নতুন ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেন কয়েকজন নবীন স্রষ্টা—সলিল চৌধুরী, পরেশ ধর, হেমাঙ্গ বিশ্বাস। এই তিন সুরকার বাংলা গানে গণ-সংগীতের পথিকৃৎ। অবশ্য আগে আমাদের সংগীতে কোরাস গান ছিল—রবীন্দ্রনাথ—দ্বিজেন্দ্রলাল—অতুলপ্রসাদ—

নজরুল সকলেই কোরাস গান রচনা করে যৌথ বা বৃন্দ গানের জগতের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিপীড়িত-শোষিত শ্রেণীর অগণিত মানুষের বঞ্চনা-ক্ষোভ-বেদনাকে কথা ও সুরে অভিব্যক্তি দানকারী যে যৌথগান, গণসংগীত—, তার পথিকৃত্যের গৌরব শেষোক্ত তিন-জনকেই দিতে হয়। কোরাস গান থেকে গণসংগীতের উত্তরণকে ভাবের দিক থেকে দেখতে গেলে বলতে হয়—এই রূপান্তর জাতীয়তার অভীপ্সা থেকে সমাজতন্ত্রের অভীপ্সার অভিমুখী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেশপ্রেমের আকুতিকে ছাপিয়ে সর্বহারা শ্রেণীর জাগরণের দ্যোতক।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলি। আধুনিক বাংলা গানের প্রচারে চলচ্চিত্র, গ্রামোফোন কোম্পানী এবং রেডিও এই তিনটি মাধ্যম প্রভূত সহায়তা করেছে। বাংলা গানের অগ্রগতি ও উন্নতিতে এই তিন সংস্থার সহযোগী ভূমিকার উল্লেখ না করলে ইতিহাসের বিচারে আলোচনায় খুঁত থেকে যাবে।

বর্তমান সংকলন-গ্রন্থ আধুনিক বাংলা গানের একখানি প্রতিনিধিত্বমূলক সংগ্রহ। এই গ্রন্থে বিগত চার দশকের বাংলা গানের বিস্তৃত ভাণ্ডার থেকে নির্বাচন ও বাছাই করে একটি প্রামাণ্য গানের ডালি সাজিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। সংকলক শ্রীঅরুণ সেন ও শ্রীগোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সংকলন-কার্যে প্রভূত পরিশ্রম করেছেন এবং গ্রন্থখানিকে ত্রুটিশূন্য করতে প্রায় কোন চেষ্টাই বাকী রাখেন নি। শ্রীসেন ও শ্রীমুখোপাধ্যায় দুজনেই সংগীত রচয়িতা এবং আধুনিক বাংলা গানের আন্দোলনের বিবর্তন ও পরিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের সঙ্গে পরিচিত। সংকলকদ্বয়ের যোগ্যতার প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও, এ কাজে বাংলা গানের প্রতি তাঁদের নিবিড় মমত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এমনতর সংকলন ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা হিসাবে খুব বেশী লাভদায়ক না হওয়ারই কথা। হলে খুবই ভালো, তবে দেশের সাধারণ রুচির ঝোঁক লক্ষ্য করে সে সম্বন্ধে বোধ হয় বিশেষ আশান্বিত হওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও সংকলকদ্বয় ও প্রকাশক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি নিয়েছেন। বাংলা সংস্কৃতি ও বাংলা সংগীতের প্রতি তাঁদের এই অনুরাগ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য।

এই প্রকৃতির সংকলনে কালসীমা পুরাপুরি রক্ষা করা একটি কঠিন ব্যাপার। রচয়িতারা দিনক্ষণ কিংবা তারিখ মিলিয়ে তো আর সৃষ্টি করেন না, সৃষ্টি করেন প্রাণের তাগিদে আর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে। কাজেই চার দশক কালসীমার ভিতর কিছু আগের পরের গান সংযোজিত হওয়া অসম্ভব নয়। গানগুলির মূল্যায়ন-কালে এই কথাটি মনে রাখা দরকার।

আধুনিক বাংলাগানের কথাংশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী কবিত্বের প্রভাব কিছুকাল আগে পর্যন্তও বিশেষ লক্ষণীয় ছিল, তবে ইদানীন্তন কালের লেখা গানের বাণীতে এই প্রভাব ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসছে বলে মনে হয়। অনুকরণ তা সে যত বড় কবিরই হোক, স্বকীয়তার হানিকারক, সেই দিক দিয়ে নূতন গীতিকারদের কম বেশী মৌলিক হওয়ার চেষ্টাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। তবে দেখতে হবে মৌলিকতা যেন উৎকেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত না হয়। এবং গানের বাণী যেন কাব্যগুণ বর্জিত না হয়। সুরের দিক দিয়ে এখনকার বাংলা গান পূর্ব-প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করে এসেছে, এ কথা সম্ভবত বিনা দ্বিধায় বলা যায়। অবশ্য এর ফল সবটাই ভাল হয়নি, বৈচিত্র্যের আকর্ষণে সুরের গঠনের ভিতর কখনও কখনও ভেজালের অনুপ্রবেশ বিসদৃশভাবে চোখে পড়ে। বিদেশী 'পপ্' আর 'রক অ্যাণ্ড রোল' শ্রেণীর গানের সুর-ভঙ্গীর নির্বিচার প্রয়োগ সুরের বিশুদ্ধিকে বিনষ্ট করবার উপক্রম করেছে। সহগামী যন্ত্রসংগীতের কোলাহলটাও মাঝে মাঝে গানে কম উৎপাতের সৃষ্টি করছে না। সুরারোপ ও সুরপরিবেশনার এই সব অনুচিত প্রবণতা অবিলম্বে প্রতিরুদ্ধ হওয়া দরকার। বাংলা গানের সুরের একটা ধারাবাহিক ঐতিহ্য আছে। নূতনত্ব ও বৈচিত্র্যের অজুহাতে সেই ঐতিহ্যকে বিকৃত করা কোন কাজের কথা নয়।

সংকলকদ্বয় একেবারে হাল আমলের গানেরও অনেক নমুনা উৎকলন করেছেন এই গ্রন্থে। বিবর্তনের ঐতিহাসিক ক্রমটিকে দেখাবার জন্য এই সব গানের সংযোজনা প্রয়োজন ছিল। আজ যাঁরা তরুণ গীতিকার তাঁরাই একদিন বয়স এবং অভিজ্ঞতা প্রভাবে প্রবীণ হবেন, প্রতিষ্ঠাও সেই অনুপাতে বাড়বে। নবীনের রচনা হলেও এগুলির কিছু কিছু, শক্তিমত্তার প্রতিশ্রুতি বহন করছে।

সংকলকদ্বয় সংকলন শেষে একটি 'গীতিকবি পরিচয়' সংযোজন করেছেন। এটি খুবই কৌতূহলদ্দীপক হয়েছে। গীতিকবি পরিচিতি সংশ্লিষ্ট গীতিকবির রচনাবৈশিষ্ট্যকে বুঝতে সাহায্য করবে।

পরিশেষে বলি, 'চার দশকের বাংলা গান' একটি সুন্দর গীতি-সংকলন। কাব্য পিপাসু ও গীত-রসিক বাঙালীর ঘরে ঘরে গ্রন্থটির প্রচার হলে বিশেষ আনন্দের কারণ ঘটবে।

নারায়ণ চৌধুরী

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

বাঙালীর ভাবুক-হৃদয় সাহিত্যকে তার মনপ্রাণ সমর্পণ করে ভালবেসে এসেছে চিরকাল। বাঙালীর গানও তাই বরাবর হিন্দুস্থানি মার্গসঙ্গীত-রীতির সুরের একাধিপত্য অমান্য ক'রে কাব্যকে সমাদরে এনে বসিয়েছে নিজের পাশে। বাণী ও সুরের মধুর মিলনে প্রবাহিত সঙ্গীত রসধারা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে বাঙালীহৃদয়ের এ কূল ও কূল, বৈষ্ণব পদাবলী-শাক্তগীতি-ব্রহ্মসঙ্গীতে; বাউল-ভাটিয়ালি-কবিগানে; টপ্পা-পাঁচালি-যাত্রার গানে, দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদের রচনায়; সর্বোপরি অনুপম রবীন্দ্রসঙ্গীতে। সেই আনন্দ-ধারা অধুনা প্রবহমান আমাদের সমকালীন জীবনের তটভূমি ছুঁয়ে, জোয়ারে ভাটায়, বামে দক্ষিণে, বিচিত্র কলধ্বনিত লীলাভঙ্গীতে, সম্মুখের দিকে।

"বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে রত্ন যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা গান" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যাথার্থ প্রমাণ ক'রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গীতি-সঙ্কলন ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে,—পুরানো দিনের গান থেকে রবীন্দ্রসমসাময়িক কাল পর্যন্ত নানা ধরণের গানের বিচিত্র রত্নরাজি এই সব গ্রন্থে সযত্নে সঞ্চিত হয়ে আছে। রবীন্দ্র-পরবর্তী কাব্যগীতির একটি সঙ্কলন তাই স্বভাবতঃই সঙ্গীতপ্রেমীদের প্রিয় আকাঙ্ক্ষার বস্তু। কিন্তু আধুনিক বাংলা গানের কাব্যমানের ঔৎকর্ষ সম্পর্কে আমাদের বিদগ্ধ সমাজের যে একটি প্রস্ফুট ঔদাসীন্য ও তাচ্ছিল্যের ভাব রয়েছে, সম্ভবতঃ সেইটেই প্রকাশকদের এ ব্যাপারে নিরুৎসুক করে রেখেছে। এই সঙ্কলন সেই অভাব দূরীকরণের প্রয়াস।

গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে 'চার দশকের বাংলা গান,' যেহেতু অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণ ভাবে এই শতকের ত্রিশের দশক অর্থাৎ বাংলা গানের আধুনিক ধারার সূচনাকাল থেকে পরবর্তী চল্লিশ বছরে রচিত বা প্রচারিত গানই এই সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গানের এই আধুনিক ধারা যে, বাণী ও সুরের কোন বৈপ্লবিক অভিনবত্বের মাধ্যমে এসেছিল তা নয়, অথবা ঐ একই সময়ে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় যে আধুনিকতার জোয়ার এসেছিল তার ঢেউ বাংলা গানেও লেগেছিল তাও নয়; তবু অন্যভাবে, ভিতরে ভিতরে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। আগে, কবিরা নিজেরাই স্বীয় রচনায় সুরারোপ করতেন এবং সে রচনা তাঁদের নামেই চিহ্নিত হতো, যেমন—দাশরথী রায়ের পাঁচালি, নিধুবাবুর টপ্পা, ডি. এল. রায় বা রবি বাবুর গান। কিন্তু এই

সময় থেকে যে নতুন ধারায় সূচনা হলো তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবি হলেন শুধু গানের বাণীটুকুর রচয়িতা, সুরারোপের ভার নিলেন ভিন্ন ব্যক্তি, যিনি গোড়ার দিকে সুরশিল্পী, পরে সম্প্রসারিত অর্থে সঙ্গীত-পরিচালক আখ্যায় ভূষিত হলেন। পূর্বরীতির শেষ বড় গীতিকবি দিলীপকুমার রায় ও কাজী নজরুল ইসলাম।

এই পরিবর্তন নানা কারণে ঘটেছিল। গান বাজনার জগতে পুরনো পরিমণ্ডলটি ঐতিহাসিক তথা অর্থনৈতিক কারণে ক্রমেই অবলুপ্তির পথে যাচ্ছিল। অন্য দিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে এর ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকটি ক্রমেই উজ্জ্বলতর হচ্ছিল। অধিক সংখ্যায় শিল্পীরা এই পথে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। নব প্রতিষ্ঠিত বেতারের কণ্ঠস্বর দিনে দিনে দূর থেকে দূরান্তে বিস্তৃতি লাভের সঙ্গে পরিবর্ধিত অনুষ্ঠান সূচীতে গানের সংখ্যাও ক্রমেই বেড়ে চলছিল। গ্রামোফোন কোম্পানির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে বিভিন্ন স্বদেশী রেকর্ডিং প্রতিষ্ঠান একে একে গড়ে উঠছিল। নির্বাক চলচ্চিত্রও সবাক হয়ে সংলাপে গানে মুখর হলো। গানের সঙ্গে আবহ ঐকতানের প্রয়োগ সূচিত হলো। শুধু লেখা হলেই বা সুর হলেই গানের কাজ অতঃপর শেষ হয় না, শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মহলা-কক্ষে শিল্পীদের কণ্ঠে সেই সব গান তোলানোর কাজ বাকি থাকে, আবহ অর্কেস্ট্রার প্রয়োজনে বিভিন্ন সঙ্গীতযন্ত্রের স্বতন্ত্র তথা সম্মিলিত প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, যান্ত্রিক-সুরলহরী সুচারুরূপে পরিবেশনের জন্য মাইক্রোফোন নামক যন্ত্রটিরও যথাযোগ্য ব্যবহার বিষয়ে অভিজ্ঞতার দরকার হয়। সব মিলে, এলো এক জটিলতার যুগ, দেখা দিল বিশেষীকরণের প্রয়োজন। ক্রমে পুরোভাগে এগিয়ে এলেন সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞেরা। কবিদের দ্বারা গানের বাণী রচিত হবার পর বাকি দায়িত্ব এঁরাই নিলেন। যে পদ্ধতি ইতিপূর্বে সাধারণ রঙ্গালয়ে আংশিক ভাবে গৃহীত হয়েছিল সেইটেই বিস্তৃতি লাভের পর অতঃপর সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। গানের জন্যে লেখা কাব্যকে সুরের খাতিরে কিছু আপোষ মেনে চলতেই হয়, তার উপরে এই নতুন সীমিতির বন্ধনে ধরা দিতে আধুনিক কবিরা স্বভাবতঃই রাজি ছিলেন না। রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজেরই কেউ কেউ গান রচনায় ব্রতী হলেন এবং এইভাবে হেমেন্দ্রকুমার রায় শৈলেন রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায় প্রমুখ কবিদের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র দে, হিমাংশুকুমার দত্ত, পঙ্কজকুমার মল্লিক, শচীন্দ্র দেববর্মন, কমল দাশগুপ্ত প্রমুখ সুরকারদের সহযোগিতায় গানের যে আধুনিক ধারার সূচনা হলো পরে সেই ধারারই ধারক ও বাহক হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র (চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে,

কিছুদিনের জন্ম), মোহিনী চৌধুরী, শ্যামল গুপ্ত, গৌরীপ্রসন্ন, পুলক ও শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গীতিকার ও অনুপম ঘটক সুধীরলাল চক্রবর্তী, রবীন চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ প্রমুখ সুরকারবৃন্দ। মাঝখানে, চল্লিশের দশকের শেষার্ধে সাধারণ মানুষের আশা-বেদনাকে প্রতিফলিত ক'রে, বাংলা গানকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে এগিয়ে এলেন সলিল চৌধুরী। এই শক্তিমান সুরকার কাব্যরচনাতেও কুশলী হওয়ায় নিজের সুরের বাণী নিজেই লিখতে লাগলেন এবং এইভাবে সুরকারদের নতুন করে শক্তিবৃদ্ধি করলেন। হীরেন বসু, জ্ঞানপ্রকাশ প্রমুখ যে সব সঙ্গীতজ্ঞ কাব্য-নৈপুণ্যেরও অধিকারী তাঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের সুরের ভাষা নিজেরাই রচনা করছিলেন ; ক্রমে এই তালিকায় যুক্ত হল দিলীপ সরকার, সুধীন দাসগুপ্ত, প্রবীর মজুমদার, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম।

সঙ্কলনের কাজে বেতার, রেকর্ড ও চলচ্চিত্র—সঙ্গীত প্রচারের এই প্রধান তিনটি মাধ্যমের অন্ততঃ যে কোন একটিতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, দুই শতাধিক গীতিকারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যাঁরা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। প্রাপ্ত গানের মধ্যে প্রার্থিত কোন বিশেষ গান না পেয়ে কোন কোন গীতিকারকে সেই সব পুরানো গানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সব সময়েই তাঁরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। কেউ তাঁদের পূর্ব প্রকাশিত বই পাঠিয়ে দিয়ে মনোনয়নের অধিকতর সুবিধা করে দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মনোনয়নের স্বাধীনতা সংকলকদ্বয়ের উপরেই অর্পিত হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি গান ও দিনেশ দাসের (৫৪৫) সংখ্যক গানটি রচয়িতাদের স্মরণে না থাকায় সংকলকদ্বয়ের স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এ ছাড়া স্বর্গত সজনীকান্তের গানগুলি এবং শৈলেন রায়ের (৯৬), গিরিন চক্রবর্তীর (১৭২), হেমন্ত গুপ্তের (১৭৩), ও করুণানিধানের (৫৬৮) সংখ্যক গানগুলিও স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত। ভুল থাকলে উৎসাহী পাঠক-পাঠিকার সহায়তায় পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধিত হবে।

বিষয়ানুসারে গানগুলি সাজানো সঙ্গত মনে হয়নি, কারণ তা হলে একই গীতিকারের বিভিন্ন রচনা বইয়ের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকতো। প্রত্যেক গীতিকারের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি বিষয়ের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পর পর মুদ্রিত হয়েছে ; ফলে রচয়িতার বৈশিষ্ট্যটুকু চিনে নিতে পাঠকের সুবিধা হবে। অবশ্য সূচীপত্রে গানগুলিকে বিষয়ানুসারে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গীতিকারেরা বয়ক্রমানুসারে গ্রন্থে পর পর স্থান পেয়েছেন, যদিও সর্বক্ষেত্রে এই কালক্রম বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। কারণ কোন কোন গীতিকার সঠিক জন্মসাল না জানিয়ে মোটামুটি আন্দাজ মাত্র দিয়েছেন, এছাড়া 'সংযোজন' অংশে বিলম্বে সংগৃহীত কয়েকটি গানের ক্ষেত্রেও রচয়িতাদের কালপরম্পরা রক্ষিত হয়নি।

স্বর্গত গীতিকার—অজয় ভট্টাচার্য, অনিল ভট্টাচার্য, তারাশঙ্কর, তুলসী লাহিড়ী, হেমেন্দ্রকুমার, শৈলেন রায়, সজনীকান্ত, সুকান্ত, সৌরীন্দ্রমোহন ও স্বামী সত্যানন্দের গানগুলি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে,—যথাক্রমে সর্বশ্রী রেণুকা ভট্টাচার্য, নির্মল ভট্টাচার্য, সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলা ঝরিয়া, প্রদ্যোৎকুমার রায়, সুনীলা রায়, রঞ্জনকুমার দাস, সারস্বত লাইব্রেরী, সৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠের সৌজন্যে। কাজী নজরুলের অনধিক ছয়খানি গান অন্তর্ভুক্তির অনুমতি দিয়েছেন কাজী সব্যসাচী।

প্রথম সংস্করণে নানা ত্রুটি ও অপূর্ণতা রয়ে গেল। যে সব গীতিকার আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন, গৃহীত গানের সংখ্যার তারতম্য থাকলেও তাঁদের প্রত্যেকের রচনাই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কোন কোন গীতিকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারার ত্রুটি, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হবে। কোন কোন কবির গান আমাদের সংগ্রহে ছিল, কিন্তু সহৃদয় প্রকাশক মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হয়ে এমনিতেই যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছেন, তাঁকে অধিকতর বিপন্ন করার ইচ্ছা আমাদের হয়নি। তবু অল্প কয়েকটি গান, বিশেষ করে স্বর্গত কয়েকজন গীতিকারের রচনা বিনা অনুমতিতেই ছাপা হল, আশা করি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আমাদের মার্জনা করবেন।

প্রুফ দেখায় সহায়তা করেছেন শ্রীমতী কল্পনা সেন, গীতিকার শ্রীমনোজ বিশ্বাস প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন, প্রচ্ছদ মুদ্রণের ভার নিয়েছেন গীতিকার শ্রীশৈলেন চক্রবর্তী, এঁদের জানাই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও ধন্যবাদ।

গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন প্রখ্যাত সঙ্গীত সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, তাঁর কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

ইতি—

অরুণ সেন। গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

গীতিকার সূচীপত্র

গীতিকার	পত্রাঙ্ক	গীতিকার	পত্রাঙ্ক
অজয় ভট্টাচার্য	৪৮	গোবিন্দ হালদার	১৭৮
অজয় দাস	২৪১	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	১৪৬
অঞ্জন কুণ্ডু	২৪৯	জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়	২৩৮
অনল চট্টোপাধ্যায়	১৬৮	জীবনময় গুহ	১৯৭
অনাদিকুমার দস্তিদার দত্ত	৯১	জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ	৮৩
অনিল ভট্টাচার্য	৬১	তপেন্দ্র দেব	১৮২
অবনী সাহা	১৬৪	তারক ঘোষ	১৩৩
অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯০	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮
অমল গুহঠাকুরতা	৯৭	তুলসী লাহিড়ী	১৬
অমিতাভ নাহা	২২০	দিনেশ দাস	২৫২
অমিয় চট্টোপাধ্যায়	২১৬	দিলীপ সরকার	১৩৭
অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়	১০৯	দিলীপকুমার রায়	৯
অমিয় দাশগুপ্ত	১৮৯	দিনেন্দ্র চৌধুরী	২৪২
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৪	দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	২৩৫
অরুণ গুপ্ত	১৬৬	ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৫১
অরুণ সেন	২২৫	ননীগোপাল আইচ	৫৮
অলকা উকিল	১০৪	নির্মলচন্দ্র বড়াল	৭
আনন্দ মুখোপাধ্যায়	২৩১	নীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	২৩৮
আভা দেব	২৪৪	পবিত্র মিত্র	১১২
কবিতা সিংহ	১৮৩	পরেশ ধর	১২০
কমল ঘোষ	১০১	পান্নালাল বসু	১৩২
কবিশেখর কালিদাস রায়	২৫০	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৭
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫০	প্রকাশকালী ঘোষাল	৫৯
কাজী নজরুল ইসলাম	২১	প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৮
কেষ্ট চক্রবর্তী	৮৫	প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৩
গিরিন চক্রবর্তী	৮১	প্রণব রায়	৭৬
গোপাল দাশগুপ্ত	৬৯	প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়	৯০
গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১৫২	প্রবীর মজুমদার	১৮৬

গীতিকার	পত্রাঙ্ক
প্রবোধ ঘোষ	১৮০
প্রভাতকুমার গোস্বামী	১৬৫
প্রেমেন্দ্র মিত্র	৪০
ফণীভূষণ ভট্টাচার্য	১৩৯
বনফুল	২৫১
বরুণ বিশ্বাস	২৪৭
বাণীকুমার	৩৫
বিমলচন্দ্র ঘোষ	৬৫
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২৫২
ভবেশ গুপ্ত	২২৩
ভাস্কর বসু	২০৪
মধু গুপ্ত	১১৫
মনীশ ঘোষ	২৪০
মনোজ বিশ্বাস	২৪৬
মণ্টু সরকার	১৭৩
মিল্টু ঘোষ	২২৯
মিহিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৯
মীরা দেববর্মন	৯৯
মুকুল দত্ত	২১২
মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৩
মোহিনী চৌধুরী	১০৫
রঞ্জিৎ দে	১৯৪
রবি গুহমজুমদার	৯৪
লক্ষ্মীকান্ত রায়	২২৮
শক্তিকুমার সরকার	৭৬
শঙ্কর বসু	২৪১
শান্তিময় কারফরমা	২৩৬
শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৯
শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৮
শুদ্ধসত্ত্ব বসু	২৫৩

গীতিকার	পত্রাঙ্ক
শৈলশেখর মিত্র	১৫৮
শৈলেন চক্রবর্তী	৯২
শৈলেন রায়	৪৩
শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৭৪
শ্যামল গুপ্ত	১৪১
সজনীকান্ত দাস	২৪
সজনীকান্ত মতিলাল	৮১
সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়	১৩০
সত্যজিৎ রায়	২৫৪
সদানন্দ সিকদার	২১৯
সরিৎ সেন শর্মা	১৫৯
সলিল চৌধুরী	১২৪
সুকান্ত ভট্টাচার্য	১৬১
সুখময় ভট্টাচার্য	১১৯
সুখময় সেনগুপ্ত	৯৯
সুধাংশু মল্লিক	২৪৮
সুধীন দাশগুপ্ত	১৭৫
সুধীন্দ্রনাথ মিত্র	১৩৮
সুনীলবরণ	১৭০
সুবোধ পুরোকায়স্থ	৫৪
সুহাস চৌধুরী	২৪৫
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৬
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১
স্বামী সত্যানন্দ	২৯
হিমেন নস্কর	১৫৭
হীরেন বসু	৩০
হেমন্ত গুপ্ত	৮২
হেমাঙ্গ বিশ্বাস	৮৬
হেমেন্দ্রকুমার রায়	৪

বিষয়ানুসারে গানের বর্ণানুক্রমিক-সূচী

উৎসব। আনুষ্ঠানিক

আকাশ জুড়ে স্বপ্নমায়া ১৬৯
আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল ৩১
আবার যে রে রঙ ফিরেছে ৫১
উঠ উঠ মা গৌরী ২০৫
একএক্কে এক দুইএক্কে দুই ১৯৪
কৈলাশ হতে বাপের বাড়ি ২৩৪
ফিরে চল আপন ঘরে ১
ঝিরি ঝিরি বরষা এলো ১৬০
বঁধু চরণ ধরে বারণ করি ৬
বাজলো তোমার আলোর বেণু ৩৬
শেষ হল তোর অভিযান ৫১
হারিয়ে যাওয়া কিশোর সে ১৫৫

চরিত গান

জনম দুখিনী সীতা ৪৫
নূরজাহান নূরজাহান ২১
পূরব গগন জাগ্রত করি ৩৬
তোমাকে প্রণাম চির অভিরাম ১২
শত বরষে জাতির প্রণাম ১৩১

চেতনা। বেদনা। প্রত্যয়

অনেক আঁধার পেরিয়ে আমি ২৪৯
অনেক চাওয়ায় পেলাম যাহা ১১৯
অগামী পৃথিবী কোন সংকেতে ২৩৬
আগামীর চোখে আমার স্বপ্ন ২৩০
আঠারো বছর কি যে সুন্দর ১৮৪
আমার সুপ্ত মন ২২৫
আমি এক রাত্রির ২২১
আমি চলে গেলে ১৪৫
আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম ১২৮
আমি যদি হই পাখি ১৬৭
আমিও পথের মতো হারিয়ে ২১৩
এই খেদ মোর মনে ১৯
এই পৃথিবীতে এসে কতই ১৩৯
একটি আলোক রঙা পাখি ২২২
এখন বয়স আমার ঠিক সতেরো ১৮৩
এপারের দান রেখে যাবো ৫৮
এমন একটা ঝিনুক খুঁজে ২১১
ও তোর জীবন বীণা আপনি ৭৯
ওগো জীবন তুমি মোহন ২৮
ওগো সুন্দর মনের গহনে ২৪
কখন তুমি বাজাও তোমার ২২৫
কখনো মন বলে যাই ২২৮
কেউ জেগে নেই ২২১
চাঁদের এত আলো ১০১
চারণ আমি গান বেঁধেছি ১৩০
চোখে নেই কোন আশা ২৪৮
চোরাবালি দেখে ভেবেছি ২২৪
দরদী গো কি চেয়েছি ২১১
দুনিয়ার হাটে হাটে আমি ২১৭
ধরা বাঁধা পথগুলো ২২০

প্রদীপ ধরে দাঁড়িয়েছিলেম	২৪০	যেতে যেতে ফিরে চাই	৪২
প্রশ্ন করো না মোরে	১৯৭	শেষ গান গেয়ে যাই	১১১
ফুলের আখরে ফাগুন বনছায়	২৩১	সামনেও পথ পিছনেও পথ	১৪৫
বন্ধ দুয়ার দুহাতে দুধারে খুলে	১৫৬	সারা দিনমান তটিনীর ঢেউ	১৫০
বয়স আমার ষোলো	১৮৩	স্বপনের মাঝে কল্পনা দিয়ে	৯৮
মন চায় এক ছুটে	২৩৫	হঠাৎ ঝড় হলো	২৪২
মোদের গানে অঙ্গনে যদি	১২০	হাজার বছর ধরে	২১২
মোর মন হবে নির্মল	২৮	হে মোর গানের বুলবুলিরে	৯৩
যখন রবো না আমি	৮০	হৃদয়ে মোর রক্ত ঝরে	১৪৩

ছোটদের গান

ও আমার মিষ্টি পুতুল	১১১	বাইরে বৃষ্টি পড়ে যে রিমঝিম	২২৭
ওরে আয় আমাদের ছুটি	১৪৬	বৃষ্টি পড়ে যে টুপটাপ	১০৫
ঝুঁটি বাঁধা কাকাতুয়া	২৩৪	মা গো আমায় খেলনা দিয়ে	২২৭
বলতে পারিস মা	১৮৬	সরস্বতী বিদ্যেবতী	১৯৯

প্রকৃতি

ও বকুল বকুল বকুল গো	১৭০	বিদায় সাগর বিদায় বন্ধু	১৬৭
ও রে ও হাসনুহানা	২৫১	রজনীগন্ধা গো তুমি যে	৫৬
চপল হাসি মিলালো তব	৫৬	রজনীগন্ধা ছড়ালো বাতাসে	২২৬
ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস	৬৬	শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি	১২২
ঝরবেই জানি ঝরবে	১৩৯	শেফালী তোমার আঁচলখানি	৩০
টাপুর টুপুর সারা দুপুর	১৭২	শ্যামল মাঠের আলো ছায়ায়	১৫৮
নতুন রঙের ঝরণা ধারায়	২১৭	শিউলী আমার প্রাণের সখী	৪
ফুল বলে আমি দিই গন্ধ	৮৫		

প্রতিবাদ

এমন একটা ঝড় উঠুক	১৯১	কলের বাঁশি বাজলো কলে	২৪৪
ও বউ কথা কও বলে	১২৬	কাঠ ফাটা রোদে পিচ ঢালা	১৩৭
ও ভগবান রুটি দাও	৭৮	কোন এক গাঁয়ের বধূর কথা	১২৪
ওগো বটবৃক্ষ সাক্ষী থেকো	১২১	ঘুম চোখে নেই	১৩৩

বিচারপতি তোমার বিচার ১২৯
বিস্তীর্ণ দুপাশের অসংখ্য ২০১
মিছিল চলেছে মিছিল ২৪৫
রানার চলেছে রানার ১৬১
হরতাল আজ হরতাল ১২৩

প্রেম বৈচিত্র্য

অকারণে মোর শেষ হলো ২৫৪
অনেক কথার মাঝে সে যে ২৪৮
আকাশ অনেক দূর ১০৯
আকাশ নতুন নয় ১১৬
আকাশ প্রদীপ জ্বলে ১১৫
আকাশ বাতাস কেমন করে ২৫২
আকাশ মাটি যেথায় করে ১৭৪
আকাশে আজ রঙের খেলা ১৭৫
আগের মতই ফুল সে কি ১১৬
আঁচলে ঢাকা মন সখী ২৪৬
আজ না হয় থাক্‌না ২১৮
আজো কি গো আজো কি ১৩৫
আজও তো এলো না সে ১১৩
আজও বারে বারে মনে ২২৮
আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে ৬১
আবার ফিরে আসবে ভেবে ২০৩
আবেশ আমার যায় উড়ে ৫৬
আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ ৩১
আমার আঁধার ঘিরে বন্ধু ২১৭
আমার এ ভালবাসা জানি গো ৫৪
আমার কানন তরুতলে ৫৫
আমার চোখের জলে পিছল ২৫১
আমার মনের মেঘলা আকাশে ২৪৪
আমার মনের সোনালি সুরেলা ২৫৩
আমার শূন্য জীবন ভরে দেবে ২৪৯
আমার শূন্যে ছড়ানো চোখ ২৪৭
আমার যত মনের কথা ৭৪
আমারে ভালবেসে আমারি ২
আমারে ভুলিতে পারিবে না ২৬
আমায় তোমায় লাগলো ভাল ১৩৩
আমি চাই না বকুল নিতে ২৩৯
আমি তন্দ্রা জড়িত রিক্ত পবন ১০৪
আমি তোমার সাথে দূরের ২২৪
আমি ধূপের মত পুড়ে' ৬১
আমি প্রিয়া তুমি প্রিয় ১০২
আমি বিহঙ্গ তুমি আকাশের ২১৬
আমি যদি হতেম পদ্মকলি ১৬৫
আরো একটু সরে বসতে পারো ৪২
আলো ঝলমল পূর্ণিমারি ৬২
আলোর ঠিকানা আজ ২২২
আসবে না তা নাইবা এলে ১০৪
উদাসী মন চায় কাহারে ২৫২
এ পথে যখনি যাবে ৬৪
এ কথা কি কোনদিন জানতে ২৫৩
এ মন আমার ওঠে যদি ১১৮
এ রাঙা গোধূলি হলে অবসান ১০৩
এ রাত আমার নয় ২৪৩
এই আঁধারে আমি চলে গেলে ১১৪
এই আশা-নদীর কূলে ২৪১
এই চাঁদিনী যামিনী ২

এই তো গো বেশ আছি ১৯৭
এই তো বেশ, গানের শেষে ১৫৪
এই নিরিবিলি স্বর্ণালী সন্ধ্যায় ২৩৩
এই পথে আরো কেউ যদি ১১০
এক জনমের ওগো ছোট্ট জীবনে ১৪৪
একটি রজনীগন্ধা ছুঁয়ে ১৯৬
একা একা জেগে থাকা সারারাত ১৫৩
একি সকরুণ জয় ৫৮
এখন এই রাত অনেক বাকি ১৮৭
এখন যখন তোমায় পেলাম ২৪৩
এবার তবে করবো শুরু ৭৭
এমনি করে মিলন মোদের ৫৫
ও আকাশ-প্রদীপ জেলো না ২০৮
ও আমার কৃষ্ণকলি ২২০
ও আমার ছোট্ট পাখি চন্দনা ১১২
ও আমার মন যমুনার অঙ্গে ১৪৩
ও কলসে জল ছলকায় ১৮৯
ও কে যায় চলে ১৬৩
ও কেন গেল চলে ২
ওই অধরের গোলাপি রঙ ৫
ওই কোকিল শোনায় ২১০
ওগো তন্দ্রাহারা ১৩৫
ওগো মোর গীতিময় ১০৩
কখনো আমায় চোখে জল দেখে ১৯৬
কত প্রেম হল ধূলি ৮২
কত রাজপথ জনপথ ঘুরেছি ১৯৮
কত সুন্দর পৃথিবীর প্রেম ৬০
কপালে সিঁদুর সিঁদুর টিপ ১৯৫
কাঁদাতে এসে আমি ৫৯
কি কহিব প্রেম কথা ১০৭
কিছু কিছু কথা আছে ২৩৬
কী দেখি পাই না ভেবে ২০৭
কে প্রথম চেয়ে দেখেছি ২০৯
কে যেন পথের মাঝে ২৪৫
কেন এ হৃদয় চঞ্চল হল ১০৭
কেন ডাকো তুমি মোরে ১১৪
কেন সে যে বললো না কথা ৯৬
কোন্ সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে ১৭৬
ক্লান্ত যে আমি জীবন্ বীণায় ১৬৮
খবর না দিয়ে কেন এলে ১৬৬
খোলা জানালার ধারে ২০৪
গান শোনাতে ডাকলে ৫৯
গানে মোর কোন্ ইন্দ্রধনু ১৪৭
গোলাপের কাঁটার ব্যথা ৮৫
চাঁদ কত সহজেই দেখে ১৩৯
চাঁদ যদি নাহি ওঠে ৪২
চাহিনু প্রেম তুমি দিলে যা ৫৮
চেনা জানা অনেক আপনজন ১৮০
চেয়ে বসে থাকি দিবস ৯১
চৈতি ফুলের কি বাঁধিস ১০২
ছলকে পড়ে কলকে ফুলে ১৮০
ছায়া ছায়া আঁধার যখন ১৭৭
জীবনে জেগেছিল মধুমাস ৩
জেগে আছি একা ১০৫
ঝরিয়াছ তুমি অশ্রুধারায় ২৫০
তন্দ্রা এলো বলো জাগি ১৩৪
তব চরণ তলে হৃদয় আমায় ৮১
তব স্মরণখানি ৫৭

তার আর পর নেই ২১২
তারে চিনি চিনি ১০৩
তিল তিল করে এক ২৪১
তীর বেঁধা পাখি আর গাইবে না ৭৮
তুমি আমার প্রাণের পরম ২৬
তুমি আর নেই সে তুমি ৯৬
তুমি আসবে বলে তাইতো ১৬৯
তুমি এলে অনেক দিনের পরে ২১৪
তুমি এসেছিলে পরশু ৯৫
তুমি দিলে মধুবাণী ৯২
তুমি কোন পথে এলে ২৪৬
তুমি যদি কোন দিন ৮৯
তুমি যে আশা-নদী ১৭৬
তুমি পায়ে যখন আলতা পরো ১২০
তুমি ফিরায়ে দিয়েছ বলে ১১৪
তুমি মেঘলা দিনের ২৩২
তুমি মোর প্রিয়া ২৭
তোমার আকাশে এসেছিনু ৭৯
তোমার চরণ চিহ্ন ধরে ৬২
তোমার দেওয়া অঙ্গুরীয় ২৪৭
তোমার দেহের ভঙ্গিমাটি ১৭৭
তোমার মাঝে আজকে আমি ৯৮
তোমার মাঝে পেলাম খুঁজে ১৩৬
তোমার সুরে সুর মিলায়ে ১৬৯
তোমার ওই সাগর-চোখে ১৮৯
তোমার হৃদয় সে তো ১১০
তোমারি পথ পানে চাহি ৪৩
তোমায় আমায় প্রথম দেখা ৩
তোমায় একটা রুমাল দিলাম ২৪৭
দুটি চোখে কত মায়া ৯১
দূরে বহু দূরে ২২৭
নদী চলে যাবেই জানি ১৭১
নভে নীল ছায়া নেই ১০৯
নয়ন য'দিন রইবে বেঁচে ৫
নয়নে নয়ন দিয়ে ৫
না না না হারানো দিনের ২২৬
নাই বা ঘুমালে প্রিয় ৭৬
না যেও না তুমি ২০৯
নিতে চাও যদি ৬০
নিয়তি আমার প্রথম নায়িকা ২৩৭
নিশিদিন শুধু থাকি ২৪০
নীল আকাশের ওড়া বলাকার ৮৫
নীল নির্জন সাগরে ১৮৮
নেবো না সোনার চাঁপা ২০৮
পথ হারাবো বলেই এবার ১২৬
পথে যেতে যেতে দেখিলাম ১৫২
পাখি জানে ফুল কেন ফোটে ১৪৭
পিয়া সনে মিলন পিয়াস ১০৭
পৃথিবী আমার এ মিনতি ২৩৯
পৃথিবীর গান আকাশ কি ৬৫
পৃথিবীটা সুন্দর তুমি সুন্দর ১৪৯
প্রথম পরশ লাগা ১৩৪
প্রদীপ চেনে পতঙ্গকে ২৩৬
প্রেম নহে মোর মৃদু ৪৮
প্রিয়ার প্রেমের লিপি ৩৩
ফেরা হল না ২২৪
ফেরানো যাবে না আর চোখ ২১৩
ফেলে যাবে চলে জানি ৪০

ফুলে গন্ধ নেই সে তো	১৫০	যদি আসে কভু বিস্মরণের	৬৩
ফুলেরি বাসরে ফুলেরি সাজেতে	৮১	যদি ডাকি অকারণে	৯৫
বকুল গন্ধে যদি বাতাস	১১২	যদি ডাকো হৃদয়-পাগল-করা	২২৯
বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে	৯৯	যদি বন্ধুর রথ এলো দ্বারে	৪৩
বন্ধু তুমি আমায় সেদিন	২৪৪	যদি বলতে না পারো	১৫৮
বলতে পারো কেন এমন	১৭৩	যদি বলি তোমার দু'চোখ	২৩৫
বলো ওগো বলো এমনি করে	১৭৩	যদি ভাল না লাগে তো	৪১
বাঁধিনু মিছে ঘর	৫৩	যে গান তোমায় আমি	২৩২
বিদায় নেবার ক্ষণে	১৪০	যে না জানে বিরহের মানে	৯৭
বিন্দুতে সিন্ধু দেখা	১১৭	যৌবনেরি বীণার তারে	৪৪
বিরহ তিমির তীরে	২৫২	রজনীর শেষ যামে	৫৫
বেদনার রঙে রঙে	২১৮	রাখিতে পারিনি যারে বাঁধিয়া	২৫১
ভাবিস নারে কাঁদছি বসে	২১৪	রাত যায় যাক	১৩৮
ভালবেসে এই বুঝেছি	১৮	রাতের আঁধার মিলালো	১৬৬
ভুলি নাই ভুলি নাই	১০৬	রাতের কবিতা শেষ করে দাও	৬৪
ভুলে যেতে হয় যেয়ো	১৩২	রাতের ময়ূর ছড়ালো	৪৫
ভোরের বাতাসে এসো ওগো	১৫৭	রাত্রির পৃথিবী যখন	২৩৮
মন চায় একবার কাছে ডাকি	১৬৮	রাধার মন গিয়েছে চুরি	১৮১
মন দিল না বঁধু	৯৬	রিনিকি ঝিনি ঝিনি	১৩২
মন যদি যায় হারিয়ে	১১৭	রূপকাঠি গাঁয়ে শ্যামলী	২০৫
মন-হংসীরে ভাসাবো না	১১৫	লিখিনু যে লিপিখানি	৩৪
মনে পড়ে যায়	১৪৪	শত যুগের আরাধনা	৯০
মনের রঙে রঙের পরশ	১১৯	শাওন রাতে যদি স্মরণে	২৩
ময়ূরপঙ্খী মন মোর	১৯৫	শুকতারা গো নিওনা বিদায়	৬৫
মাধবী তোমার সে দিনের কথা	১৫৩	শুধু ভুল বুঝেই গেলে	২১৮
মুক্তছড়া নেই কো কন্যা	২৩৩	শূন্য মনের কোণে	২২৯
মেঘে যেমন বৃষ্টি আছে	২২৯	শূন্যে ডানা মেলে পাখিরা	৬৬
মোর-অশ্রু সাগর কিনারে	১৪৭	সবাই চলে গেছে, শুধু	১৯০
মোর জীবনের পায়ে চলা পথ	২৭	সময়ের হাত ধরে পায় পায়	১৯৮

সারাদিন তোমায় ভেবে ১৯৩
সারাদিন বৃষ্টি বৃষ্টি ১৮৮
সে তো ঘরে বন্দী থাকে ২৩৮
সে তো নাম ধরে ২১২
সে দিন চাঁদের আলো ২০৭
সেদিন বুঝিতে আমি ২১৩
সুখের পাখি খুশীর পাখি ১৮৫
সোনার হাতে সোনার কাঁকন ২০৪
স্বপন ঘুমে মগ্ন ছিলাম ১০৫
সান্ত্বনা তুমি আমার ২৩০
সোনালি চম্পা আর রূপালী ২৩২
হঠাৎ ঝড়ের মুখোমুখি ১২৫
✓হংসপাখা দিয়ে নামটি তোমার ১৯০
হয়ত আমার ফেরা হবে না ২৩৭
হয়তো তোমার অনেক ক্ষতি ১৯১
হয়তো তোমারি জন্য ১৭৭
হারিয়ে গেল জীবন আমার ১৮১
হারিয়ে জীবনের সব অধিকার ২৪১
হে বিজয়ী বীর ফিরে এসো ৪৪
হৃদয়ের ফুল যদি ঝরে যায় ২০৩

প্রেরণা । উদ্দীপনা

অন্তবিহীন নহে তো অন্ধকার ১৪০
এ গান তোমার শেষ করে দাও ৪৯
এখনি ক্লান্ত নয়ন কেন ১৭৪
এসো জয়ব্রতী দল ৯০
কে যায় সাথীহারা মরু সাহারায় ১৩৭
ঘরের বাঁধন ছেঁড়েই যদি ৬৮
জয় কর মিছে ভয় ৫৭
তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে ৮৬
দুঃখে যাদের জীবন গড়া ৫০
ধিতাং ধিতাং বোলে ১২৭
✓পথে এবার নামো সাথী ১২৮
ফুলের মত ফুটলো ভোর ১২২
বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে ৪০
ভেঙেছে হাল ছিঁড়ছে পাল ১০৬
মানুষের মনে ভোর হল ৪৭
যবে কণ্টক পথে হবে ৫০
সূর্য ওঠে সূর্য ওঠে ২১২
হায়া মরুনদী ৪১

বিচিত্র

অকূলে ভাসিয়ে দিলাম ৯১
আমার নাম নূপুর ২২৩
আমার কিছু মনের আশা ১২৯
আমায় বাজাও যদি বাজি ২২৩
আমি বাসর ঘরের রজনীগন্ধা ১৬৫
উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা ৬৭
এই কমলা গোধূলিতে ৯৭
এই জীবনের যত মধুর ৪০
এই দুনিয়া চিড়িয়াখানা ২০০
এই যে নদী যায় সাগরে ২৫১
এই শহরতলীর এক অন্ধগলির ১৮৪
ও আকাশ সোনা সোনা ২৩১
ও বাউল কি খুঁজে বেড়াও ২৪২
ও মা শ্যামা প্রণাম নে মা ৭৬
কখনো কখনো মাটির প্রদীপ ২৩৮
কূল ছেড়ে এসে মাঝ দরিয়ায় ৮৪

কৃষ্ণ চূড়ার বনে ৯৭
কোন দূর বনের পাখি ১৩৬
ঘুমাও ঘুমাও তুমি প্রিয়া ৩২
চলো না যাই হাওয়াই ৯২
চার দেওয়ালের মধ্যে নানান ১৭৫
জনম মরণ জীবনের দুটি ৪৭
জীবন প্রভাতে ৯৩
জীবনের ঘুরপাকে ঘুরছে যারা ১৭০
তীর ভাঙা ঢেউ আর ১৪৯
দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে ১২৫
নগর জীবন ছবির মতন ১৮৯
ননদী বিষের কাঁটা ১৭২
না না আজ রাতে আর যাত্রা ১৪৮
নাবিক আমার নোঙর ফেল ৪১
নীল আকাশের নীচে এই ১৪৮
প্রাণ যায় জল দাও ১৫৯
প্রেমের আকাশে তুমি যে ১৫৯
প্রেমের সমাধি তীরে ৪৬
বন্য বন্য এ অরণ্য ১৭২
বৈরাগী সুরে বেণু বাজে ১৬৬
ভবের হাটে দেখছি বসে ১৫৮
মরি রূপে বর্ণে ছন্দে ১০
মহারাজ! তোমাকে সেলাম ২৫৪
মহুয়া বউ মন মাতালো ১৪১
যদি হৃদয় না থাকত ১৯৯
যবনিকা পড়ে গেল ১৮২
যে আকাশে ঝরে বাদল ৮৩
রাত হল নিঃঝুম বাইরে ১৫৪
রাতের আঁধার মিলাল ধীরে ১৬৬
শুকনো শাখার পাতা ৩৩
শোনো বন্ধু শোনো ৬৮
সাগর বেলা ৮৩
সাঁঝের তারকা আমি ৭৯
সাত ভাই চম্পা জাগো রে ১২৭
সুরের আকাশে তুমি যে গো ৬৫
সে দিনের অপরাহ্নকালে ৩৪
স্বর্গের সিঁড়িখানি ভেবেছিলাম ২১৯
হঠাৎ ঝড় এলো ২৪২
হায় ছলনা তুমি ১৮৩

ভক্তিমূলক

অনেক কাল তো পূজা ৯৪
আমার আঁখিতে রহ গো ১১
আমার মা আছে রে সকল নামে ২২
আমায় ফাঁকি দিতে পারবি না ৮৬
আমি তনু চন্দন বাটি ৩৪
আমি পার করো বলে ৭২
এই ধূলার দেহ ২৯
এসো প্রাণের তীরে ১৫
এসো বন্ধন বেদনহারী ১৩
এসো শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী ১৮
ও মন তোর হরি বলার ৯২
ও মা তোর এলো চুলে ২৯
কত নামি দামী থাকতে ১৫৭
কালী নামের কালি ১৩৪
চলার পথে থেমে যাও ৩২
ঢেউয়ে ঢেউয়ে কল ঝঙ্কারি ১৬

তুই পূজায় প্রদীপ জ্বালিয়ে	৭
তোমার ডাকে সাড়া	৮৪
তোমার বিধান মনের মত	১১
তোমায় কোথায় রাখিব প্রিয়	৮২
ত্রিনয়নী দুর্গা মা তোর	৬৯
নিরঞ্জন তুমি নয়নরঞ্জন	৭৩
পায়ে পায়ে পেরিয়ে	১৫৬
প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম	২৪
প্রাণে যদি রাজো	১৪
বড় দুঃখ হয় মা তোকে দেখে	৭৩
বসে আছি খেয়ার ঘাটে	২৫০
বাঁশুরিয়া রে কেন	৮৯
বিধাতার যিনি সৌম্যমূরতি	৩৮
বেদন আগমনী গাহি	৩০
মধুর মধুর বংশী বাজে	১৯
মন না রঙ্গায়ে কি ভুল	৭
মন নিয়েছে মনের ঠাকুর	৬
মন রে আমার খুলে দে	৩৮
মহারাজা একলা ঘরে	৭
মহা যশোধন ইন্দ্র মোদের	৩৯
মা গো এই জেনেছি সার	৭৪
মার মমতা এ কোন্ দেশী	১০৮
শ্যামা মায়ের করবো পূজা	৭৫
শ্রীচরণে নিবেদন জানাই	৯
সবার আঁখি চায় যাহারে	৫৪
সবার মাঝে জাগে	৪৮
সংসার মায়া ছাড়িয়ে	৩০
সবারে দয়া করি	৮
সৃষ্টির রূপকার	১৯৪
হরি কেমন করে তোমার দেখা	৭৫
হে চারু-পূর্ণ-সোম-শিখরিনী	৩৮

স্বদেশ । বসুধা

অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি	১৬২
আমার মধুর বাংলা ভাষা	১৩০
আমি জন্মে শুধু কান্না নিলাম	২০১
আরো উজ্জ্বল হোক সূর্য	৮০
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	১৭৮
একই বাংলার দুটি নয়নের	১৪১
ও তোর কোলের ছেলে	১৭১
কলকাতা কলকাতা কিছু গান	২০২
কলকাতা আমার কলকাতা	১৭১
কে মহান প্রাণ	৩৭
গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা	২০২
তব কীর্তির কেতন উড়িছে	৩৭
তাল সুপারী সারি সারি	১৯৭
তোমার আমার ঠিকানা	২০২
তোমার হাসি আমার হাসি	১৫৫
নয়ই আগষ্ট তোমায় নমস্কার	২৫
বন্ধন ভয় তুচ্ছ করেছি	২৫
বাজে রুদ্র ঈশানি ঝড়ে	৮৮
বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ	১৬৩
ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ	১২৩
মা গো জননী সোনার বরণী	২৪৫
মাটিতে জন্ম নিলাম	১৮৬
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো	১৭৮
রবির দেশ ছবির দেশ	১৫১

শপথ নিলাম ৭১
শান্তি সুখের আবাস হউক ৯
শোনো একটি মুজিবরের থেকে ১৫১
শ্মশানে কি নতুন করে ২৫
সম্মুখ শরণতীর্থ যাত্রা পথে ২২
স্বর্গাদপি গরীয়সী তুমি মা ৭০
স্বাধীনতা মুখের কথা নয় ১১৮
হাজার বছর পরে ১৪২
হে মহারুদ্র ২১৬

স্মরণ বিধুর

ও তোতা পাখি রে ১৮৬
চৈত্র দিনের ঝরা পাতার পথে ৫৩
দিনগুলি মোর স্মৃতির কুসুম ৩৫
প্রণাম প্রণাম ওগো লহো ৭২
মধুর আমার মায়ের হাসি ৭৬
মধুময় মম জীবন করেছে ১৩১
মহানগরীর রাজপথে যত ৮৭
মুক্তির মন্দির সোপান তলে ৪৭

রাগ প্রধান

আজো নয় প্রিয় ৪৯
ওরে কোয়েলিয়া গান থামা ৮৩
গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে ৩৫
জোছনা করেছে আড়ি ৯৪
তব লাগি ব্যথা ওঠে গো ৪৬
নিরদয় হে ১৭
ফুলের জলসায় নীরব কেন ৯৩
ফুলেরি দিন হল যে অবসান ৫২
বন্ধু হে পরবাসী ৬৯
মধু বৃন্দাবনে দোলে রাধা ৯৪
রাধিকা বিহনে কাঁদে ৬৩
রুমাঝুমাঝুম বাদল ঝরে ৬২
শংকরা রাগে রাগে ১৯২

লোকগীতির ধারা

অইস বনতলে গো ৯৩
আমি টাকডুম টাকডুম বাজাই ১০০
আমি তো মরেছি সখী ১৮২
ইছামতীর নদীর তীরে ১৭৯
এখন আমায় চিনতে পারবে ১৬
ও বাঁশী বাজিসনে তো ২১৯
ওগো তোমার শেষ বিচারের ২০
ওরে আমার ভাই রে ২১
ওরে সুজন নাইয়া ৫২
কুল মজালি ঘর ছাড়ালি ১৭
কে যাস রে ভাটি গাঙ ১০১
গাছ ভাইঙ্গা আইছে ইবার ১৬৪
গুরু তোমার চরণ বিনে ১৮০
গোকুল ছাড়িয়া কালা ৯০
চাঁদ সুরযের মেলায় রে ৭০
জীবন পুরের পথিক ২১৫
টাকা দিয়াও ঢাকার শহর ১৬৪
নাইয়া রে ভাঙা ডিঙা ১০৮
পদ্মার ঢেউ রে ২১
বাঁশি শুনে আর কাজ নাই ১৪৬
মনরে আমার হায় ২০
লণ্ডর ছাড়িয়া নাওয়ের দে ৮৭
লাল পাগুড়ি বেঁধে মাথে ১৯
শিয়ালদহ গোয়ালন্দ ৩০
সজলপুরের কাজল মেয়ে ২০৬

১

ফিরে চলো, ফিরে চলো
আপন-ঘরে।
চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মিছে,
আনন্দ আজ, আনন্দ রে!
আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না-ধারা,
বাতাস বহে বাঁধন-হারা,
প্রেমের সুরে ভরা ভুবন,
ব্যথা-বেদন ঘুচিল রে!
মরণ-নীল সাগর হতে
জীবন বহে সুধার স্রোতে,
জীবনে মরণ, মরণে জীবন,
ভয় কিবা, কিবা দুঃখ রে!
আকাশে পাখি কহিছে ডাকি,—
মরণ নাহি মরণ নাহি।
রজনী-দিন জীবন-ধারা
বইছে জোরে বইছে রে!

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

২

আমারে ভালবেসে আমারি লাগিয়া
সয়েছো কত ব্যথা বেদনা অপমান।
আজ তা নিয়ে আমি যাই গো দূরে যাই,
তোমার সব দুখ হউক অবসান ॥
আমারে স্মরি প্রিয়, অধীর চঞ্চল
হোয়োনা যেন তুমি, ফেলোনা আঁখিজল,
আমি যা নিয়ে যাই, তুলনা তারি নাই—
তোমার শত স্মৃতি কত সে কথা গান ॥*

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৩

এই চাঁদিনি যামিনী, মধুর-সমীরণে।
কাহার মুখ আজি জাগিছে মোর মনে ॥
কাহার আঁখি তারা জাগিছে ঘুম হারা,
আকাশে হাসি কার, জোছনা সুধাধারা,
কাহার মধুবাণী ভাসিছে পবনে ॥
দেহের সুরভি কার কুসুম-সুবাসে ছায়,
কাহার কথা শুনি বিভল পাখি গায়।
কাহারে খুঁজে ফিরি আকুল দিশি দিশি,
নিখিল ভরি মোর কে যেন আছে মিশি,
বিবশ রহি কার অধর-চুম্বনে ॥*

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৪

ও কেন গেল চলে কথাটি নাহি বলে
মলিন মুখে আঁখি ভরিয়া নীরে।
চাহিয়া কারে পথে বিফল মনোরথে
আকুল ব্যথা ভরে, অভিমানী রে

৩

ফাগুনে গাছে গাছে কী ফুল ফুটিয়াছে,
মাধবী-শাখে পাখি গাহিয়া উঠিয়াছে,
আলোয় আলো দিশা   এমন মধু-নিশা
গন্ধ গান যত আঁধারে ঘিরে।
দখিন বাতায়নে   সমীর হা হা স্বনে
আসিয়া বলে যায়, নয়ন মোছ হায়,
চলে যে যায়, আর আসে না ফিরে ॥*

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৫

জীবনে জেগেছিল মধুমাস
রঙে রাঙা হয়েছিল আমার আকাশ ॥
মনে চাঁপা বকুল চেয়েছিল মেলি আঁখি,
শাখে শাখে গেয়েছিল কত পাখি,
বাতাসে ভাষা কারকরেছিল ডাকি, "এসেছি দ্বারে
জাগো জাগো,   করো আঁখি-মুকুল বিকাশ" ॥
কী আমার হয়েছিল সেদিন, রহিনু কিসে ভুলি',
বারে বারে ডাকিল সে, দেখিনি আঁখি তুলি'।
পাখি আর গাহেনা গাহেনা   জাগেনা জাগেনা ফুল,
যে এসে ডেকেছিল, তারে চেয়ে মন আকুল
চাহি গো চাহি তারে, নাহি সে নাহি দ্বারে,
বাতাসে মিলায় গো আজি আমার মনের হুতাশ ॥*

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৬

তোমায় আমায় ক্ষণেক দেখা
নয় মালতী নয় অশোক-বনে,
নয় নিরালা জ্যোৎস্না-রাতে,
নয় গো ফাগুন-সমীরণে ॥

তবু সে কোন্ বাসন্তিকা, অলকার কোন্ মালবিকা,
এমন ভালবাসতে পারে বেসেছে বা কোন জনে ॥
শ্রাবণ দিনের সজল-আকাশ,
স্বপন-দেশের ঝরা-বাতাস,
তোমার ভালবাসার পরশ
জাগায় পুলক শিহরণে।
তোমার আঁখি সাঁঝের তারায়, পথে চলার ব্যথা হারায়,
আমার নিখিল তোমারে ঘেরি' মিশে আছে দেহে মনে ॥*

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৭

সেই যে বাঁশি বাজিয়েছিলে যমুনারি তীরে,
সুরে তার প্রেমের ধারায় ভাসিয়ে দিলে ধরণীরে।
আকাশ-বাতাস উতল-আঁখি, গাইলো যে সুর বনের পাখি,
উজল হল সারা নিখিল সিনান করি প্রেমের নীরে ॥
আজ তুমি হায় ভুলেছো শ্যাম, তোমারি এ শ্যামল-ধরা,—
দেখি, রক্তরেখায় হিংসা-লেখায় কলুষে তার চিত্ত ভরা!
এসো এসো দুঃখ-হরণ, আর্ত্ত-জনের জীবন-শরণ,
এসো, তেমনি-সুরে বাজিয়ে বাঁশি, এসো, এসো, এসো ফিরে ॥*

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৮

শিউলি আমার প্রাণের সখী তোমায় আমার লাগছে ভালো।
তুমি যে ভাই আমার মতই ক্ষণিক খেলায় প্রদীপ জ্বালো ॥
তোমার মতন, একটি রাতে— জেগেছিলাম প্রেমের সাথে,
শুনেছিলাম কোকিল-গীতি, দেখেছিলাম চাঁদের আলো ॥
একটু শুধু ভালবেসেই, রূপসায়রে একটু ভেসেই
একটু মধু-হাসি হেসেই একটি রাতে সব ফুরালো ॥*

হেমেন্দ্রকুমার রায়

৯

নয়ন য'দিন রইবে বেঁচে তোমার পানেই চাইবো গো।
কইতে কথা পারবো য'দিন তোমারই গান গাইবো গো ॥
সামনে এসো সামনে এসো অন্ধকারের চন্দ্রিকা
পিয়াস ভরা প্রাণ-প্রদীপে জ্বালাও তোমার রূপশিখা
সেই আলোকের ঝরণাধারায় একলা আমি নাইবো গো ॥
মনের আমার নাই ঠিকানা, খুঁজছে বিফল স্বপ্নকে,
জীবন গেল পায়না তবু রূপসায়রের রত্নকে,
আর কতদিন ঘর-পালানো মনের পিছে ধাইবো গো ॥*

হেমেন্দ্রকুমার রায়

১০

নয়নে নয়ন দিয়ে সারাদিন বসে থাকি।
তবু শোনা হল নাকো কত কথা বলে আঁখি ॥
কত আশা ভালবাসা
কত জীবনের ভাষা
দু'টি চোখে ফুটে ওঠে, প্রাণে তাই লিখে রাখি ॥*

হেমেন্দ্রকুমার রায়

১১

ওই অধরের গোলাপী রঙ মাখাও আমার প্রাণে,
ফুলের মালা যাক্‌না ছিঁড়ে বাহুমালার টানে ॥
ঐ মরমের মধুর মধু পান করিয়ো আমায় বঁধু,
গান শুনিও কণ্ঠ-বীণার স্বপন-ঝরা তানে ॥
নয়ন বলে যে সব বাণী দেখেই সখি অবাক মানি,
চুপি চুপি তাকিয়ে থাকি, বুঝতে কে চায় প্রাণে ॥*

হেমেন্দ্রকুমার রায়

১২

হোরী

বঁধু, চরণ ধ'রে বারণ করি টেনোনা আর চোখের টানে।
তোমার পিচ্‌কারীতে রং ঝারিতে কি গুণ আছে ননদ জানে ॥
গাগরী আজ হয়নি ভরা
সখা মিছেই আমার আঁচল ধরা
ওগো যায় যে বেলা রঙিন খেলায় এই অবেলায় মন কি মানে ॥
ওগো কুঞ্জগলির দোলনাতে আজ একলা তুমি দোদুল দোলো
হেসে নীল আকাশে লাল করে শ্যাম ছড়িয়ে দিয়ো আবীর-ধুলো,
লোক দেখানো ফাগের লীলায়
আজ গেলে কাল রং যে মিলায়,
আমার রাঙা প্রাণের হোরীর গানে নিত্য তোমার স্বপন আনে ॥*

হেমেন্দ্রকুমার রায়

১৩

মীরার ভজন

মন নিয়েছে মনের ঠাকুর আর কিছু মোর নাই।
নয়ন-জলে স্নান করে আমি নাম-গীতিকা গাই ॥
সাঁঝের কোলে ঘুমায় তপন
জাগবে কখন আলোর স্বপন,
হারা-মনের হারা-মণি কোথায় খুঁজে পাই ॥
কোথায় আমার মিলন তিথি
আসবে কবে মোর অতিথি
একলা ঘরে আসন পেতে পথের পানে চাই ॥*

হেমেন্দ্রকুমার রায়

১৪

মহারাজা একলা ঘরে তোমার দয়া স্মরণ করি
মন-দেউলে বরণ করি ধরবো বলে চরণ-তরী ।।
বাদল রাতে চন্দ্র-করে আলোক ছায়ার ছন্দ ঝরে,
অশ্রু-হারে লুকিয়ে হাসি বাজাই তখন ইমন-টোড়ী ।।
এই পৃথিবীর দুঃখে শুনি কাঁদছ নিখিল-নরের প্রাণে,
মিলন সুখের সুর যে মেলাও কোকিল-শ্যামা পাখির গানে ।
হে প্রিয়তম তোমার কোলে গগন পবন সাগর দোলে,
বাজাও নটরাজের নূপুর সফল জীবন-মরণ ভরি' ।।*

হেমেন্দ্রকুমার রায়

১৫

মন না রঙ্গায়ে কি ভুল করিয়ে কাপড় রঙাল যোগী
মন্দিরতলে আসন পাতিল শিলা পূজনেরি লাগি' ।।
দুর্গম বনে গিরিশিরে
বহু ক্লেশে মরিল সে ফিরে,
কৃচ্ছ্রে তাঁরে নাহি মিলে, বলে দেবে কোন্ অনুরাগী ।।
অন্তরবাসী অন্তরযামী অন্তরে বন্দী একা—
দাও প্রেম আরো প্রেম, আরো আরো আরো প্রেম
আরো প্রেমে মিলিবে দেখা !
খোলো খোলো খোলো দ্বার খোলো,
তাঁর পানে আঁখি দুটি তোলো,
তাঁর প্রেমে আপনারে ভোলো, তাঁর সাথে রহ নিশি জাগি' ।।

নির্মলচন্দ্র বড়াল

১৬

তুই পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস হৃদয়-দেউল মাঝে
ভক্তি প্রেমের ধূপটি পোড়াস নিত্য সকাল সাঁঝে ।।

পাবি যেদিন দুঃখ-ব্যথা দেব্‌তারি পায় নোয়াস্‌ মাথা,
বলিস, "তোমার ইচ্ছা ফলুক আমার জীবন মাঝে ।।"
আপনারে তাঁর ভৃত্য রাখিস, তাঁরেই করিস রাজা,
তাঁর তরে তুই আসন পাতিস, ফুলের থালা সাজা !
তবুও যদি দেখা না পাস্‌ চোখের জলে বেদন জানাস,
বলিস, "প্রিয় তোমার তরেই এ দেহ প্রাণ আছে ।"

নির্মলচন্দ্র বড়াল

১৭

সবারে দয়া করি' ফিরায়ে আনো,
ফিরায়ে আনো প্রভু চরণে তোমার !
পান করি' হলাহল, কাঁদে যারা অবিরল,
ফিরায়ে আনো প্রভু চরণে তোমার ।।

স্বার্থ-হিংসা-দ্বেষে জরোজরো প্রাণ,
তোমারে ভুলেছে যারা, ভুলিয়াছে গান,
তাদের ফিরায়ে আনো কর পরিত্রাণ,
ফিরায়ে আনো প্রভু চরণে তোমার ।।

বিশাল বসুন্ধরা এক পরিবার
যেথা যত ভাইবোন সব আপনার
তুমি যে পিতা-মাতা-সখা সকলের,
এ জ্ঞান ফুটাও প্রভু মরমে সবার !

সংসারে স্বর্গ রচনা কর,
নিখিল কলুষ-গ্লানি নিমেষে হর,'
শান্তি-নিশান তুমি আপনি ধর,
ফিরায়ে আনো প্রভু চরণে তোমার ।।

নির্মলচন্দ্র বড়াল

১৮

শান্তি সুখের আবাস হউক আমাদের এই দেশ,
তাঁরি করুণ দৃষ্টিছায়ে রাখুন পরমেশ ৷৷
সোনার ধানে ভরা মাঠে,
ফুল্ল শ্যামল পল্লীবাটে,—
আবার খেলুক রাখাল-বালক, শুনি বেণুর রেশ ৷৷
ঘরে ঘরে থাকুক গো-ধন, গোলা-ভরা ধান,
ভায়ে ভায়ে দ্বন্দ্ব-বিরোধ হউক অবসান !
সবার মুখে ফুটুক হাসি,
রোগ শোক যাক দূরে ভাসি',
আনন্দেরি বন্যা বহুক, দুঃখ না রো'ক্ লেশ ৷৷

নির্মলচন্দ্র বড়াল

১৯

নিবেদন

শ্রীচরণে নিবেদনে জানাই এ মিনতি—
"ছায়ায় আমার জাগাও তোমার আকুলতার জ্যোতি ।
(ছায়ায় আমার জ্বালো—তোমার আকাশ-আকুল আলো
আমার ঘুচাও সকল কালো—নাথ, বাসাও তোমায় ভালো ।)
অশ্রু সাঁঝে এসো কাছে হ'য়ে ব্যথার ব্যথী
ফুলের বাঁশি বাজিয়ে—নাশি' কাঁটার ক্ষত ক্ষতি ৷৷
কূলে কূলে দুলে দুলে বিলাও অকূল-আলো,
(কূল ছাড়িনা—নৈলে যে মোরা কূল ছাড়িনা—
অকূল-আলো নৈলে যে মোরা কূল ছাড়ি না)
সুরে সুরে নীল নূপুরে উধাও শিখা জ্বালো,
গানে গানে উছল বানে বহাও রূপের গতি,
তোমার আশায় তোমার ভাষায় জ্বালাও প্রেম-আরতি ৷৷

তোমার আঁখির মিলন-মদির বিরহে মোর ঢালো,
তোমার হিয়া সব সঁপিয়া চায় বাসিতে ভালো,
সেই শিহরে ধায় সাগরে আমার বিধুর নদী,
(হিয়ার—নদী-তোমার বন্দনে নীল চিরন্তনে ধায় যে মোর আশা-নদী)
সীমা তরি' অসীম বরি' হোক সে নিরবধি ॥*

শ্রীদিলীপকুমার রায়

২০

আবির্ভাব

মরি রূপে বর্ণে ছন্দে আলোকে আনন্দে
এলে কে গো মেলে পাখা !
শ্যামল বসন্ত বীথি বিছালো গন্ধ-গীতি
দিগন্তে শৈল আঁকা—
আকাশে হাসে রাকা !
(রাকা…রাকা…রাকা…হাসে রাকা)
দুধারে তালে তালে সুর-সুন্দরীকে ঢালে
রাগমালা ? দোলে শাখা !
মিটালে কে পিপাসা জাগালে ভালোবাসা
অনন্ত স্বপ্ন-মাখা—
আকাশে হাসে রাকা !
(রাকা…রাকা…রাকা…হাসে রাকা)
এলে সুরে সুরে সুরে ফুলে ফুলে ফুলে
রূপে বর্ণে ছন্দে।
এলে তালে তালে তালে দুলে দুলে দুলে
আলোকে আনন্দে !
এলে ফুলে ফুলে কে গো, দুলে দুলে দুলে ?
এলে কে মেলে পাখা, এলে কে মেলে পাখা—
মেলে পাখা…মেলে পাখা…রূপে বর্ণে ছন্দে ॥

শ্রীদিলীপকুমার রায়

২১

করুণাকান্ত

তোমার বিধান মনের মত না যদি হয় বন্ধু আমার,
মনে রাখি যেন—ফোটে আনন্দফুল বৃন্তে ব্যথার।
ব্যথায় উঠি ব্যথিয়ে তবু
শিখিনি যে সইতে প্রভু,
তাই বেদনার আগুনে কি পুড়িয়ে গ'ড়ে নাও বারবার ?
গড়তে হলেই হয় ভাঙতে, তাই চাই বল সব সইবার।
ধূপছায়ায় গড়া জীবন আজ আশা, কাল অতল কালো,
সন্ধ্যা এলে তবেই শিখি কত প্রিয় চোখের আলো।
আকাশ যখন সুনীল, ধরা
শ্যামল, নদী কলস্বরা,
তখন কে না গায় নামগান তোমার সঞ্জীবনী সুধার ?
আজ গাইতে শেখাও নিশায় কীর্তন প্রচ্ছন্ন উষার।
ঢেউয়ের 'পরে ঢেউয়ের মত আসে আঘাত ক্ষণে ক্ষণে,
প্রতি ঢেউই ভাসিয়ে নিয়ে চলে মোহানার মিলনে।
আমরা সে-উর্মিলার বাণী
শুনিনি তো, অভিমানী
মন দুঃখের ঢেউ-প্লাবনে তাই চায় অভয়—অপারে পার :
নয় কূলের আজ, শুনতে শেখাও অকূল শঙ্খ প্রেম মোহানার।
স্বপন-আশার বরণমালা গেঁথে চলি কতই সাধে !
যায় ছিঁড়ে সে-মধুর মালা নিঠুর নিয়তির আঘাতে !
প্রথমে গভীর নিরাশায়
কেঁদে ভাসাই, দূষি' তোমায়,
চম্‌কে উঠি তার পরে—জয় ! ঝড়তুফানেই ধ্রুবতারার
অমল হাসির কমল ফোটে উছল রাগে কার করুণার !

শ্রীদিলীপকুমার রায়

২২

শ্রীরামকৃষ্ণ

তোমাকে প্রণাম চির অভিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার !
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে মা বিনা যে কিছু জানেনি আর।
দুহাতে কেবল বিলালে অমল, জগন্মাতার মহা-প্রসাদ
ভুলিয়া মায়ায় ভুলিয়া ধরায় ছিলাম আমরা যাহার স্বাদ।
ধনজনমান কামনার মোহে দেখে' আমাদের অন্ধ ম্লান,
ঝলকিয়া নিশা, উজলিয়া দিশা, উছলিয়া উষা এলে মহান্।
গাহিলে মধুরে : "যে, শিশুর সুরে কেঁদে ডাকে : 'মা গো কোথা তুমি ?'
'আয় আয়' ব'লে টেনে নেয় কোলে মা তারে— কপোলে স্নেহে চুমি।
সে-প্রেমময়ীর প্রেমই বুকে বুকে ঝরে যুগে যুগে মধুরিমায়,
সে-আলোময়ীর নয়ন-মণির আলো জলে রবিশশিতারায়।"
ধনজনমান··· ··· ···এলে মহান !
"মা তারেই পায়ে দেয় ঠাঁই— চায় গহন হিয়ায় যে তাঁহারে,
চরণে তাঁর যে শরণ না চায়— ঘুরে মরে হায়, সে আঁধারে।
মানবজীবন সফলসাধন হয় শুধু সুধাপরশে তাঁর,
সে সুধায় যার মেটে ক্ষুধা— তার থাকে কি অভাব ভুবনে আর ?"
ধনজনমান··· ··· ···এলে মহান !
"জ্ঞানের গরব বিভূতিবিভব কত ছলে জনে জনে ভুলায়।
সোনার-হরিণ-মৃগয়ায় করে উধাও রঙিন সুখ-আশায় !
জানিতে সে চায়— বনবীথিকায় আছে কত শাখা পাতা ও ফুল
শুধু যায় ভুলে'— ফলই প্রাণদাতা, বিদ্যাভিমান মিথ্যামূল।"
ধনজনমান··· ··· ···এলে মহান !
উষার বিন্দুমূর্ছনা সাথে মিশায়ে সিন্ধু নিশার তান
বরি সে মায়ার রাজধানী, ভুলি' প্রেম রবিরাগ দীপ্যমান,
ভুলে যাই— তুমি গাহিতে : "আমরা মায়ের কোলের শিশু অমর,
যে-ই ভালবাসে, পায় কোল মা-র মহীমোজ্জল দীপঙ্কর।"
ধনজনমান··· ··· ···এলে মহান !

করুণাকোমল, সরল শ্যামল, মায়ের দুলাল নিরভিমান !
ঝরাতে অঝোরে বরাভয় মা-র ধরেছিলে তনু হে মহীয়ান।
আজ প্রার্থনা—যেন আরাধনাকরি ভক্তির, হৃদয়ে নাম !
আনন্দে যার ঝরিত তোমার কথা-গান-সুর নিরবসান !

ধনজনমান··· ··· ···এলে মহান !

চাওনি কিছুই আপনার তরে, করোনি চিন্তা—কী হবে কাল।
ঝরালে মোহন অমৃত বচন পতিতপাবন-রূপে দয়াল !
তাই যোগী মুনি কবি জ্ঞানী গুনী গায় নাম তব আঁখিজলে !
বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ লুটালো তোমার পদতলে ॥

ধনজনমান··· ··· ···এলে মহান।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

২৩

দয়াময় (লঘুগুরুছন্দ)

এসো বন্ধন বেদন হারী !
অশান্ত হৃদয়ে কান্ত মুরারী !
গানে গানে উষর প্রাণে বৃন্দাবন বাঁশরি ঝঙ্কারি'
এসো রাধাপ্রাণবিহারী !
তুমি বিরাজ বলি' ভুবনে বন্ধু,
সান্ধ্যনভে উছলে পূর্ণেন্দু,
তৃষিত হিয়া মম, সুর তব নিরুপম প্রার্থে প্রিয়তম মুরলীধারী !
এসো রাধাপ্রাণবিহারী !
শ্রবণে নূপুরনিক্কন স্বনিয়া
স্বপনে এসো রূপ নিঝরিয়া,
তব গগনাশী সুধাপিয়াসী অন্তর মম তব চির-অভিসারী,
এসো রাধাপ্রাণবিহারী !
চির পালক তুমি জনমে জানি,
চির তারক তুমি মরণে, মানি,
তব আরাধন সংশয় নাশন অমানিশায় উষার দিশারি,
এসো রাধাপ্রাণবিহারী !

প্রেমনাথ, তুমি চিরকরুণাময়,
প্রেমদাস, প্রেমে লীলাময়,
যাচি বরাভয় তব চরণাশ্রয় পার অপারে কর' কাণ্ডারী।
এসো রাধাপ্রাণ বিহারী।
সর্বসখা তুমি জানি দয়াময়,
কৃপায় তব লভি পরাজয়ে জয়,
করি নীরব সব প্রশ্ন শরণ তব চাহিব কীর্তন গাহি, তোমারি,
এসো রাধাপ্রাণবিহারী!

শ্রীদিলীপকুমার রায়

২৪

শরণাগত

প্রাণে যদি রাজো— দেখা দাও নয়নে,
পোহাক বিরহনিশা ঊষাবরণে।
চেয়েছি তোমায় আমি— জানো অন্তরযামী,
শুধু ফুলে নয়— খর কাঁটার বনে:
কাঁটাও যে হয় ফুল রাঙা চরণে।
মুরলী তোমার ডাকে "আয় আয়" অনুরাগে,
আজো গাই "আসি আসি" গহন মনে:
"এসেছি" বলিব কবে চিরচরণে?
যা কিছু আছে আমার সঁপিব পায়ে তোমার
অঝোর চোখের জলে— প্রেম শরণে:
ঘুচায়ে আড়াল, টেনে নাও চরণে।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

গঙ্গাতীরে গীতালি

ভূমিকা—অন্য অন্য শহরে যাই নানা কাজে তথা অকাজে। কেবল হরিদ্বারে যাই শুধু মা গঙ্গার কোল পেতে। এ আমার অত্যুক্তি নয়।

গঙ্গা আমার কাছে এসেছিলেন শৈশবেই দেবী রূপে, জননী রূপে, আশাপূর্ণা রূরে, এ কথার কথা নয়। তাই যুক্তি দিয়ে এ প্রত্যয় ওরফে উপলব্ধির ওকালতি করব না। বলব শুধু: আমার এ গানগুলির প্রত্যক্ষ প্রেরণা দিয়েছিলেন তিনি—যিনি একাধারে শুধু শিব ও শিবজায়া গঙ্গাই নয়, ঐ সঙ্গে শ্যামল ও তাঁর বাঁশিও বটে—শিব শক্তি কৃষ্ণ ত্রয়ীর ত্রিবেণী সঙ্গম হয়েছে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাবুকে। ইতি। ৬।৬।৭১। হরিদ্বার।।

২৫

প্রার্থনা

এসো প্রাণের তীরে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে উছলি,
ছায়া—অশ্রুনীরে
কৃপা আশা কমলি'

যুগে যুগে দেখেছি
সুর ধুনীর স্বপন,
পর বাসে চেয়েছি
কোলে তোমারি শরণ।

জানো জননী, তুমি—
চাই ভালোবাসিতে
যত কাঁটা কুসুমি'
প্রেম মালা গাঁথিতে।

আজ দিনের শেষে
এসো বাজায়ে বাঁশি,
গায় যে আলো হেসে:
"আমি ডাকিলে আসি।"

জানি করুণাময়ী,
তুমি তোমার কোলে
চাও টানিতে অয়ি
ঘুম পাড়ানি বোলে।

বলো নহিলে কি প্রাণ
পারে চাহিতে সুধা?
লভি' তব বরদান
মেটে যুগের ক্ষুধা।

ভুলে থাকি অকাজে
মাগো আমরা তোমায়
তাই এসেও কাছে
ফিরে যাও বেদনায়।

সেই ব্যথাই ওঠে
জেগে হৃদি অতলে
তাই কাঁটাও ফোটে
আজো প্রেম কমলে।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

২৬

অভিসার

ঢেউয়ে ঢেউয়ে কল ঝঙ্কারি'
সুরধুনী, এসো আনন্দে।
লও করুণায় মা দিশারী,
তুহিনে তোমার বসন্তে।
পথ দিশা যায় ভুলে হৃদি
সোনার হরিণ চেয়ে নিধি,
তোমার উদাস সুরে রাঙাও
মুক্তি-অরুণ দিগন্তে।
শিখিনি তো আজো চলিতে মা,
আলো বরি' কালো দলিতে মা,
তমসাবিলাসী ভ্রান্তে দাও
দীক্ষা তোমার অবন্ধে।
চলো গেয়ে অভিসারের গান
অকূলের পানে সাঁঝবিহান,
শিখাও সাধিতে রাগে তোমার
বরিতে অলখ অনন্তে।

শ্রীদীলিপ কুমার রায়

২৭

এখন আমায় চিনতে পারবে কেন চিন্তামণি?
আমি বৃন্দাবনে বৃন্দা-কাঙ্গালিনী॥
যেদিন ছিল রাধার চিন্তে—
সেদিন তুমি আমায় চিন্তে,
এখন তুমি নতুন রাজা কুবুজা তোমার নতুন রাণী॥

রাধার কুঞ্জে কোটাল ছিলে
আজ বসেছ সিংহাসনে,
দাসখৎ আর পায়ে-ধরা-দিন কি গো আর আছে মনে।।
দিন পেয়ে ভুলেছ দীনে
তবু দয়াল বলে দীনহীনে,
ভবে নাম ধরেছ দয়ার সিন্ধু, দয়ার বিন্দু দেখে তোমায় চিনি।।

তুলসী লাহিড়ী

২৮

কূল মজালি ঘর ছাড়ালি পর করালি আপনজনে,
তোর পীরিতির একি রীতি, কাঁদি নিতি নিরজনে।।
জ্বালা হল রূপের রাশি,
আর জ্বালা ঐ মোহন বাঁশি
আমার নয়ন-মন উদাসী তিলেক অদরশনে।।
একি হল হায় হে মরি
ধৈরজ ধরিতে নারি,
পলকে প্রলয় হেরি, এ মনে বাঁধি কেমনে।।
করমে মোর এই কি ছিল
গোকুলে কলঙ্ক হ'ল
একূল ও কূল দু'কূল গেল, অকূলে ভাসি এখনে।।*

তুলসী লাহিড়ী

২৯

নিপদয় হে—ছাড় ছাড় আঁচল
ভুলায়ে মুরলী তানে
আনিয়ে এ বিজনে
মজাইতে কেন এত ছল।।

অবলার যত জ্বালা
জান হে চিকন কালা
অঝোরে নয়ন বারি
ঝরে অবিরল ॥

তুলসী লাহিড়ী

৩০

ভজন

এসো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী
এসো কংস-নিসূদন ব্রজবিহারী ।।

এসো দৈত্য-দলন ত্রিভুবন-প্রতিপাল, দীনবন্ধু হরি দীনদয়াল,
কর অপগত দুঃশাসন-ভয় যত অবনত-লাঞ্ছিত-ভয়হারী ॥
কলুষিত উদ্ধত জাতিচ্যুত যত কুৎসিত নির্মম লোভী শত শত
শাসন-শোষণ-অত্যাচারে রত, দীন-নয়নে বহে অশ্রুবারি ॥
প্রলয় শঙ্খ তব গরজি' ঘন ঘন সঞ্জিবীত কর দুর্বল ভীতজন
কর মহিমান্বিত বীর্যে সমুন্নত বিগত-গ্লানি যত নরনারী ॥*

তুলসী লাহিড়ী

৩১

ভালবেসে এই বুঝেছি,—সুখের সার সে চোখের জলে রে।
তুমি হাস আমি কাঁদি, বাঁশি বাজুক কদম তলে রে ॥
আমি নিব সব কলঙ্ক, তুমি হবে আমার রাজা।
হার মানিব, দুলিয়ে দিয়ে জয়ের মালা তোমার গলে রে ॥
আমার ভালবাসার ধনে হবে তোমার চরণপূজা।
তোমার চোখের আগুন যেন বুকে আমার পিদীম জ্বালে রে ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৩২

এই খেদ মোর মনে,
ভালবেসে মিটিলনা সাধ—
কুলালনা এ জীবনে,
জীবন এত ছোট কেনে ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৩

লাল পাগুড়ী বেঁধে মাথে রাজা হলে মথুরাতে,
বাঁশি ছেড়ে দণ্ড হাতে বঁধু হলে দণ্ডদাতা !
এখন, কলঙ্কিনী রাধায় দণ্ড না দিলে, মান থাকে কোথা
ও বঁধু, তুমি রাজা হয়ে কেন হলে হায় বিধাতা !
কাঁদে তোমার বাঁশি চূড়া, তোমার নূপুর, পীত-ধড়া,
তমাল তলে কাঁদে বন্ধু আমার হৃদয়-আসন পাতা
ঐ মণিমালার ছটায় লাজে হয় না আমার মালা গাঁথা ॥
এখন আমি নালিস করি,—মাখন চুরি বসন চুরি,
শেষে মন অপহরি' ফেরারী চোর গেল কোথা ?
বেঁধে এনে বিচার করো রাজা হে শুনবো নাকো ছুতোনাতা ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৪

মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলীতে,
আমি পথের মাঝে পথ হারালাম ব্রজে চলিতে।
কোন্ মহাজন পারে বলিতে ॥
পোড়ামন ভুল করিলি, চোখ তুলিলি পথের ধূলা থেকে,
রাই যে আমার, রাঙা পায়ের ছাপ গিয়েছে এঁকে।
ঢুকলি ছেড়ে পথের ধুলো চন্দ্রাবলীর কুঞ্জগলিতে ॥

অনেক আশার ঘটায় অনেক ছটা ঝলোমলো,
আমার হাতের মাটির পিদীম লাজে নিভাইলো,
এখন সে হায় গভীর আঁধার, কোন পথে ঘাট, বলো ললিতে ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৫

মনরে আমার, হায় শুনলি না বারণ,—
সোনার হরিণ ধরতে গেলি, ঘরে হলো সীতা হরণ।
রসের সুতোয় ফাঁদ পাতিলি, নিজেই নিজে ধরা দিলি।
ও তুই জীবন-সুতোয় বুনলি যে ফাঁদ, সেই ফাঁদেতেই হল মরণ ॥
অনেক হিসেব কোরে রে মন পেতেছিলি ফাঁদ,
ভেবেছিলি আকাশ থেকে আসবে নেমে চাঁদ।
মেঘের মাঝে চাঁদ হারালি, আপন ফাঁদে তুই জড়ালি,
এখন ফাঁদ কেটে হ' প্রজাপতি, নইলে তো আর নাই বাঁচন ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



ওগো তোমার শেষ বিচারের আশায়,
আমি বসে আছি রাজ-কাছারির দেউরীতে হে,
শেষ বিচারের আশায় ॥
চোখের জলই পাওনা কি হায় জীবনের বেচাকেনার পেশায়,
শুনবো বলে বসে আছি, শেষ বিচারের আশায় ॥
কি যে আমার পাওনা-দেনা, তুমি ছাড়া কেউ জানে না,
অপর জনে তা মানে না, ডিক্রী নিয়ে শাসায় ॥
খেয়া ঘাটের পারে পারে মাশুল দিয়ে বারে বারে,
শেষ-খেয়ারই ধারে এবার এলেম দেউলে দশায়,
না থাকিলে পাওনা বলো অকূলে কূল ভাসায়—
অথৈ পাথার সর্বনাশায় ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৭

ওরে আমার ভাই রে—

বলি তোর আলোর তরে ভাবনা কেন হায় রে,

অন্ধকারেই পরাণ-পাখি সেই আশেতে যায় রে ॥

লম্ফ-পিদীপ-চন্দ্র-সূর্য্য তাইরে নাইরে নাইরে

না থাক, আছে একজনা ভাই—এগিয়ে এসে হাতটি বাড়ায়,

দুই চোখে তার দুইটি পিদীম, হায় সে কি রোশনাই রে!

সেই জনা মোর মনের মানুষ এইখানে খোঁজ পাই রে ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৮

নূরজাহান! নূরজাহান!

সিন্ধুনদীতে ভেসে এলে মেঘলামতীর দেশে ইরাণী গুলিস্তান ॥

নার্গিস লালা গোলাপ আঙুরলতা

শিরী-ফরহাদ শিরাজের উপকথা

এনেছিলে তুমি তনুর পেয়ালা ভরি

বুলবুলি দিলরুবা রবাবের গান ॥

তব প্রেমে উন্মাদ ভুলিল সেলিম্ সে যে রাজাধীরাজ

চন্দ্রসম মাখিল অঙ্গে কলঙ্ক লোক-লাজ।

যে কলঙ্ক লয়ে হাসে চাঁদ নীলাকাশে

(যাহা) লেখা থাকে শুধু প্রেমিকের ইতিহাসে।

দেবে চিরদিন নন্দন লোকবাসী

(তব) সেই কলঙ্ক, সে প্রেমের সম্মান ॥ —কাজী নজরুল ইসলাম

৩৯

পদ্মার ঢেউ রে—

মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা, যা রে।

এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা

আমি হারায়েছি তারে ॥

মোর পরাণ বঁধু নাই   পদ্মে তাই মধু নাই, নাই রে
বাতাস কাঁদে বাইরে, সে সুগন্ধ নাই রে—
মোর রূপের সরসীতে আনন্দ-মৌমাছি নাহি ঝঙ্কারে ॥
ও পদ্মারে ঢেউ-এ তোর ঢেউ ওঠায় যেমন চাঁদের আলো
মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনি ঝিল্‌মিল্ করে কৃষ্ণ কালো।
সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশী বাজায়
যদি দেখিস্ তারে—দিস্ সে পদ্ম তার পায়
বলিস্, কেন বুকে আশার দেয়ালী জ্বালিয়ে
ফেলে গেল চির-অন্ধকারে ॥

—কাজী নজরুল ইসলাম

৪০

সঙ্ঘ শরণ তীর্থযাত্রা পথে এসো মোরা যাই
সঙ্ঘ বাঁধিয়া চলিলে অভয় এ পথে মৃত্যু নাই :
(মোরা) সঙ্ঘবদ্ধ হইলে তাদের সাথে
ঐশী শক্তি সহায় হইয়া চলে হাত রেখে হাতে
সঙ্ঘবদ্ধ হইলে সারথী ভগবানে মোরা পাই ।।
সঙ্ঘশক্তি আসিলে সর্ব ক্লৈব্য হইবে লীন
চল্লিশ কোটি মানুষ এই ভারতে
ভিন্ন হইয়া থাকি ঠাঁই ঠাঁই তাই মোরা পরাধীন।
(মোরা) সঙ্ঘবদ্ধ হই যদি একবার
জাতি ও ধর্ম ভেদ রবে নাকো আর
পাবো সাম্য শান্তি অন্ন-বস্ত্র অস্ত্র পুন সবাই ॥

—কাজী নজরুল ইসলাম

৪১

আমার মা আছে রে সকল নামে   মা যে আমার সর্বনাম
যে নামে ডাক্, শ্যামা মাকে   পুরবে তাতেই মনস্কাম ॥

ভালোবেসে আমার শ্যামা মাকে যার যাহা সাধ সেই নামে সে ডাকে
সেই নামে মা দেয় রে সাড়া কেউ শ্যামা কয়, কেহ শ্যাম ॥
এই সাগরে মিলে, গিয়ে সকল নামের নদী
সে-ই হরিহর কৃষ্ণ ও রাম ডাকিস্ তারেই যদি।
নিরাকারা সাকারা সে কভু সকল জাতির উপাস্য সে প্রভু
নয় সে নারী নয় সে পুরুষ সর্বলোকে তাঁহার ধাম ॥

—কাজী নজরুল ইসলাম

৪২

ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি
ভোরের হাওয়ায় কান্না পাওয়ায় তব ম্লান ছবি—নীরব কেন কবি!
যে বীণা তোমার পায়ের কাছে বুকভরা সুর লয়ে জাগিয়া আছে
তোমার পরশে ছড়াক হরষে আকাশে বাতাসে তার সুরের সুরভি।
নীরব কেন কবি!
তোমার যে প্রিয়া গেল বিদায় নিয়া অভিমানে রাতে
গোলাপ হয়ে ফুটুক তাহারি কামনা উদাস প্রাতে।
ফিরে যে আসিবে না ভোলো তাহারে চাহ তাহার প্রাণে দাঁড়ায়ে যে দ্বারে
অস্ত চাঁদের বাসনা ভোলাতে অরুণ-অনুরাগে উদিল রবি।
নীরব কেন কবি!

—কাজী নজরুল ইসলাম

৪৩

শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে
বাহিরে ঝড় বহে নয়নে বারি ঝরে।
ভুলিও স্মৃতি মম নিশীথ স্বপন সম
আঁচলে গাঁথা মালা ফেলিও পথ 'পরে ॥
ঝুরিবে পূবালী বায় গহন দূর বনে
রহিবে চাহি' তুমি একেলা বাতায়নে।

বিরহী কুহুকেকা গাহিবে নীপশাখে
যমুনা নদীপারে শুনিবে কে যেন ডাকে।
বিজলী-দীপশিখা খুঁজিবে তোমায় প্রিয়া,
দু' হাতে ঢেকো আঁখি যদি গো জলে ভরে ॥

—কাজী নজরুল ইসলাম

৪৪

ওগো সুন্দর, মনের গহনে তোমার মূরতিখানি
ভেঙে ভেঙে যায়, মুছে যায় বারে বারে,
বাহির-বিশ্বে তাইতো তোমারে টানি ॥
ঐ যে হোথায় আকাশের নীলে
বনের সবুজ এক হয়ে মিলে,
ঐ যে হোথায় সাগর-বেলায় ঢেউ করে কানাকানি ॥
তোমার আসন পাতিব' পথের ধারে,
তোমার আসন পাতিব' হাটের মাঝে,
আঁধারে আলোকে যুগ যুগ ধরি' প্রিয়,
বিরহে মিলনে চিরদিন জানাজানি ॥

সজনীকান্ত দাস

৪৫

প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম !
তোমার চরণ শরণ করি অভয় এবার হবো হরি,
দুঃখ-সাগর যাবো তরি যদি করি তোমার নাম ॥
আমরা পড়ি' ঘুমাই প্রভু তোমার নিত্য-জাগরণ,
ক্ষণে ক্ষণে ঘটাও যে ভ্রম, চক্ষে তারই আবরণ !
সেই আবরণ ঘুচাও হরি, দাঁড়াও যুগল মূর্তি ধরি,
দেখি তোমায় নয়ন ভরি', পূর্ণ করি মনস্কাম ॥

সজনীকান্ত দাস

৪৬

বন্ধন-ভয় তুচ্ছ করেছি উচ্চে তুলেছি মাথা

আর কেহ নয়, জেনেছি মোরাই মোদের পরিত্রাতা ।।

করিব অথবা মরিব এ পণ, ভরিয়া তুলেছে ভারত ভুবন,

স্বপ্নের মাঝে শুনিতেছি যেন স্বাধীন ভারত-গাথা ।

জয় জয় জয় ভারতের জয়, জয়তু ভারত-মাতা ।।

শুনিতেছ নাকি শৃঙ্খল ওই ভাঙিতেছে খান খান,

মুক্তি-কেতন উড়িছে আকাশে তারি বন্দনা-গান,

করিব অথবা মরিব এ পণ, ভরিয়া তুলেছে ভারত ভুবন,

লক্ষ প্রাণের বলি-বেদীমূলে নূতন আসন পাতা ।

জয় জয় জয় ভারতের জয়, জয়তু ভারত-মাতা ।।

সজনীকান্ত দাস

৪৭

শ্মশানে কি নূতন ক'রে লাগ্‌ল সবুজ রঙ্

সঞ্জীবনী মন্ত্র সে কি 'বন্দেমাতরম্' ।।

উড়েছিল খাক্ হয়ে যা, ফুলের শোভা ধরল কি তা,

মৃত্যুপুরে নতুন প্রাণের দেখছি নতুন রঙ্ ।।

'করব কিংবা মরব' মন্ত্রে জাগ্‌ল সারা দেশ,

মরা মায়ের সঙ্গে আজি মনোহরণ বেশ,

যারা অধীনতার ফাঁসে, রুধেছিল জীবন-শ্বাসে,

বিদায়-ঘণ্টা ওই তাহাদের বাজল যে ঢং ঢং ।

শ্মশানে আজ নতুন ক'রে লাগল সবুজ রঙ্ ।।

সজনীকান্ত দাস

৪৮

নয়ুই আগস্ট তোমায় নমস্কার ।

কাট্‌ল যেদিন ভারতজোড়া মনের অন্ধকার ।।

দগ্ধ বিয়াল্লিশের ভালে, নূতন আলো কে জ্বালালে,

শঙ্কাহরণ সোনার বরণ আলোক চমৎকার ।।

চমকে ওঠে মৃত্যুভীত জন,   পথে চলার কি আয়োজন,
জীবন আছে, মায়ের পূজার সেই তো উপচার ॥

সজনীকান্ত দাস

৪৯

তুমি আমার প্রাণের পরমা মিত্রা,
হৃদয় মাধুরী উজারি রচেছি তব ছবি বিচিত্রা ॥
শত বসন্ত জাগায়েছো মোর নয়নে,
মেতেছো সেথায় ফাগুন-কুসুম চয়নে,
চিনিনু যে আমি প্রাণের গোপন স্বপনে,
তুমিই সে স্বপন, মিত্রা ॥
ভীরু প্রেম তব লাজে সদা শঙ্কিত,
পুষ্পিত দেহবল্লরী তব মোর প্রেমবায়ু কম্পিত।
দেখেছি আমারে তোমার আঁখির আলোকে,
সে আলোকে মোর প্রাণের পুলক ঝলকে,—
নিজেরে হেরিয়া বিস্মিত আমি পুলকে
তুমিই সে পুলক, মিত্রা ॥*

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫০

আমারে ভুলিতে পারিবে না তুমি, আমি জানি না কি?
পারিবে না মোরে বিস্মরণের ঝরাফুলে দিতে ঢাকি ॥
এ তো, ফাগুনের দিনে ফুলবনে নয় দেখা,
শুধু   সোহাগে-আদরে মিলন হয়নি লেখা,
এ যে বৈশাখী ঝড়ে দু'টি আবরণহীনা হিয়া
প্রলয়ে বেঁধেছে রাখী ॥
সাগর কি কভু চাঁদকে ভুলিতে পারে,
শুধু   স্মরণে যাহার ঢেউ তুলে' কেঁদে মরে।

যবে মাধবী-রাতের উৎসব-দীপগুলি,
উদাসিয়া দিবে কার ছায়াপথ ভুলি',
তবে কান্না-তুফানে বক্ষ ভরিয়া যাবে
হবে অশ্রু-উছল আঁখি ।।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১

তুমি মোর প্রিয়া, একি সোজা কথা, বধূ !
আমি বিপ্লবী, শুচি আগুনের চেয়ে,
মোর গভীরতা হেরি সাগর লাজেতে মরে,
মহাশূন্যে সদা দিই পাড়ি সূর্য আমার নেয়ে,
মোর দীপ্তি তপন-দীপ্তিরে ম্লান করে ।
তুমি মোর মনোরমা, একি নিষ্ফল কথা শুধু,
তুমি মানসী আমার, এ যে মহা পরিচয় ।।
তুমি প্রলয় দুহিতা নিখিল বিদ্রোহিনী,
আমি মহাকাল, তুমি মহাকাল বধূ মোর,
আমি জাগ্রত বাজ, তুমি মোর দ্যুতি বিদ্যুৎরূপিণী,
আমি ধূর্জটি, তুমি মৌলি ললাটে মোর,
তুমি আমার জীবন-প্রদীপের শিখা, ভুবনের বিস্ময় ।।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২

মোর জীবনের পায়ে-চলা-পথ ধ'রি,
এই অবেলায় কেন এলে ভুল ক'রি ।
এ পথে নাহিকো নন্দন-ফুলমায়া,
নাহিকো বনস্পতির শ্যামল ছায়া,
শুধু আছে এই পথের পরাণে—
মরীচিকা জালা ভ'রি ।।

পথবুকে বাজে শোন্‌রে ও মন রুদ্র দীপক রাগিনী,
এই পথ মোর জানিস রে মন জীবন-খেয়ার পারানী।
উদাসী এ পথ গৃহহারা বৈরাগী,
চলার ছন্দে সব গুরুভার তেয়াগি',—
চলেছে আপন গতির আনন্দে
সব বন্ধন পাশরি ॥

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৩

মোর মন হবে নির্মল মহাকাশ
গভীর গোপনে আছে মোর এই আশ।
মহান ব্যাপ্তি মহান শান্তি ভরে
চেয়ে রবে মন এই জীবনের পরে,
বাসনা হইতে চেতনা যাইবে স'রে,
চিত্তে ভরিবে অসীম ফুলের 'বাস ॥
মোর মন হবে সুগভীর নদীজল,
গভীরতা যাচি, হ'তে চির-নির্মল।
চলিব বহিয়া ঢেউয়ে আলিপনা এঁকে,
তৃষ্ণা মিটাবো বিশ্বজনারে ডেকে,
অসীম আকাশ বিম্বিত হবে বুকে,
নিখিল-কামনা আমাতে পুরাবে আশ।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪

ওগো জীবন, তুমি মোহন নিষ্ঠুরতা,
তোমার কণ্ঠে জড়ায়েছি তাই আমার পরাণলতা ॥
মুগ্ধ যে আমি হেরি তব নিঠুরতা,
তাইতো তোমারে বলেছি প্রাণের কথা,
তুমি সুন্দর ভীষণ মহান নাহিকো দুর্বলতা ॥

যবে বক্ষ নিঙাড়ি' আমার প্রাণের ঘ্রাণ লইয়াছো মুখে,
সে কী আনন্দ, হাসির আলোক দেখেছি তোমার মুখে ॥
তুমি নির্মম, আমিও নিঠুর, আগুনেরে ডরি নাই,
জানিও বন্ধু তোমার আমার এ নিবিড় প্রেম তাই,
মোদের দোঁহের মিলনে তাইতো নাহি কোন বিষমতা ॥

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫

ওমা তোর এলোচুল কে জড়ালো
সাতশো তারার মালা
কার আঁধার বুকে দাঁড়িয়ে থেকে
বুকের আঁধার করলি আলা ॥
কার সাধ পুরাতে কার মন জুড়াতে,
এমন আঁধার রাতে কার সাথে তোর লুকোচুরির পালা ॥
সর্বনাশী এমন হাসি হেসে
জানিনা তো কাঁদাস কারে এমন ভালবেসে।
আদরে আধো ডরে কে ডেকেছে এমন ক'রে,
ওমা কে রেখেছে বুকের 'পরে জুড়াতে সব জ্বালা ॥

স্বামী সত্যানন্দ

৫৬

এই ধুলার দেহ ভেঙ্গে ভেঙ্গে রাঙ্গিয়ে দে ঐ চরণধুলায়
ব্যথার বাণী জননী গো
আজ নয়ন জলে নাহি কুলায় ॥
উধাও হয়ে এই যে চাওয়া অকূলে এই তরী বাওয়া
না-পাওয়ার এই যে মোহ যেন আর আমারে নাহি ভুলায় ॥
যখন শুরু হল ঝরার পালা লাগল বুকে ধুলার দোলা,
সকল দোলা দে দুলিয়ে
এই নিখিল-জোড়া অঝোর ঝরায় ॥

স্বামী সত্যানন্দ

৫৭

বেদন আগমনী গাহিব আজি কি গো
জননী সেজেছো অশ্রুনীরে
করুণ-করে কোথা কাশের গুছি ধরা
কোয়েল কলভরা কাঁদনী চারিধারে ॥
আলোর আবাহনে নাচন-গঙ্গা পূবালী পবনে কোথা চরণ সঙ্গা
কোথা গো কোথা সুর শেফালি ঝরঝরে ॥
অফুটে লুকায়ে যায় বুকে কি শিহরায়,
রূপের জোছনায় আয় মা ফিরে আয়
ব্যথার ভাঙ্গা দ্বারে ॥

স্বামী সত্যানন্দ

৫৮

সংসার মায়া ছাড়িয়ে-- কৃষ্ণনাম ভজ মন !
কৃষ্ণ নাম জপরে-জপরে পাবে অমূল্য ধন।
বিষয় ও বাসনা, মায়ার ছলনা, সকলি ঘুচিয়া যাবে—
রূপের তিয়াসা, পুলকে মিটিবে, নয়নে হেরিবে অরূপ-রতন।
সুন্দর বরণ, রূপের চেতন, সুন্দরে দশদিশি মগন—
অপরূপ বিভবে, পরাণ ভরিবে রাজীব-চরণে পরশ দান ॥

হীরেন বসু

৫৯

শেফালী তোমার আঁচলখানি বিছাও শারদ প্রাতে.
চরণে চরণে তোলো রিনিঝিনি অরুণ-বরণ হাতে।
নিশির শিশিরে অবগাহি, যাপিয়াছ কার পথ চাহি,
মৃদুল হিল্লোলে—অলসে পড়িলে ঢলে ঢুলু ঢুলু নয়নপাতে।
ছন্দে ছন্দে গাঁথ তব জয় মালা গন্ধের অর্চনে ভরে নাও ডালা
অরুণ-তিলকে, রাঙিয়া পুলকে এসো এসো মধু-প্রভাতে।

হীরেন বসু

৬০

আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে !
সপ্ত-সিন্ধু কল্লোল রোল বেজেছে সপ্ত-তারে, জননী এসেছে দ্বারে ।
সুর-সপ্তক তুলেছে তান—সপ্ত-ঋষির গানে,
সপ্ত-স্বর্গে দুন্দুভি ঘোষে—সপ্ত-গ্রহের টানে,
অন্তরে আজ সপ্ত দলের, নবজাগরণ সাড়ে, জননী এসেছে দ্বারে ॥
আজ সাত রাঙা রবি রামধনু হাতে বরণের বাণ হানে,—
সপ্ত-কোটি সু-সন্তান বিজয় মাল্য আনে
আজ সপ্ত-স্বর্গ একসাথ হয়ে হৃদি মন্দির দ্বারে
তুলে নাও বুকে তারে, জননী এসেছে দ্বারে ॥

হীরেন বসু

৬১

আমার আঁখিতে রহগো নন্দদুলাল !
মোহন মূরতি সুন্দর জ্যোতি, নয়ন অতি বিশাল ॥
অধর অমৃত মূরলী রাজে গলে দোলে জয়মালা—
কটি তটে শোভে ঘণ্ট-মেঘলা মঞ্জীরে মধু-ঢালা—
রুণুঝুনু রুণুঝুনু নূপুর বোলে চরণে চরণে তোলে তাল ॥
চিত-নন্দন মেরে শ্যামল
মনের গোপনপুরে ভাঙিলে আগল—
মীরা চিতচারী শ্যামগিরিধারী ভকত হৃদয় গোপাল ॥

হীরেন বসু

৬২

আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ যদি নাইবা জ্বলে
কণ্ঠ-মালার বকুল যদি যায় গো দ'লে—
ওগো প্রিয় ! জাগবো বাসর শূন্য শয্যা পাতি—আমার বিফল রাতি !
বন্ধ হবে সেদিন গানের খোয়া চুকবে সেদিন সকল নেওয়া-দেয়া
পথের ধারে ঝরবে শেফালিকা দীর্ঘশ্বাসে মাতি
ওগো প্রিয় ! জাগবো বাসর শূন্য শয্যা পাতি—আমার বিফল রাতি !

তোমার পায়ের চিহ্ন স্মরি   হৃদয় তলে রাখবো ধরি
মরণ যেদিন আসবে ঘিরে নিভ্‌বে যখন বাতি
ওগো প্রিয় ! জাগবো বাসর শূন্য শয্যা পাতি—আমার বিফল রাতি !

হীরেন বসু

৬৩

ঘুমাও, ঘুমাও তুমি প্রিয়া !
চেতনার কি যে ব্যথা অচেতনে নিয়া— বুঝিবে না প্রিয়া ।
বিরহীর চিরব্যথা বাহি,   বাতায়নে কে গো ওঠে গাহি
স্মৃতির-মহল রহে চাহি— গাথা শুনিয়া ।
ঘুমের দেশের সে চামেলিয়া— স্বপন সুরভি শুধু দিল আনিয়া,
চেতনার কি যে ব্যথা অচেতনে নিয়া— বুঝিবে না প্রিয়া ॥
কপোলে ঝরে যে আঁখি-ধারা শুভ্র স্ফটিকে হ'লো হারা
শিরতাজ হয়ে ধূলি সারা মমতাজ হ'লো মোহনিয়া—
মনের ফাগুনে কে জাগানিয়া, জাগলো মাধবী রাতি মাধুরী নিয়া,
চেতনার কি যে ব্যথা অচেতনে নিয়া— বুঝিবে না প্রিয়া ॥

হীরেন বসু

৬৪

চলার পথে থেমে যাও— বৃন্দাবন পথযাত্রী !
একমুঠি ধূলি তুলে নাও— সঙ্গে মাখো সুখ-দাতৃ ॥
কালো তমাল মূলে কালো শ্যাম আজিও ধূলে,
উড়ায় ফাগের ধূলে— যাগে নব রাত্রি
একমুঠি তারই তুলে নাও— সঙ্গে মাখো সুখ-দাতৃ ॥
মুরলি খুঁজিয়া ফিরে, বিরহী রাধায়—
স্মৃতির হংসী ফিরে, আঁখির তারায় ;
রাস-ময়ূরী সাথে রাধা শ্যাম দুজনাতে,
ধূলায় ধূলটে মাতে, গোপিনী বিধাতৃ ।
একমুঠি তারই তুলে নাও— অঙ্গে মাখো সুখ-দাতৃ ॥ হীরেন বসু

৬৫

প্রিয়ার প্রেমের লিপি লেখনী ওরে হে বলাকা !
সুদূর দিগন্ত হ'তে ফেলে দাও একখানি সাদা ঝরা পাখা।
শত 'কাঙ্খিত দিন গেছে যাপিয়া
শত শতদল দলে, লিপি লিখিয়া,
পথের ধুলায় মিছে দেছি ফেলিয়া—
সে শুধু ধুলায় র'লো আঁকা—হে বলাকা ॥
পদ্মপত্রে নখ-রেখা, পত্র লেখার ছলে
আমারই বেদনা হায় লিখি কুতূহলে,
সে শুধু নখরাঘাত হৃদয় কমলে
বেদনায় ম্লান হয়ে আঁকা—
তব অভিসার-পথে মেঘ বাহিয়া,
হয়তো রহিবে প্রিয়া পথ চাহিয়া
বিরহী বুঝিবে তুমি বিরহিনী হিয়া
কাজল নয়ন তার সরসী রাখা— হে বলাকা ॥*

হীরেন বসু

৬৬

শুক্‌নো শাখার পাতা ঝরে যায়—
তবু ফোটে ফুল, হায় একি ভুল,
পাখি তবু গান গায় ॥
কেন কালো হ'লো কোকিলা বধুয়া রাগিনীতে কেন বিদায়ের ধুয়া
কেন সুরভিত চন্দন চুয়া— শুধু যদি জ্ব'লে যায় ॥
নব কুসুমিত মুকুল সুবাস যদি ধুয়ে নেয় পবনে
হারা ফুল দোলে প্রণয় শাখায় শতেক সুখের লগনে—
কেন ওঠে সুর বেণু ও বীণায় যদি কেঁদে ফিরে বাণী বেদনায়,
কেন রূপ-ছবি গগনের গায় নিতি যদি মুছে যায় ॥*

হীরেন বসু



লিখিনু যে লিপিখানি প্রিয়তমারে !
সঞ্চিত কত আশা— কত মধু ভালবাসা
নারিনু পাঠাতে হায় সরমপারে ।
খুলি তাই পত্রখানি মোর অনুরাগে আপনি বিভোর
বিরহে জড়ানো প্রেমডোর বাঁধিল আলিঙ্গন ভারে ॥
তোমারে নয়নে ভরি' রাখি
ময়ূরপঙ্খ সম মেলি' শত আঁখি
তোমারে হৃদয়ে অনুভাবি
জলভরা আকাশেতে রামধনু আঁকি ;—
দেখি তাই স্বপ্ন-স্মৃতি ছবি মরমের মরমিয়া কবি
অখিলের অফুরন্ত রবি যেন ঘেরে নীল নীলিমারে ॥

হীরেন বসু

৬৮

আমি তনু-চন্দন বাটি রাম-নাম পাষাণে
নয়ন সলিল ঢালি তায়,
ভকতি সুরভি ক্ষরে— মনতপ ধেয়ানে
আলিম্পন আঁকি রাম-পায় ।
মোর মনের মিনতি রাখো প্রভুজী !
নিজ হাতে লেপি' লহ আপন বুঝি—
ললাট-শশাঙ্কে পরো, পরো সিত পঙ্কে
তুলসীর অঙ্কে রাখি কায় !
রঘুবর-পদ-রজ অগুরু-গন্ধ-চুয়া
তুলসী মাখে সারা গায় ॥

৬৯

সেদিনের অপরাহ্নকালে
দেখেছিনু কালো দিঘি জলে

গগনের রক্ত-রবি-রেণু মাখি পক্ষদলে
ঐ হংস মিথুন চলে যেন অস্তাচলে।
প্রভাতের ভিড় করা হংস সভাতলে
তারা কৈ যায় নি তো কলকুতূহলে
তারা শুধু নিরালায় প্রেমের মহলে
রচেছিল ফুলশয্যা শ্বেত-পদ্মদলে ॥
মধ্যাহ্ন বিদ্রোহী-বিরহ খরতাপে
দুটি চোখে চেয়ে থাকে মূক-প্রেমালাপে।
গাহন খেলায় দোঁহে ওষ্ঠপুটে চাপে
মৃণালের মধুবৃন্তে, আলিঙ্গন ছলে।
প্রদোষের ধূপছায়ে বলাকা দেখে
তারা বুঝি প্রণয়ের ভাষণ শেখে
অনুরাগ অনুলিপি জলেতে লেখে
আর লেখে—লেখে প্রীতমের হৃদয়-কমলে ॥*

হীরেন বসু

৭০

গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে তোমার রাঙা কপোলখানি
ভোমরা-সম গুণগুণিয়ে শুনিয়ে যাবো তোমায় বাণী
একটু তোমার পরশ লাগি'
পরাণ আমার হয় বিবাগী
পিয়াস জাগায় অধর তব দেয় কামনার খবর আনি ॥
কুঁড়ির বুকে গন্ধ যেমন কাঁদে সমীর-মিলন তরে
তোমায় যাচি' বাসনা মোর আকুল আশায় কেঁদে মরে।
প্রেম যদি না দিলে প্রাণে
আসবো তবে কিসের টানে,
তবু কেন চোখের কোণে হাসির খেলা নাহি জানি ॥

বাণীকুমার

৭১

দিনগুলি মোর স্মৃতির কুসুম গাঁথি' এলো এলো এলো রে,
সে যে আমার কত সুখের দিনগুলি।



কতই গোপণ প্রণয়-সুরে মাতি' স্মরণগুলি এঁলো রে,
সে যে আমার কত দুখের দিনগুলি ॥
প্রাণের মাঝে যত আশা একে একে বাঁধলো বাসা,
শোনায় বেদনারি ভাষা,— মুক্তি নাহি এলো রে।
সে যে আমার সুখের-দুখের দিনগুলি ॥
আঁকে যে চাঁদ নিশি নিশি জাগি' হারিয়ে যাওয়া ছবি,
হারানো কোন পুলক-দেওয়া আঁখি ভাবে উদাস কবি
সে যে কত হাসি-উজল কান্না-সজল দিনগুলি!
মুগ্ধ মায়ার বাসর শেষে মাধুরী সাথে বেদন মেশে,
কাছে যা ছিল, স্মৃতির দেশে স্বপন হয়ে এলো রে।
সে যে আমার শান্তি সুখের দিনগুলি ॥*

বাণীকুমার

৭২

বাজলো তোমার আলোর বেণু, মাতলো যে ভুবন,
আজ প্রভাতে সে সুর শুনে খুলে দিনু মন ॥
অন্তরে যা লুকিয়ে রাজে অরুণ-বীণায় সে সুর বাজে,
এই আনন্দ-যজ্ঞে সবার মধুর-আমন্ত্রণ ॥
আজ সমীরণ আলোয় পাগল নবীন সুরের লীলায়,
আজ শরতে আকাশ-বীণা গানের মালা বিলায় ॥
তোমায়-হারা জীবন মম তোমারি আলোয় নিরুপম,
ভোরের পাখি ওঠে গাহি' তোমারই বন্দন ॥

বাণীকুমার

৭৩

রবীন্দ্র প্রশস্তি

পূরব গগন জাগ্রত করি' নব উদয়ন সঙ্গীতে।
দিলে আনি তুমি প্রাণরসধারা বিশ্বে ললিত-ভঙ্গিতে ॥
জগতের যিনি প্রাণময় কবি,
জ্যোতিরূপে যিনি প্রকাশেন ছবি,

তাঁরি মত ওহে গৌরব-রবি রহো অপরূপ রঙ্গিতে ॥
প্রাচী-দিগন্তে মুখরিত তব সামগাথা-সম মন্ত্র হে,
নব নব তানে তুলিছে রণিয়া প্রতীচীর হৃদিযন্ত্র হে !
খুলে দিলে প্রেমে মহিমার দ্বার,
প্রাণে প্রাণে বহে বাণী সুধাধার,
সব অন্তরে রস সঞ্চারে পূর্ণ হে, থাকো নন্দিতে ॥

বাণীকুমার

৭৪

কে মহান প্রাণ তুলেছিলে বাণী কল্যাণ শান্তির আবাহনে—
"পৃথিবী শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তির্বিশ্বে শান্তিভিঃ।
যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং
তচ্ছিবং তচ্ছিবং সর্বমেব সমস্ত নঃ"—
এই মহাভারতের তপোবনে ॥
মঙ্গল-দীপ হাতে শান্তি অয়ি মর্ত্তে এসো নামি অমৃতময়ী,
লজ্জা দেহো আজি রক্ত শিখায়, মৈত্রী-বাঁধনে বাঁধো সর্বজনে ॥
ভুলিতেছে বিশ্ব সৃষ্টি-বিধান, স্বার্থের সংঘাতে ওঠে হলাহল,
সাধিয়া শক্তির ভীরু অভিমান, ভাঙিছে মানবের মৈত্রীর বল।
ধরণীর দিকে দিকে মহিমা তোমার,
মুরতি ধরিয়া যেন জাগে অনিবার,
ভ্রান্তি-শেষে হোক্ বসুন্ধরা— মুখরিত শান্তির সুভাষণে ॥

বাণীকুমার

৭৫

তব কীর্তির কেতন উড়িছে অম্বরে অয়ি ভারত জননী।
তোমার আসন পাতা রয় ধরা-অন্তরে অয়ি চিরন্তনী ॥
উদিত তপন অখিল পুরব আকাশে,
পশ্চিমে তার গৌরব-জ্যোতি ভাসে।
সেই অরুণিমা মুকুটে তোমার ঝলিছে অয়ি অমিত-সাধনী ॥
অপরূপ তব মহাভারতের মহিমা জ্ঞানকর্মের গীতা
মৃন্ময়ী দেশমাতৃকা নহ শুধু মা চিন্ময়ী আরাধিতা !

সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত ভরিয়া
তোমার আরতি-রাগিনী উঠুক ধ্বনিয়া,
থাক শোভা তব মাতৃপ্রতিমা ভুবনে, অয়ি জগত-ভরণী ॥

বাণীকুমার

৭৬

মন রে আমার খুলে দে তোর দ্বার।
আসুক আলো, ঘুচুক অন্ধকার ॥
জগতে আজ কিসের মেলা, কতই কান্না-হাসির খেলা,
শুধায় না কেউ আমার কথা, রই যে পথের ধার ॥
ও ভাই, এ সব ক'দিন রবে ভাঙা গড়ার বিপুল ভবে,
ভেঙে যে যায় দু'দিন পরে সকল অহঙ্কার ॥
ওগো পথিক-জনের গতি ওগো আমার জীবন-পতি
তুমিই শুধু সহায়হীনের পরম আপনার ॥

বাণীকুমার

৭৭

শ্রীশ্রীচণ্ডীকার ত্রিমূর্ত্তির আরাধনা (শ্রী, বাক্ ও রুদ্রাণী)

হে চারু-পূর্ণসোম-শিখরিণী নমি গো ক্ষেমঙ্করী।
সচেতন-চিন্ময়-রূপা অয়ি দেবী রহো তুমি ভুবন ভরি ॥
ত্রিগুণ-সাম্য-প্রকৃতি গুণময়ী, স্থিতি-কাল-চারী-শক্তি লীলাময়ী
পরমা বিভূতি-ভূষণা নমি বিজ্ঞান দীপঙ্করী ॥
কৌমারী-রূপধারিণী শুভদা নমি গো সুনির্মলা,
বাক্-স্বরূপিণী মুক্তি-বরদা নমি গো সুমঙ্গলা।
নমি গো অগ্নিলোচনা রুদ্রাণী, নমি নমি ব্রহ্মমহিষী সর্বাণী,
ত্রিলোক-বরেণ্যা চিন্ময়ী নমি কামাকাঙ্ক্ষকরী ॥

বাণীকুমার

৭৮

বেদগান

স্বস্তিবাচন

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥৬

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনুভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥৮ (ঋগ্বেদ ১।৮৯)

স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি।
স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি ॥১৪

স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্য্যা চন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমে মহি ॥১৫ (ঋগ্বেদ ৫।৫১)

গীতানুবাদ

মহা যশোধন ইন্দ্র মোদের মঙ্গল করে দান।
মঙ্গল আনে অখিলজ্ঞানী দীপ্ত বিবস্বান ॥
অশুভহরণ করে যে অরুণ, শুভদ বৃহস্পতি।
দেবতা-প্রসাদে শুনি যেন শুভ হেরি কল্যাণ-জ্যোতিঃ ॥
সুর সাধনায় আমাদের দেহ, হোক্ চির বলবান।
আয়ু যেন লভি পূর্ণ-সফল— বিধাতার বরদান ॥ ৬, ৮,
মিত্র বরুণ বাসব অনল হোক মঙ্গলময়।
বিশ্বধাত্রী শ্রী ও অদিতি করুক অশিব-ক্ষয় ॥
ভানু-শশী সম পথ চলি যেন সাথী করি' কল্যাণ।
সুহৃদজনের সনে যেন মিলি প্রীতি-প্রফুল্ল প্রাণ ॥ ১৪, ১৫

বাণীকুমার

১৯

সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে।
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিম্ ॥

নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ।
ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ (সামবেদ ১।৯১)

গীতানুবাদ

বিধাতার যিনি সৌম্যমূরতি হৃদয়ে দীপ্যমান।
শরণ মাগিনু সেই শিবরূপে নমি নমি ভগবান ॥
স্নেহ করুণার যে ভবমূরতি অভীষ্ট করে দান।
শরণ মাগিনু সে বরুণরূপে নমি নমি ভগবান ॥

অন্তরলোকে যিনি জ্ঞানরূপ অগ্নিমুরতি হৃদয়ের ভূপ।
অনন্তগতি বায়ুরূপে স্মরি, নমি নমি ভগবান ॥
সর্বব্যাপিনী শক্তি যাঁহার পূজিনু বিষ্ণুরূপে বারবার,
ঈশান স্বরূপ সূর্যে যাচি হে নমি নমি ভগবান ॥
সত্ত্ব-মুরতি প্রকাশেন যিনি ব্রহ্মারে যেন সাধনায় চিনি,
বৃহস্পতি সে প্রজ্ঞান-রূপ নমি নমি ভগবান ॥

বাণীকুমার

৮০

এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলি—
ডালে ডালে ফোটায় কে আজ বুলিয়ে রঙিন অঙ্গুলি ॥
রাখবে না সে কিছু গোপন রাখবে না,
পাতার আড়াল দিয়ে কিছু ঢাকবে না,
মনের যত বন্ধ-দুয়ার দরাজ করে দেয় খুলি' ॥
অলি যত জুটবে, জানি সবাই তারা রসিক নয়,—
মধুর মর্ম কেউ বা জানে, কেউ বা শুধু হুল-ই বয়।
তবু হেথায় নেইক কারো নেই মানা,
হেলায় ছড়াই সুবাসে তার ঠিকানা,
এ কূল গেছে আগেই যখন, যাক্‌না এবার দু'কূলই ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

৮১

ফেলে যাবে চলে জানি,
তবু ঝটিকারে ঝরাপাতা মোর জানায় মরমবাণী ॥
তুমি তো পাষাণ-তীর, আমি ঢেউ বারিধির,
বিফল বাহুর বাঁধনে জড়াতে নিজেরে আঘাত হানি ॥
কেন এ নিঠুর নিয়তির বিধি হায়,
মোর মেঘ শুধু মরুতে ঝরিতে চায়।
তুমি শিখা মনোহর, আমি পতঙ্গ থরোথর,
যত কাছে যাই নিজেরে পোড়াই, তবুও কি মানা মানি ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

৮২

যদি ভাল না লাগে তো দিয়োনা মন,
শুধু দূরে যেতে কেন বল অমন।
যদি হৃদয়ে না মেলে ঠাঁই নয়নে মানা তো নাই,
যদি না দুয়ার খুলিতে চাও খুলে রেখো বাতায়ন ॥
মেঘেতে যা কিছু আঁকিয়া যাক
জানি আকাশে কখনো লাগে না দাগ।
কুসুম না যদি পাই কাননে পাতা কুড়াই !
জাগরণে যদি ধরা না দাও ভেঙোনা ভীরু স্বপন ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

৮৩

নাবিক আমার নোঙর ফেল, ওই তো তোমার তীর ॥
মাটির মায়ার বাঁধন পর সাগর-মুসাফির ॥
দিকে দিকে অবাধ ডানার—আকাশ শুধু ছিল তোমার ;
নিরালাতে রচ এবার একটি ছোট নীড় ॥
অকূল থেকে আকুল হাওয়া ডাকবে যখন এসে,
অঙ্গনে থাক পুষ্পতরু, বিদায় দেবে হেসে।
সপ্তঋষির ইসারাতে ঘুম যদি না আসে রাতে,
জ্বেলে রেখো আকাশ-প্রদীপ, ছুটির মিনতির ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

৮৪

হারা-মরু নদী, ডানা-ভেঙে-যাওয়া পাখি,
নিভু নিভু দীপ, আর্ত্ত আতুর,— নহ একাকী, নহ একাকী ॥
সাগর কিনারে করুণার তীরে জীর্ণ তরীরা যেথা গিয়ে ভিড়ে,
সে মহামেলায়, বেদনা তীর্থে আজিকে সবারে ডাকি ॥
ধরণী যাদের ধরিতে না চায়, দেবতা ফিরায় মুখ,
তাদেব লাগিয়া মমতায় ভরা শুধু মানুষেরই বুক ॥
এ তিমির শেষে আছে রে প্রভাত, সাদরে সবার ধর শুধু হাত,
হৃদয়-সুধার বিনিময়ে ফিরে স্বর্গ মিলিবে না কি ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

৮৫

চাঁদ যদি নাহি উঠে, না উঠুক   ক্ষতি নেই এই বেশ ভালো।
আহত নগর দূরে গরজায়   আঁধার ঘিরেছে জমকালো॥
আমি যেন ঢেউ যেন তুমি তীর,   উতরোল টলমল অস্থির,
ভেঙ্গে পড়ি বার বার দুরাশায়,   খোঁজা তবু এখনো না ফুরালো॥
তীর আর সাগরের লীলা এই   বিচ্ছেদ মিশে আছে মিলনেই।
চাঁদ উঠে আজ আর কাজ নাই   রাঙা বেদনার আজ রোশনাই
যে দাহনে দিগন্ত দীপ্ত,   জ্বালা তার নাই আর জুড়ালো॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

৮৬

আরও একটু সরে বসতে পার   আরও একটু কাছে।
দূরে থাকার ছলনা হায় বৃথা   ছল ছল নয়ন যবে যাচে॥
হাতে যদি পড়েই এসে হাত   মুখের প'রে হ'লে নয়ন-পাত
হৃদয় কেঁপে ওঠেই অকস্মাৎ,   লজ্জা পাবার সময় অনেক আছে॥
চুলের সুবাস হাওয়ায় ভাসে   নেশায় বিভোর মন
আজকে জানি আমরা দুজন বাদে   পৃথিবী নির্জন।
কথার পরে কাজ কি কথা গাঁথা   কাঁধের পরে পড়ুক নুয়ে মাথা
কথার অতীত গহন-নীরবতায়   মোদের সুধার স্বর্গ মিলিয়াছে॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

৮৭

যেতে যেতে ফিরে চাই
দেখে দেখে তবু সাধ মেটে নাই॥
এই গিরি নদীর মায়া   পাতা কাঁপা এই বনের ছায়া
জড়িয়ে আছে মনের মাঝে কেমনে ছাড়াই॥
হেথায় কথা ফুরায় যদি কোথায় হবে সুরু—
জানা-অজানার দোলায় বুক যে দুরু দুরু।
রোদ-মাখানো সারা বেলা   হৃদয়খানি ছিল মেলা
আকাশ ভরা যা পেয়েছি,   সাথে নিলাম তাই॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

৮৮

যদি বন্ধুর রথ এল দ্বারে,
প্রেমের পাত্র কেন উচ্ছল হ'ল রে, চক্ষের নির্ঝর ধারে ? ।।
যদি পদ্মের সৌরভ কাঁদে গো,
কেন কুণ্ঠিত পেতে প্রেম-সুধা রে ?
যদি বক্ষে তুলিতে ওরে বাধে গো,
তোর অন্তরে কেন এত ক্ষুধা রে ?
যদি হৃদয় হারাবি, কেন কুণ্ঠা এই মিলন সমুদ্রের পারে ? ।।
যদি তৃষ্ণায় চাহ তারি স্পর্শ, তুমি কেন হের বিচ্ছেদ-স্বপ্ন ?
তার আঁখিতে করিয়া আঁখি মগ্ন তোর অন্তরে জাগিবে যে হর্ষ !
তোর যৌবন-দ্রাক্ষার কুঞ্জে
কেন বাঞ্ছিত ফিরে যাবে কাঁদিয়া ?
যদি বসন্তে মধুকর গুঞ্জে,
কেন দিবিনা রে মধু তারে সাধিয়া ?
যদি মৌন বীণাতে সুর কাঁদে গো কেন ঝঙ্কারে জাগাবে না তারে ? ।।*

শৈলেন রায়

৮৯

তোমারি পথপানে চাহি' আমারি পাখি গান গায়
শিশির-নীরে অবগাহি' কানন পথ ফুলে ছায় ।।
আমার এ গান আঁখিজলে তোমারি লাগি পলে পলে
ফুটিয়া প্রেম-শতদলে বিরহে প্রিয় ঝ'রে যায় ।।
তোমারে গিয়েছিনু ভুলি' কুসুমে রাঙা মোর পথে
জাগায়ে মোর ফুলগুলি দলিয়া গেলে জয়রথে ।।
তোমারি মালা মোর গলে অনল হয়ে যেন জ্বলে,
বাঁধিয়া রাখি হিয়াতলে হরিয়া মোরে নিলে হায় ।।*

শৈলেন রায়

৯০

যৌবনেরি বীণার তারে তুলেছি ঝঙ্কার,
এই হৃদয়ের সাগর হব পার।
আনন্দেরি দিগন্তে যে চলছে তরীখান,
অশেষের আজ শেষ দেখিতে কণ্ঠে নিলেম গান,
কেন যে ফুল কাঁটায় ফোটে, সুখের সাথে দুঃখ জোটে,
আলো আঁধার দোঁহায় দুঁহু চায় যে হারাবার ॥
রাত্রি দিন যাক্‌না বয়ে ঢেউয়ের তালে-তালে,
ক্ষণকালের গান দিয়ে যে বাঁধবো চিরকালে।
জ্বালিয়ে দিয়ে প্রাণের ধূপে গন্ধে পাবো অপরূপে
ফুলের হার নাইবা হলো হোক সে তরবার ॥
না হয় তরী ডুবুডুবু, ভাঙে ভাঙুক হাল,
শঙ্কা ভরা কালো আকাশ হতেছে ভয়াল,
মরণ এলে কপোল চুমি' বলবো, সঙ্গে এসো তুমি,
পরাণ ভরা রসদ আছে ভালবাসিবার ॥*

শৈলেন রায়

৯১

হে বিজয়ী বীর, ফিরে এসো এসো ফিরে।
মোর মন-পথে এসো মন-রথে,
মোর হৃদয় জয়ের তীরে ॥
মোর অনুরাগ-রাগে এসো যেথা মন-বসন্ত জাগে,
যেথা মোর হিয়া ফুল হয়ে ফোটে নব-কিংশুক শাখে।
তব ললাটে আঁকিব শশীচন্দনে জয়ের তিলকটিরে ॥
সংশয় ভরা রাতে, ওগো নিবিড় আঁধার এলে,
আমি আশার সূর্যালোকে নিজেরে দিব হে জ্বেলে,
তব বন্ধুর-পথে বন্ধুর মত পাতিব এ হিয়াটিরে।
তব কণ্ঠে জাগিব, তব মর্ম রাঙাবো,
তব কণ্ঠে দিব হে বাণী,

তোমার আলোকে জালিব আমার আশার প্রদীপখানি,
আমি হৃদয়-রতনে গাঁথিব তব বিজয়-মাল্যটিরে ॥

শৈলেন রায়

৭২

রাতের ময়ুর ছড়ালো যে পাখা আকাশের নীল গায়
তুমি কোথায়— তুমি কোথায়।
আমার এ গান স্বপনে ভাসিয়া যায় ॥
তারার আঁখির কোলে স্বপনে শিশির দোলে,
চামেলী যে হায় চাঁদের পরশ চায়।
তুমি কোথায়— তুমি কোথায় ॥
আমার এ গান জড়ানো-পাখির প্রলাপে,
এ সুর যেন গো রাঙানো-প্রাণের গোলাপে।
যেন এ মলয়া দেশে চলে পাখির পালকে ভেসে ;
যেন আঁখিপল্লব নেমে আসে ধীরে আঁখি-পল্লব ছায়।
তুমি কোথায়— তুমি কোথায় ॥

শৈলেন রায়

৭৩

জনম দুখিনী সীতা।
তুমি কালের নয়নে একফোঁটা জল, সকরুণ প্রেমগীতা।
বাঞ্ছিতা তুমি, তুমি বঞ্চিতা,
বিরহে বিলীনা, ধূলায় দলিতা।
বিরহী কবির বিরহ-কবিতা বেদনাতে সঞ্চিতা—সীতা সীতা ॥
বিরহ-সরযূ তারি দুই তীরে জানকী ও রঘুবীর।
অযোধ্যা আর অশোক-কাননে ফেলিছে অশ্রুনীর।
হেথা উৎসব দীপ নিভে যায়
ফুল-পল্লব হোথা ঝরে যায়,
তরুবল্লভ-হারা বল্লরী অনাদরে লুণ্ঠিতা—সীতা সীতা ॥

শৈলেন রায়

৭৪

প্রেমের সমাধিতীরে নেমে এলো শুভ্র মেঘের দল,
তাজমহলের মর্মরে গাঁথা কবির অশ্রুজল ।।
বেদনা তোমার হায় শা-জাহান গানে গানে রচে একি অভিমান,
মৃত্যু-সাগরে ফোটালে শুভ্র অমৃত শতদল ।
তাজমহল তাজমহল ।।
কোথা মমতাজ প্রেমিকের প্রিয়া, কবির কবিতা তুমি
বিরহে তোমার ধরণীর ধুলি হল যে তীর্থভূমি,
প্রেমের যমুনা কাঁদিয়া আকুল করেছে চামেলী স্বপনের ফুল,
পাষাণ-ফুলের গন্ধে উতলা ভুবন গগন তল,
তাজমহল তাজমহল ।।
হে রাজভিখারী প্রেমিক তাপস, তোমার বিরহবাণী
হৃদয়ের পাখা মেলে উড়ে চলে কোন্ পথে নাহি জানি
শূন্যের বুকে তোমার বেদনা দিশি দিশি জ্বালে দুখের চেতনা,
শুভ্র শিখায় জেলেছ তোমার বিরহের হোমানল ।
তাজমহল তাজমহল ।।*

শৈলেন রায়

৭৫

তব লাগি ব্যথা ওঠে গো কুসুমি সেকি জানো না তুমি
ফুলের সুরভি মাঝে কি বেদনা সদা বাজে
কেন নয়ন-শিশিরে কাঁদে মনের বনের ভূমি
সে কি জানো না তুমি ।।
নিশীথের সাথী হারা তারা সম নিজেরে অনলে দহি
তোমারে খুঁজিব প্রিয়তম ।
ঘুমের আড়ালে এসে প্রেমের দেবতা বেশে
স্বপনে আসিয়া চুপে নয়ন গিয়েছে চুমি
সে কি জানো না তুমি ।।*

শৈলেন রায়



মুক্তির মন্দির সোপানতলে   কত প্রাণ হল বলিদান,

লেখা আছে অশ্রুজলে ॥

কত   বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা   বন্দীশালার ঐ শিকল ভাঙা,

তারা কি ফিরিবে আর সুপ্রভাতে,

যত   তরুণ অরুণ গেল অস্তাচলে ?

যারা   স্বর্গগত তারা এখনো জানে   স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি,

আজ   স্বদেশব্রতে মহাদীক্ষা লভি'   সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চুমি ।

যারা   জীর্ণ-জাতির বুকে জাগাল আশা,   মৌন মলিন মুখে জাগাল ভাষা,

আজ   রক্তকমলে গাঁথা মাল্যখানি   বিজয়লক্ষ্মী দেবে তাদেরি গলে ॥*

শৈলেন রায়

৯৭

মানুষের মনে ভোর হল আজ অরুণ গগনতল ।

আলোকের শিশু ছুটে এসে বলে, আলোকতীর্থে চল ॥

ওই নতুন দিনের সূর্য   তোর নয়নে নয়নে জ্বালা,

বাজে পরাণে আশার তূর্য,   আর কণ্ঠে বিজয় মালা,

চির যৌবন জাগে রে,   জাগে চির চঞ্চল ॥

মোরা স্বপ্ন দেখি যে আজ,   ওই সুন্দর হল ধরা,

মানুষের প্রেমে আজ,   মানুষের বুকভরা ।

ওরে সবার লাগিয়া প্রাণ রে,   ওরে সবার লাগিয়া গান,

তাই জীবনেরে ভালবাসিয়া,   মোরা জীবন করিব দান,

মোরা দুখের কাঁটারে ভুলায়ে, ফোটাব কমল দল ॥

শৈলেন রায়

৯৮

জনম মরণ জীবনের দু'টি দ্বার

তারই দুই পথে আসা-যাওয়া অনিবার ॥

প্রভাতের পাখি এ পথে আসিয়া   নীড় বাঁধে গান পুলকে গাহিয়া,
ও পথে চলিলে সন্ধ্যা ঘনায়,   ফেরে নাকো সে তো আর ॥
জনম মরণ জীবনের ছুটি দ্বারে
উদয় অস্ত আসে যায় বারে বারে।
হেথা আশা, সেথা নিরাশার শুধু বাণী,   পথিকেরে লয়ে ছুই পথে টানাটানি,
এ যদি বাঁধে গো জীবনের বীণা,   ও ছেঁড়ে বীণার তার ॥*

শৈলেন রায়

৯৯

সবার মাঝে জাগে রে মহাপ্রাণ
আমারও বুকে আছে সে ভগবান।
সূর্যতারা পেয়েছে যার আলো,   আমারও দীপে ঘুচালো সে-ই কালো,
ফুলেরে সে যে সুরভি দিল,   পাখিরে দিল গান।
সবার বুকে আমারই ভগবান
ছড়ায়ে দেছে অসীম মহাপ্রাণ ॥
সকল রূপে আমারই সেই একা   ভুবন ভ'রি দিতেছে মোরে দেখা।
মায়ের বুকে শিশুর মুখে মাধুরী করি দান,
বিলায় সুধা, সুধা সে করে পান,   রসের ঢেউয়ে তুলিছে ভগবান ॥
মিত্র ব'লে কাহারে আমি মানি?   শত্রু ব'লে কাহারে মিছে হানি?
জীবন-স্বামী চিনিনা আমি, করি যে অভিমান,
তবু যে শুনি তাহারি আহ্বান,   সকল প্রাণে ধ্বনিছে মহাপ্রাণ ॥

শৈলেন রায়

১০০

প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার,   দিল সে দহন জ্বালা,
সে প্রেম লাগিয়া তবু নিরজনে   গাঁথি যে অশ্রুমালা ॥
হৃদয় আমার যেন সে কমল   তব পরশনে মেলিয়াছে দল,
সে যে সহে নাকো ধরণীর আলো   বেদনা-গরল-ঢালা ॥

সব চাওয়া মোর যদি হ'ল ভুল, প্রিয়, সে ভুল আমার ভালো
ব্যথা ধূপ জ্বেলে হবে সুরভিত, নিভানো প্রদীপে আলো।
প্রেমের দেউলে দুখের পূজারী
রুধিরে আঁকিনু আল্পনা তারি,
বাহিরে যদি গো তোমারে হারাই, অন্তরে তুমি আলা ॥

অজয় ভট্টাচার্য

১০১

আজো নয়, প্রিয় আজো নয়,
বিরহ কপোতী আজিও কাঁদিছে, ওঠেনি সে চাঁদ মায়াময় ॥
আজিকার বাঁশি জানে শুধু কাঁদা
ফাগুনের সুরে হয়নি যে সাধা,
দখিনার বাণী এখনো পায়নি মোর কুঞ্জের কিশলয় ॥
ছিল ভালে মোর একি হায়,
মনের কামনা আজো কেন মোর
আঁখিধারা হয়ে ঝরে যায়, এ কি হায়!
দিনের আলোটি রাতের আঁধারে
ডুবে যায় মিছে বেদনা-পাথারে,
আজ এলে প্রিয় কি দিব চরণে, সে তো লাজ মোর সে তো ভয় ॥

অজয় ভট্টাচার্য

১০২

এ গান তোমার শেষ করে দাও নূতন সুরে বাঁধো বীণাখানি।
আঁধার পথে যাত্রা এবার, শেষ হয়েছে দিনের জানাজানি ॥
কান্না হাসির দিনগুলি সব একে একে হল নীরব,
চির রাতের অজানা সুর বাজাও তবে কঠিন আঘাত হানি ॥
ডুবলো যদি একটি রবি জ্বললো দিনের চিতা
নিভলো যদি একটি বাতি, জ্বালাও দীপান্বিতা।
বাঁধলে যারে যায় না বাঁধা তার লাগি আজ মিছেই কাঁদা,
পরাজয়ের দুঃখ কিরে, তার মাঝে রয় জয়ের আশার বাণী ॥

অজয় ভট্টাচার্য

১০৩

দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কি রে ?
হাসবি তোরা, বাঁচবি তোরা, মরণ যদি আসেই ঘিরে।
অন্ধকারের শিশু তোরা আলোর তৃষায় মিছে ঘোরা,
আপন হৃদয় জ্বালিয়ে দিয়ে জ্বালবি সবার প্রদীপটিরে ॥
তোদের প্রাণে বন্দী হয়ে কাঁদে ভুখা ভগবান।
মুখে তবু খেলার বাঁশি যখন বুকে রয় পাষাণ।
হেলায় হেসে নিলি মরণ তাইতো মরণ পেলো লাজ।
ধূলির সাথে মিশে তোরা সোনার মত হলি আজ ॥
এবার যে রে প্রভাত আসে, রাতের আঁধার গেল টুটে,
ভোরের আলোর তিলক প'রে বাহির পানে আয়রে ছুটে।
দুঃখ তোদের জয়ের মালা দুঃখ হল মুকুট শিরে।
বাঁধন হল হাতের রাখী মুক্তি এলো নয়ন-নীরে ॥

অজয় ভট্টাচার্য

১০৪

বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে জোয়ার এসেছে আজ,
ময়ূরপঙ্খী ডুবে গেল ভাই, ভাঙা জাহাজেরি কাজ ॥
বেলোয়ারী ঘরে ফাঁকির ফানুস
তোরা ন'স্ ভাই, তোরা যে মানুষ,
বুকের পাঁজরে লুকায়ে রয়েছে শত ইন্দ্রের বাজ ॥
বিদায়ের বেলা পারিজাত মালা কেহ দিবে না তো গাঁথি।
হাতে হাত দিয়ে রাখী বন্ধন, এক সাথে চল সাথী ॥
পিছনে থাক্ সে পুরানো পৃথিবী,
নূতন ফসল ভাগ ক'রে নিবি,
আজিকার এই কাঁটার মুকুট হবে রে জয়ের তাজ ॥

অজয় ভট্টাচার্য

১০৫

যবে, কণ্টক-পথে হবে রক্তিম পদতল,
অন্তরে ফুটিবে যে সুন্দর শতদল।

দুঃখের লিপিরেখা বিচ্ছেদ কালিমায়,
উজ্জ্বল হবে জানি মিলনের চাঁদিমায়,
বন্ধন মাঝে মোর মুক্তির কোলাহল ।।
রাত্রি এ নয় কভু, যাত্রী রে কিবা ভয়,
হৃদয়ের স্তরে তার দিবসের বিভা রয়,
রিক্ত এ তরু-প্রাণে ফাল্গুন ছল ছল ।
নিশীথের দুখ স্মৃতি প্রভাতের গীতি হয়,
বেদনার অশ্রু যে বেদনার গাহে জয়,
ঝঞ্ঝার পাশে ওই—কল্যাণ আসে ওই,
হলাহল পাত্র যে সুধারসে টলমল ।।

অজয় ভট্টাচার্য

১০৬

শেষ হলো তোর অভিযান ।
হীরা ফলে সোনার গাছে, হরিৎ সাগর ভুলায় প্রাণ ।।
আজ দেবতার আশিস ধারা রৌদ্র হয়ে দিল সাড়া,
আপন হতে বাহির হয়ে বাহিরকে তুই ঘরে আন ।
দিগন্তে ঐ আকাশ নামে মাটির মায়ের পরশ নিতে,
বাতাস আনে চন্দন-বাস শ্রান্ত হৃদয় ভ'রে দিতে ।
কত আশা কত ব্যথা ধানের শীষে ফুটলো হেথা,
ধুলায় গড়িস ইন্দ্রপুরী তোরাই যে আজ ভগবান ।।

অজয় ভট্টাচার্য

১০৭

আবার যে রে রঙ ফিরেছে ধুলার ধরণীতে
শুনবি তোরা গান ।
শুকনো শাখা সবুজ হল কোমল কিশলয়ে
এ যে মাটির দান ।।
ভুল করে যে কাঁটার ব্যথা দিল আজি মোরে,—
তারেই দিব ফুল,
যে ভেঙেছে গানের বীণা,—গান শুনাবো তারে
ভাঙবো তাহার ভুল ।

দুখের মরুমাঝে এলো ফাগুন দিনের আশা, বনের ভালবাসা,
এলো আনন্দেরি বান ॥
যে বাতি আজ উঠলো জ্বলে, সে কি অমর হয়ে
জ্বলবে চিরকাল,
তুফান যদি আসেই ভোলা টুটবে সায়র মাঝে
ও তোর ময়ূরপঙ্খী পাল
পারের দেখা পাসনে আজো, হাল ধরে ভাই ক'সে
টানরে জোরে টান ॥

অজয় ভট্টাচার্য

১০৮

ওরে সুজন নাইয়া—
কোন্ বা কন্যার দেশে যাও রে চাঁদের ডিঙি বাইয়া ?
সেথা তারার নয়ন-কোলে
কার চাহনির মাণিক জ্বলে,
আবছা মেঘের পত্রখানি কে দিল পাঠাইয়া ?
কোন্ সে কন্যার দীরঘ-নিশাস আইল বাউরী বায়ে,
চোখের জলে তোমার নাম, কে লেখে আপন গায়ে ?
নদীর জলে আরসিতে হায়
কোন্ সে প্রিয়া দেখে তোমায়,
সাঁঝের পিদিম ভাসায় জলে কে তোমারে চাইয়া ?

অজয় ভট্টাচার্য

১০৯

ফুলেরি দিন হল যে অবসান,
আলোর বাঁশি গাহে বিদায় গান ॥
পাখীরা ফিরে এলো কুলায় শেষের খেয়া ফিরিল হায়,
বেদনা বহে নদীর কলতান ॥
সাঁঝের ব্যথা ঘনালো মম প্রাণে,
জ্বলিছে দীপ চাহিয়া কার পানে ?

ঘনায়ে আসে বিজন রাত,   জীবনে এসো জীবন-নাথ,

তুলিয়া লহ আমারি শেষ দান ॥

অজয় ভট্টাচার্য

১১০

চৈত্র দিনের ঝরাপাতার পথে

দিনগুলি মোর কোথায় গেল, বেলা-শেষের শেষ আলোকের রথে ॥

নিয়ে গেল কতই আলো কতই ছায়া,

নিল কানে-কানে-ডাকা নামের মনে-মনে-রাখা মায়া,

নিয়ে গেল বসন্ত সে

আমার ভাঙা কুঞ্জশাখা হতে ॥

দূরে দূরে কোথায় আমার স্বপনখানি

কয়ে বেড়ায় "এই তো আমি,

প্রাণে প্রাণে চিরদিনের জানাজানি।"

কোথায় আমার নয়ন-আলো

কোন্ প্রদীপের আলোর সনে কেমন করে সে মিলালো!

আবার সে কোন্ সুদূর বিপুল নভে

অস্তপারের দিনগুলি মোর নূতন উষার আলো হয়ে রবে,

আমায় ওরা চিনবেনা গো,

চিনবোনা আর আমি কোন মতে ॥

অজয় ভট্টাচার্য

১১১

বাঁধিনু মিছে ঘর ভুলের বালুচরে

উজানধারা আসি' ভাঙিল চিরতরে।

যে তরু পেল প্রাণ আমার আঁখিজলে

সে কিরে সাজিবে না মধুর ফুলে-ফলে

হৃদয় দিব যারে সে বুঝি যাবে স'রে ॥

হেরিতে হাসি যার বাঁশরী গাহে মম

সে কেন দহে মোরে অনল জ্বালা সম।

যা কিছু গড়ি সুখে সকলই ব্যথা বুঝি
আলেয়া হেরি শুধু আলোক যবে খুঁজি
আজিকে শেষ খেয়া একাকী বাহিব রে ॥

অজয় ভট্টাচার্য

১১২

সবার আঁখি চাহে যারে,
ও মন, তোর আঁখি তো চাইল না রে সেই জনারে ॥
পায়না যারে সবাই পূজি' সে-ই যে এলো তোরেই খুঁজি
তুই মায়ার ঘরে বন্ধ থেকে ফিরাস্ তারে ॥
ভুল যে তোরে ভোলায় নিতি সে ভুল এবার ভুলতে হবে।
কাঁটা লয়ে ভাবিস কমল, মিছে স্বপন ভাঙবে কবে?
আলেয়ারে পিছন রেখে চলবি ধ্রুবতারা দেখে,
চোখের জলে আন ফিরায়ে ফিরে যাওয়া দেবতারে ॥

অজয় ভট্টাচার্য

১১৩

আমার এ ভালবাসা, জানি গো তোমার
ক্ষণিকের ভাল লাগা ফুল।
ক্ষণিক কবরী মাঝে দিয়েছিলে ঠাঁই,
তার পরে ভেঙে গেছে ভুল ॥
তব হিয়া-নীলিমার 'পরে রঙ জেগেছিল থরে থরে
না-শুকাতে-তৃণদলে প্রভাত-শিশির
মুছিলে সে-বরণ রাতুল ॥
কুঞ্জ ছায়ায় বসি' অবসর ক্ষণে
শুনেছিলে যে-পাখির-গান,
ক্ষণ-পরে গেছ ভুলে সে-নীড়-হারারে,
ভাললাগা হলে অবসান।
মোর প্রেম,—সে তোমার জানি, ক্ষণিকের লীলা-তরীখানি,
ক্ষণিক লীলার শেষে দিয়েছ ভাসায়ে
অকূলে সে হারায়েছে কূল ॥*

সুবোধ পুরকায়স্থ

১১৪

রজনীর শেষ-যামে কেন গো ফিরিয়া এলে ?
পরাণে কেন গো দিলে গানের বেদনা মেলে ? ॥
বীণা রেখেছিনু তুলি,
সুর গিয়েছিনু ভুলি,—
তুমি যবে আধরাতে নীরবে চলিয়া গেলে ॥
নিয়ে যাও মনোহরা, শেষ যাহা আছে মনে।
বাজিয়া উঠুক বীণা আবার বিদায়-খণে ॥
গীত শেষে যাব চলি'
কোন কথা নাহি বলি',
দূরে চাঁদ ডুবে যাবে বনতলে ছায়া ফেলে ॥

সুবোধ পুরকায়স্থ

১১৫

আমার কানন তরুতলে--হে পান্থ, বীণা তব
কখন বাজায়ে গেছ চলে ॥
সেই সুর খণে খণে   মোর খোলা বাতায়নে
ভেসে এসেছিল, মিশে—ঝরা বকুলের পরিমলে ॥
এখনি পোহাবে রাতি হায় !
শিহরে শিথিল বায়ু   নিথর কানন বীথিকায়।
এখনো প্রাণের মাঝে সুর তবু থামেনা যে,
এখনো বেদনা তারি জাগায়ে রাখিল আঁখিজলে ॥*

সুবোধ পুরকায়স্থ

১১৬

এমনি করে মিলন মোদের হোক তবে এবার
তুমি দিও কুসুম,   আমি গান দেব আমার ॥
এম্‌নি হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া   এম্‌নি স্বপন-সম পাওয়া
এম্‌নি দোঁহার দানে দুটি—প্রাণের অভিসার ॥
যে কথাটি দেয়না ধরা   প্রাণে শিহরে,
তোমার ফুলের গন্ধে যেন   গানে বিহরে।

আমায় মিলন মাল্যখানি গানের তানে দেব আনি,
নীরব সুরে বাজবে বাঁশি পুলক বেদনায় ॥*

সুবোধ পুরকায়স্থ

১১৭

চপল হাসি মিলালো তার আর ফোটেনা শেফালিকা।
মোহন ছাঁদে সোনার বসন পরেছে আজ মেঘমল্লিকা।
নিতুই খেলা শেষের সাথে
ঘনায় বেদন আঁখি-পাতে,
গগনতলের আঙিনাতে কাঁপে সন্ধ্যাদীপের শিখা ॥
না-জেনে সে আকুল হল না-দেখারই বাঁশীর সুরে
নিদ্রাহারা নিঝুম রাতে নীরবে তার অশ্রু ঝরে।
জানি, দখিন বাতাস আসি'
ফুটাবে তার সলাজ হাসি,
বাঁশির তানে যাবে ভাসি' বিষাদের ওই যবনিকা ॥*

সুবোধ পুরকায়স্থ

১১৮

রজনীগন্ধা গো, তুমি যে বন্ধু মোর
তুমি টুটিলে মুকুলবন্ধ, আমারো টুটিল যে ঘুম ঘোর ॥
তুমি চাহ আকাশের চাঁদে,
অ-ধরারে চেয়ে, হায় গো বন্ধু, আমারো পরান কাঁদে।
তোমার গন্ধ জাগে পথ চাহি মোর জাগে আঁখি-লোর ॥
তুমি জাগিছ তিমির-রাতে হের তারাগুলি ওঠে দুলি,
আমি বিদায়-আঁধারে জাগি মোর আছে স্মৃতিগুলি।
তুমি বাতাসে কী যাও রাখি',
গানে গানে মোর আমি রেখে যাই তারেই গেনু যে ডাকি।
সুরভি তোমার যায় গো ফুরায়ে মোর ঝরে ফুল ডোর ॥*

সুবোধ পুরকায়স্থ

১১৯

আবেশ আমার যায় উড়ে কোন্ ফাল্গুনী ফুলবনে
তারি পাখার কাঁপন লাগে কে জানে কোন মনে।

কোন্ কুসুমের বুকের তলায় না-ফুরান মধু ঘুমায়
আমার মানস-মৌমাছি ধায় তারি অন্বেষণে ॥
দখিন পবন সম আমার ছন্দ এলো প্রাণে,
স্বপন আমার ঢেউ লেগে তার যায় চ'লে কোন্খানে।
আপনাকে আজ ছন্দগীতে কারে যে চাই বিলিয়ে দিতে
তারই আঁখির আভাস আমার-গাওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে ॥*

সুবোধ পুরকায়স্থ

১২০

তব স্মরণখানি ওগো আমার প্রাণে,
আজি বাজায় বীণা মৃদু করুণ তানে ॥
যেন সেই বেদনা ফুলে শিশির কণা
বুঝি কথার ছোঁয়া আজি নাহি সে মানে ॥
যাহা হলনা বলা ওগো তারি বেদনা
আজি শিউলি ঝরা প্রাতে করে বিমনা
আজি ফুল সুবাসে প্রাণে কি কথা ভাসে
মেলি সজল আঁখি চাহি পিছন পানে ॥*

সুবোধ পুরকায়স্থ

১২১

জয় কর্ মিছে ভয়।
ওরে প্রাণভীরু, প্রাণরক্ষার পন্থা এ কভু নয় ॥
হান্রে আঘাত হান!
আপন বীর্যে অর্জন কর্ মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ।
অন্তরীক্ষে বিজয়লক্ষ্মী দানে তোরে বরাভয় ॥
দেখ্রে চাহিয়া বীর—
দুঃসাহসের পর্বত চূড়ে সিদ্ধির মন্দির।
ওই শোন্ তোরে ডাকে দুর্গম ঘোর-সঙ্কটময় ॥
দেখ চেয়ে ম্রিয়মান,
আনন্দ আছে পথ চাহি তোর লয়ে নন্দন-দান।
শঙ্কারে জিনি' তার সাথে কর্ মাল্যের বিনিময় ॥
দূর কর্ এই অন্ধকারায় অসহায় ক্রন্দন।

দুর্বার বেগে নির্ঝর সম টুটে আয় বন্ধন।
লক্ষ্যের প্রেমে দলিয়া দু'পায় বিঘ্নেরে করি' লয় ॥

সুবোধ পুরকায়স্থ

১২২

এপারের দান রেখে যাব এই পারে।
তারি সনে আমি দিয়ে যাব আপনারে ॥
দিয়েছ যে বীণা   অন্তরলীনা,
আমি সুর তার জাগাবো গো তারে তারে ॥
দিয়েছ যে সুর মধুর সে-দান তব ;
বেদনারে আমি মধুর করিয়া লব'।
মৃদু হাসি সম   সুখ দুখ মম,
দুলিবে তোমার গলার রতন হারে ॥

সুবোধ পুরকায়স্থ

১২৩

চাহিনু প্রেম, তুমি দিলে যা প্রেম নয়,
করুণা এ যে প্রিয় করুণ পরাজয় ॥
তেমনই বারি ঝরে বাহিরে,
নিখিল-ধরা ভরা তিমিরে,
হৃদয়ে আছ তুমি   নহে তো হৃদিময় ॥
সজল যূথী, তার পিয়াসা-ভরা মন,
কাঁদিয়া মরে কারে চাহিয়া অনুখন।
আশিস্ নভ হতে ঝরিছে
ও চিত তাহে নাহি ভরিছে,
আলোয় ভরা আশা আঁধারে হল লয় ॥

ননীগোপাল আইচ

১২৪

এ কী সকরুণ জয়,
ক্ষণিক মিলনে ভেসে গেল চির-বিরহের সঞ্চয় ॥

শতেক রাতের বিরহ ব্যথায়
যে শিলা এ তীরে গড়েছিল হায়,
একটি রাতের পরশ-প্লাবনে হল যে তাহারি ক্ষয় ॥
চঞ্চল অঞ্চল—
দিল সান্ত্বনা, মুছায়ে এ মোর সিক্ত কপোলতল।
এই সান্ত্বনা এ যে ক্ষণিকের,
হারায় তোমারে ঝড়ে বাহিরের,
বৃথা আঁখিজলে খুঁজিয়া ফিরিব সারাটা জীবনময় ॥

ননীগোপাল আইচ

১২৫

কাঁদাতে এসে আমি কাঁদিয়া মরি,
নীরব ব্যথা-শত কপোল বাহি' শুধু পড়িছে ঝরি' ॥
যে কথা জাগে মনে অনিবার,
কত সে-কথা ছিল বলিবার,
সমুখে এসে ভাষা হারালো জানি নাকো কেমন করি' ॥
ও কালো আঁখি দুটি আঁধার কেন,
আলোর হাসি নেই, বাদল-মেঘে-ঢাকা আকাশ যেন ?
কী আর আছে মোর চাহিবার,
তিয়াষা ছিল গান শুনিবার,
শোনালে নাকো, গানে আমিই দেবো তব হৃদয় ভরি' ॥

ননীগোপাল আইচ

১২৬

গান শোনাতে ডাকলে কেন আজকে ভোরের জলসাতে
তাই এসেছি সুর মেলাতে সকাল বেলার বরষাতে ॥
অনুরাগের কথাকলি
উঠলো জেগে কথা বলি,—
সুরভি তার বিলিয়ে যাবো—সফল হওয়ার ভরসাতে ॥
যে গান গা'বো গুণীর সভায়, সৃষ্টি করার আনন্দে,
সে নয় শুধু তাল রেখে যাক্ বৃষ্টি ঝরার এ ছন্দে।

শিল্পী রে তোর যত খুশী
খেয়ালটাকে বাঁধ্‌না পুষি',
তানপুরাতে তার চড়িয়ে চল্‌ রে নিয়ে চল্‌ সাথে ।।

প্রকাশকালী ঘোষাল

১২৭

নিতে চাও যদি, নাও জীবনের যত ভুল,
আমার এ কাঁটা বনে এখনো ফোটেনি ফুল ।।
যদি বলো মধুমাস কখনো কি আসেনি,
কলি ভেবে অলি কি গো কভু ভালবাসেনি,
আলেয়ার খেয়া বেয়ে কেউ কি পেয়েছে কূল ।।
যেটুকু রয়েছে বাকি জীবনের সঞ্চয়
ভাল যদি লাগে, নাও, ভীরুমন করো জয় ।
তবু বলি এ মনের চাওয়া তো মরেনি,
পেয়েছি অনেক তবু এই বুক ভরেনি,
তুমি কিছু দিয়ে যাও অমৃতের সমতুল ।।

প্রকাশকালী ঘোষাল

১২৮

কত সুন্দর পৃথিবীর প্রেম, কত উজ্জ্বল তারার হাসি,
আরো সুন্দর তুমি যে আমার তাই তোমাকেই ভালবাসি ।।
ও কি উচ্ছল নদীর দুকূল,
ও কি চঞ্চল না-ফোটা মুকুল,
একি গুঞ্জন ভরা কাকলিতে বাজে মন রাঙানোর বাঁশি ।।
যেন আকাশের নীল আভাতে লাগে গোধূলির সোনার আলো,
বুঝি স্বপ্নকে সফল-করা জাগে দু'টি চোখ উজল কালো ।
ও কি চন্দন-গন্ধ বিধুর,
ও কি নন্দন-ছন্দ মধুর,
রাঙা কুমকুমে নব অনুরাগে সাজে মরমিয়া মনোবাসী ।।

প্রকাশকালী ঘোষাল

১২৯

আমি ধূপের মত পুড়ে পুড়ে গন্ধ বিলাবো।
ওই নূপুরের সুরে সুরে ছন্দ মিলাবো ॥
নদীর মত দু'কূল ভেঙে ভেঙে
অঙ্গে দেবো গেরুয়া রঙ রেঙে,
জাহ্নবী সলিলে তোমার তরঙ্গ দুলাবো ॥
ফুলের মত ঝরে ঝরে পড়বো লুটিয়ে,
অঞ্জলিতে ভ'রে ভ'রে রাখবো ফুটিয়ে।
চন্দনেরি সুবাস তোমায় দিয়ে,
ধূলির তিলক অঙ্গে এঁকে নিয়ে
প্রাণের প্রণাম জানিয়ে, আমার মনকে ভুলাবো ॥

প্রকাশকালী ঘোষাল

১৩০

আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়
মনে পড়ে মোরে প্রিয়
আমি চাঁদ হ'য়ে রবো আকাশের গায়
বাতায়ন খুলে দিয়ো ॥
সেথা জ্যোছনার আলোর কণিকা
জেনো সে তোমারি প্রেমের মণিকা
(প্রেমের) কলঙ্ক সাথে জড়ায়ে রয়েছে
আঁখি ভরে নিরখিয়ো ॥
ভুলি নাই প্রিয় ভুলি নাই
খুলি নাই রাঙা রাখী
মুছি নাই প্রেম চন্দন লেখা
দিয়েছো যা ললাটে আঁকি—
চৈত্র দিনের অলস বেলায়
যদি গানখানি মনে পড়ে হায়
ঝরানো পাতার মর্মর গানে
সে সুর-গীতি শুনিয়ো ॥*

অনিল ভট্টাচার্য

১৩১

আলো ঝলমল পূর্ণিমারি জ্যোছনা রাতে
সারানিশি জাগি ছিনু ফুলবনে সে ছিল সাথে ॥
নয়নে কে যেন বুলালো স্বপন মায়ার তুলি
প্রথম প্রেমের মধু মঞ্জরী গো উঠেছে দুলি
দিয়েছিনু বেঁধে ফুলডোর তার দখিন হাতে ॥
কোন কথা কেহ বলিতে পারিনি কি জানি কেন
কে বলিবে আগে ছিনু তারি আশে দুজনে যেন।
রজনী পোহালো নিভিল যখন চাঁদের বাতি
হাতখানি হাতে রেখেছিনু শুধু জাগার সাথী
নেমেছে তখন বিদায় বাদল নয়ন পাতে ॥*

অনিল ভট্টাচার্য

১৩২

তোমার চরণ-চিহ্ন ধ'রে পথ যে আমার কাঁদে
আমার অবুঝ মন মানেনা ফেলেছ কোন ফাঁদে ॥
ওগো আমার পথিক প্রিয় কখন তুমি এলে
সাড়া দেবার আগেই তুমি কখন গেছ চলে
মালা আমি গেঁথেছিনু সেদিন কত সাধে ॥
এক নিমেষের সেই যে বারেক দেখা
তারি মধুর স্বপ্ন নিয়ে ডাকছে কুহু-কেকা—
ভুল করে হায়, যদি আবার ফিরেই তুমি আস
পথের ধারে ফুটবে সে ফুল যে-ফুল ভালবাস
তারা ঝরবে না গো ভুলে যাওয়ার নিঠুর অপরাধে ॥*

অনিল ভট্টাচার্য

১৩৩

রমা ঝুমা ঝুম্ ঝুম্ বাদল ঝরে
কার কথা মোর মনে পড়ে ॥
গুরু গুরু ডাকে ঘন দেয়া ঝুরু ঝুরু ঝরে বনকেয়া
বন্ধ হলো বুঝি খেয়া কাল বোশেখীর ঝড়ে ॥

এমন দিনে কত কথা বলেছিনু নিরালায়

জানিনা সেদিন পথভোলা ফিরিবে না সে তো হায়—

তমাল বনে ডাকে কেকা   বন্ধুর নাহি মোর দেখা

অন্ধকারে আমি একা   দীপ নিভে যায় যে ঘরে ॥*

অনিল ভট্টাচার্য

১৩৪

যদি আসে কভু বিস্মরণের বেলা

ভুলিব না তবু আজিকার এই খেলা ॥

আকাশের চাঁদে রজনীগন্ধা হেনা

ডাকিয়া কহিছে কভু তারে ভুলিবে না

স্মরণীয় রবে এ মধু মিলন মেলা ॥

জীবনের পথে ঘটে যদি পরমাদ

জেনো তুমি মোর অন্তরে আছে সাধ—

জীবনের স্রোতে যদি দূরে যাই

কূলছাড়া হ'য়ে নিজেরে হারাই

তোমারে স্মরিয়া ভাসাবো পাতার ভেলা ॥*

অনিল ভট্টাচার্য

১৩৫

রাধিকা বিহনে কাঁদে রাধিকা রমন

শ্রীমতী বিহনে কাঁদে শ্রীমধুসূদন ॥

বাঁশরী বাজে না আর যমুনা তীরে

মাধব বিহনে কাঁদে মধু-বৃন্দাবন ॥

না শুনে আজ শ্যামের বেনু

চরে না মাঠে গোঠের ধেনু

ফুলের ঝুলনা কাঁদে কদমের শাখে

মাধবী নিশীথে নাহি মধুর মিলন ॥*

অনিল ভট্টাচার্য

১৩৬

এ পথে যখনই যাবে বারেক দাঁড়ায়ো ফুলবনে
(শুধু) দুহাত ভরিয়া দেবো ফুল।
তার বিনিময়ে কভু চাহিব না কিছু এ জীবনে,
নত আঁখি রহিবে ব্যাকুল॥
পাষাণ প্রতিমা পূজি কে কবে পেয়েছে প্রতিদান?
তার লাগি মিছে অভিমান
তোমারে দেবতা করি রাখিব দূরে
বন্ধু ভাবিয়া কভু হব না আকুল॥
যদি জাগে কোন প্রিয় সাধ যদি জাগে কোন ভালবাসা
অন্তরে নীরব রহিবে ফুটিবেনা কোন তার ভাষা—
দুকূল ভরিয়া যদি নেমে আসে চোখে মোর জল
মনে কোরো সে তো মোর ছল,
তোমারে বাঁধিতে পারি কি আছে আমার?
মনে কোরো সব কিছু ভুল
(শুধু) দুহাত ভরিয়া দেবো ফুল॥

অনিল ভট্টাচার্য

১৩৭

রাতের কবিতা শেষ করে দাও এবার ঘুমাও কবি
স্বপন সম মিলাবে প্রভাতে রঙে-রসে আঁকা ছবি॥
বিরহ মিলনের শত রঙে রসে রচিয়াছ গান আবেশে অলসে
বন-বিথীকায় শুকাবে যে হায় ঝরা ফুল সম সবি॥
অনেক রাতের ক্ষীণ বাঁকা চাঁদ উঠিয়াছে নীল আকাশে
মধুযামিনীর বিদায় বাঁশরী বাজে ফুলবাতাসে—
কথা দিয়ে দিয়ে সারা নিশি জাগি গাঁথিয়াছ হার যে মানসী লাগি'
সে কি লবে এসে মরণের শেষে নবীন জীবন লভি'॥

অনিল ভট্টাচার্য

১৩৮

শুকতারা গো নিয়োনা বিদায়   এখনও ঝরেনি শেফালী
এখনও রয়েছে শেষ রজনীর   ক্ষীণ বাঁকা চাঁদ রূপালী ॥
এখনও ঘুমায় পীতম আমার   ঘিরিয়া থাকুক রাতের আঁধার
কত সাধে আমি জ্বেলেছি যে হায়   বাসরের রূপ-দীপালি ॥
শুকতারা গো ! তুমি গেলে পোহাবে রাতি
কোথা রবে মিলন সাথী—
বিদায় ব্যথা তুমি ত' জানো   যেয়োনাকো মোর এই   মিনতি মানো
কত সাধে আমি রচিনু যে হায়   রঙে রসে সুর-গীতালি ॥*

অনিল ভট্টাচার্য

১৩৯

সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা,
আমায় করেছ এ কী চঞ্চল বিহ্বল দিশাহারা ॥
অরুণাচলের বুকে   তুমি, দাঁড়ালে দীপ্ত মুখে,
মহাতমসায় আলোর ঝর্ণাধারা ॥
নব চেতনার রক্তকমলদলে
অগ্নিভ্রমর দিগন্তে জাগে রাগিণীর পরিমলে ।
মিছে হ'লো অভিশাপ   মোর, জীবনের সন্তাপ,
গত রজনীর অশ্রু-তিমিরে ভেঙেছে অন্ধকারা ॥

বিমলচন্দ্র ঘোষ

১৪০

পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখে ?
নীরব সুরের রামধনু শুধু দিগন্তে ছবি আঁকে ॥
ফুলের সুরভি মায়া
উদাসী হাওয়ায় মন ভরে দেয়,   অরণ্যে কাঁপে ছায়া ।
অরুণ আলোয় ব্যথিত প্রেমের কমলিনী মুখ ঢাকে ॥
ওগো প্রেম, তুমি স্বপনের মায়ামৃগ,
আজো বনপথে মায়া হরিণীর ঠিকানা পেলেনা কিগো ?

ফিরে এসো তবে গানে
আকাশ কাঁপানো বাতাস কাঁপানো বেদনায় অভিমানে।
মন যে দিল না এ কী পরিহাস মন দিতে যাওয়া তাকে ।।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

১৪১

শূন্যে ডানা মেলে পাখিরা উড়ে গেলে
নিঝুম চরাচরে তোমায় খুঁজে মরি,
আকাশে বেদনার সেতারে সন্ধ্যার
গোধূলি ঝঙ্কারে তোমারি গান ধরি ।।
অকূল ভাবনাতে রাত্রি নেমে আসে
নদীর কালো জলে তোমারি স্মৃতি ভাসে।
জোনাকি ঝাঁকে ঝাঁকে বনের ফাঁকে ফাঁকে
তোমারি স্মৃতিকণা জ্বালাতে ভালবাসে ।।
যেখানে চাঁদ ওঠে ভুলের কুয়াশায়
যেখানে বারি ঝরে বিরহ বরষায়
যেখানে শশীকলা জানে না ছলাকলা
নীরবে ক্ষয়ে ক্ষয়ে তিমিরে ডুবে যায় ।।
শূন্যে ডানা মেলে পাখিরা উড়ে গেলে
নিঝুম চরাচরে তোমায় খুঁজে মরি।
তুমি তো জানো তার গোধূলি ঝঙ্কার
সান্ধ্য নদীকূলে কেন যে বুকে ধরি ।।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

১৪২

ঝড় উঠেছে বাউল-বাতাস আজকে হ'লো সাথী,
সাতমহলা স্বপ্নপুরীর নিব্‌লো হাজার বাতি ।।
রুদ্রবীণার ঝঙ্কারেতে ক্ষুব্ধ জীবন উঠলো মেতে,
সকল আশার রঙিন নেশা ঘুচলো রাতারাতি ।।
আকাশ জুড়ে' দীর্ঘশ্বাসের মাতন হ'লো সুরু,
সুরের স্বপন ভাঙলো শুনে মেঘের গুরুগুরু।

উড়ছে ভুলের ঘূর্ণি হাওয়া   সকল চাওয়া সকল পাওয়া
শুকনো পাতার মর্মরেতে করছে মাতামাতি ॥

বিমলচন্দ্র ঘোষ

১৪৩

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা   সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে
চঞ্চল পাখনায় উড়ছে।
নিঃসীম ঘননীল অম্বর
গ্রহতারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে।
হে কাল,   হে গম্ভীর,
অশান্ত সৃষ্টির   প্রশান্ত মন্থর অবকাশ
হে অসীম, উদাসীন বারোমাস···
চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ   এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা।
দুপুরের রৌদ্রের নিঃঝুম শান্তি   শান্তি,
নীল কপোতাক্ষীর কান্তি—
একফালি নাগরিক আকাশে   কালজয়ী পাখনার চঞ্চল প্রকাশে
চৈতালী সূর্যের থমথমে রৌদ্রে   জীবন্ত উল্লাসে উড়ছে
পাঁচরঙা এক ঝাঁক পায়রা!
একফালি আকাশের   কোল ঘেঁষা কার্নিশ
রঙচটা গম্বুজ দিগন্তে চিমনি
সোনার প্রহর কাঁপে চঞ্চল পাখনায়
ছোট্ট কালের ঘেরে প্রাণ তবু তন্ময়,   লীলায়িত বিস্ময়,
সৃষ্টির স্বাক্ষর এক ঝাঁক পায়রা।
রূপালী পাখায় কাঁপে ত্রিকালের ছন্দ   দুপুরের ঝলমলে রোদ্দুর।
হে কপোত, পারাবত, পায়রা, যেদিকে দু'চোখ যায় দেখা যায় যদ্দুর
রূপালী পাখায় আঁকা শূন্য।
আকাশী ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ

কম্পিত শত শত উড়ন্ত পাপড়ি,
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
দুপুরের ঝলমল জীবন্ত রৌদ্রে
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা ॥*

বিমলচন্দ্র ঘোষ

১৪৪

বয়েস বাঁধন ছেঁড়েই যদি, ঘনায় যদি রাত,
মরণজয়ী জীবন এসে বাড়িয়ে দেবে হাত।
হাজার পতন-অভ্যুদয়ে   বিশ্ব চলে দিগ্বিজয়ে,
ভয় কি রে তোর ঘূর্ণি বাতাস ঘোচায় অবসাদ
ঊর্মিমুখর জীবন সাগর শোনায় শঙ্খনাদ ॥
চাল উড়েছে পথ ওড়েনি দমকা ঝড়ের বেগে
এগিয়ে চলার শোন্ রে আওয়াজ কালবোশেখীর মেঘে।
ঘূর্ণি ধুলোয় চাঁদ ঢেকে যায়,   ফুলের মধু গন্ধ হারায়,
স্বপ্নরঙিন প্রগল্‌ভতার শোন্‌রে আর্তনাদ
এগিয়ে চলার দিন এসেছে তাই এত সংঘাত।
ভাঙন দেখে ভয় কি রে তোর প্রলয় তিমির-রাতে
মানুষ এবার নতুন জগৎ গড়বে আপন হাতে।
ফুল ফোটাবে শুকনো ডালে   প্রেমিক মনের শ্যামতমালে
আকুল করা বিশ্বরাধা করবে আশীর্বাদ
প্রলয়-রাতে সকল ভয়ের ঘুচবে অপবাদ ॥

বিমলচন্দ্র ঘোষ

১৪৫

শোনো বন্ধু শোনো, প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা,
ইটের পাঁজরে লোহার খাঁচায় দারুণ মর্মব্যথা ॥
এখানে আকাশ নেই
এখানে বাতাস নেই
এখানে অন্ধ-গলির নরকে মুক্তির আকুলতা ॥

জীবনের ফুল মুকুলেই ঝরে সুকঠিন ফুটপাতে,
অস্তি সঞ্চয়ী ক্রূর দানবের উদ্ধত পদাঘাতে।
এখানে শান্তি নেই
এখানে স্বস্তি নেই
প্রাসাদনগরী যেন বিলাসের নিদারুণ রসিকতা ॥

বিমলচন্দ্র ঘোষ

১৪৬

ত্রিনয়নী দুর্গা মা তোর রূপের সীমা পাইনা খুঁজে,
চন্দ্র তপন লুটায় মা তোর চরণতলে দশভুজে।
বন্দনা গায় সরস্বতী,
লক্ষ্মী সাজায় সন্ধ্যারতি,
কার্তিকেয়, সিদ্ধিদাতা সিদ্ধ যে মা তোমায় পূজে' ॥
ত্রিকাল যে মা থমকে দাঁড়ায় রুদ্রাণী তোর চণ্ডী রূপে
জড়ের বুকে চেতন জাগে যুগান্তরের অন্ধকূপে।
হিমগিরির সিংহ তোমার
বাহন যে মা শক্তি পূজার,
মরণ ভয়ে অসুর কাঁপে পায়ের তলায় চক্ষু বুজে ॥

বিমলচন্দ্র ঘোষ

১৪৭

বন্ধু হে পরবাসী,
দেখেছ কি হায় বাদল ধারায়
দিগন্ত আজি যায় ভাসি' ॥
দেখেছ কি নভোনীলিমার নিভৃতে
ঘনালো যে ছায়া স্বপ্ন মধুর
মেঘ-শ্যামলিম মাধুরীতে,
শুনেছ কি হায়, বাদলের বায়
উদাসী বঁধুর দূর বাঁশি ॥

জাগুক তোমার মৌন-বীণার তারে তারে
বিরহী ধরার বেদনার গাথা
অশ্রু মাতাল মল্লারে,
শুনেছ কি হায়, অন্তরে তব
কি কাঁদন ওঠে উচ্ছাসি ॥

গোপাল দাশগুপ্ত

১৪৮

চাঁদ-সুরযের মেলায় রে, রঙ-বেরঙের খেলায়—
ওরে মন,
দেখতে এলি কোন খেয়ালীর রঙ্গ-তামাসা ॥
চোখ দিয়ে তার পাবিনে পার
তাজব লাগে আজব ব্যাপার,
জানিনা হায় কোন সে ক্ষ্যাপার খেলা সর্বনাশা ॥
বাজিকরের যাদুর কাঠি তারার ফানুস জ্বালে,
মাটির মানুষ বেহুঁশ নাচে পুতুল নাচের তালে।
ভবের মঞ্চে জনম-মরণ চলছে যাওয়া আসা ॥
সাগর জলের নাগর-দোলায় জোয়ার-ভাঁটা ঘোরে,
একের সারা, আনের শুরু—
এ খেলার অন্ত যে নাই ওরে।
ও তুই, রঙ্গে তাহার রইলি মেতে, চিনলি না সুজনে,—
বহুরূপী লুকায়ে যে রয় রঙের পিছনে।
এপারেতে রঙ্গ তাহার, ওপারেতে বাসা ॥

গোপাল দাশগুপ্ত

১৪৯

স্বর্গাদপি গরীয়সী তুমি মা, বীর প্রসবিনী জননী।
বাজুক নিত্য কালের চিত্তে তোমারই জয়ধ্বনি।
জয় হিন্দ্‌…জয় হিন্দ্‌ ॥
মৃত্যুজয়ীর কণ্ঠঝরা মন্ত্র পেলাম মধু-ক্ষরা, জয় হিন্দ্‌
জীবন মোদের ছন্দে তারি উঠুক রণি।

বীর-প্রসবিনী জননী
ভারত মোদের, মোরা ভারতের, এই শুধু আজ গণি।
জয় হিন্দ্‌...জয় হিন্দ্‌॥
এ গান জাগুক যুগ-যুগান্ত মোদের ভুবন জুড়ে',
এ নাম জাগুক মুক্ত সভায় ভবন অন্তঃপুরে।
শ্যামল ক্ষেত্রে, কর্মশালায়, অসীম শূন্যে, উর্মিদোলায়,
দূর সীমান্তে, মরু প্রান্তরে, শৈলশিখর চূড়ে।
যখন যেখানে থাকি যে বা,— জানবো সবই তোমার সেবা, জয় হিন্দ্‌
জাগ্রত তুমি নিরন্তর অন্তর রবে জুড়ে'।
বীর প্রসবিনী জননী,
ভারত মোদের, মোরা ভারতের, এই শুধু আজ গণি।
জয় হিন্দ্‌...জয় হিন্দ্‌॥

গোপাল দাশগুপ্ত

১৫০

শপথ নিলাম শপথ নিলাম প্রাণ করিনু পণ।
তোমার সেবায় দিলাম আনি মোদের এ জীবন॥
ছাড়ব আরাম তোমার কাজে ভুলব আপন-পর,
রাখবো সোজা তোমার ধ্বজা মাথার উপর,
(মোদের) ধর্মকর্ম কেবল তুমি তুমিই ধ্যানের ধন॥
মোরা ভক্তি নিয়ে শক্তি নিয়ে থাকব তোমায় ঘিরে
বিশ্বজনের করবো পূজা তোমারই মন্দিরে।
ওমা, মুক্তির পূজারী মোরা শান্তির চারণ॥
কে কোথায় দেয় রে হানা কে দেখায় ভয়,
জানবে তারা কোটি প্রাণের একটি-ই পরিচয়।
মোরা সবার ভয়ে মান দেবনা জানুক এ ভুবন॥
তোমার দেওয়া এ জীবনের দেব তোমায় সবই,
তোমারি গৌরবে মোরা হব গরবী।
মোরা তোমার নামের জয়ধ্বনি করবো অনুক্ষণ॥

গোপাল দাশগুপ্ত

১৫১

প্রণাম প্রণাম ওগো লহ প্রণাম !
মৃত্যু-সাগর কূলে মুক্তির বেদীমূলে
রক্ত আখরে যারা লিখে গেল নাম ॥
পুণ্য এ লগনের সুদূর প্রভাত পানে চাহি—
এলে যারা দীপ হাতে অন্ধতামসী পথ বাহি।
অনির্বাণ সে শিখা পরালো জ্যোতির টিকা
কালের ললাটে আজি নয়নাভিরাম ॥
অকরুণ ঝঞ্ঝায় চরণ পড়েনি কভু টলি',
পথ-কণ্টকদল তৃণসম গেছ দলি' দলি',
ঘুচাতে দুঃখ রাতি লয়েছ বক্ষ পাতি
দুঃসহ বেদনা নিঠুর পরিণাম ॥
আলোর সারথি দল, প্রাণ দিয়ে বেঁধে দিলে পথ,
অভয় শঙ্খ লয়ে, মুক্তি-পিয়াসী ভগীরথ—
সুপ্তির জটা হতে বহালে প্রাণের স্রোতে
জীবন-মন্দাকিনী-ধারা উদ্দাম ॥

গোপাল দাশগুপ্ত

১৫২

আমি, পার করো পার করো ব'লে ডাকি,
আমার পারে যাবার নাই তাড়া।
আমার ডাকতে ভাল-লাগে তোরে
মা গো, তাই তো ডাকি "তারা তারা" ॥
আমার কি-ই বা এ কূল, ও কূলই বা কি
মায়ের কোলে যদি থাকি,
আমার যেমন জীবন তেমনি মরণ
এক দোলনার দু'দিক তারা ॥
ঘনায় যদি আঁধার রাতি, সবাই যদি যায় ফেলে,
আমি ভয় করিনে কিছুতে মা, তুই তো আছিস দু'চোখ মেলে।

আমি আপন মনে হাসি কাঁদি,
সাধ জাগে তাই ও নাম সাধি,
আমার মন-পাখি তো বোল জানে না
অভয়া তোর নামটি ছাড়া ॥

গোপাল দাশগুপ্ত

১৫৩

নিরঞ্জন তুমি নয়নরঞ্জন তুমি হে অন্তরযামী।
তোমারে পাসরি, পথে পথে ফিরি চির-ভিখারী আমি ॥
তুমি হে বন্ধু, তুমি হে নাথ,
আছ কাছে কাছে তবু জানিনা তো
হৃদয়েতে রহ, তবু এ বিরহ কেন গো হৃদয়-স্বামী ॥
রবি-শশী-গ্রহে কত সমারোহে ভরিয়া দিয়েছ নিখিলে
কল্পতরু তুমি এ কোন খেয়ালে আমারে কাঙাল করিলে।
হৃদয়-কন্দরে বেঁধে আছ নীড়—
দূরে কেন শুনি ধ্বনি বাঁশরীর,
মরিব কি ফিরে অগম তীরে-তীরে অজানা তীর্থগামী ॥

গোপাল দাশগুপ্ত

১৫৪

বড় দুঃখ হয় মা তোরে দেখে—
আহা, মা পেলিনে তুই কোন কূলে।
তোরে, চুল বাঁধিতে কেউ শিখালোনা—
ও তুই, রইবি চিরকালই এলো চুলে ॥
শিখালো না কেউ পরিতে বসন,
চিনিলি না কভু রতন-ভূষণ,
জানিলি না হায় মালা গাঁথিতে
এত যে জবা প'ড়ে পদমূলে ॥
ঘর জোটেনা তোর এ জগতে,
তুই না কি জগদীশ্বরী!

শ্মশান ঘুরে ঘুরে অঙ্গে কালি তোর,—
এমনই কপাল আহা মরি মরি !
সাজানো মন্দির আমারই এ চিতে,
লয়ে ত্রিনয়ন পেলি না দেখিতে,—
সে কি আমারি ভাগ্য, না কি স্বভাবগুণে তোর
মা হয়ে মায়ের রীতি গেলি ভুলে ।।

গোপাল দাশগুপ্ত

১৫৫

আমার যত মনের কথা পড়ছে ঝরে' ফুলের মত,
মাড়িয়ে গেলে কুসুমগুলি, রইনু চেয়ে মর্মাহত ।।
তোমার কাছে ফুলের আদর
ছিল, যখন ভরা ভাদর,
ঢেউয়ের মাতন থামলো যবে, বক্ষে দিলে বিদায়-ক্ষত ।।
বৈশাখীর এই রুদ্র-তাপে শুষ্ক নদী ক্ষীণ-স্রোতা,
অনেক দূরে বালুর চরে চন্দ্রিমা আজ অস্তগতা ।
অবগাহন করবে কে আর,
নেই তো বুকে জলের জোয়ার
একাকিনী স্রোতস্বিনীর সাঙ্গ হল সেবা-ব্রত ।।

শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

১৫৬

মা গো, এই জেনেছি সার
তোমার চরণকৃপা বিনা জীবন অন্ধকার ।।
বিপদ মাঝে সাহস-হারা
পাইনা যখন কূল-কিনারা,
তুমিই এসে বাঁচাও শ্যামা, ঘুচাও দুঃখ ভার ।।
তোমার রাঙা চরণ দুটি দাওগো আমার বুকে,
আঁকড়ে ধরে রইলে মা গো শান্তি আসে দুখে ।

সার করেছি তাই ও চরণ
সঁপেছি তায় জীবন মরণ,
ভয় কি আমার, করবে তুমি বিপদ-সাগর পার ॥

শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

১৫৭

শ্যামা মায়ের করবো পূজা এবার আমি বিল্বদলে,
জবাফুলের মালা কভু দেবো না আর তোমার গলে ॥
রাঙা আগুন জ্বলছে চিতায়, রক্ত ঝরে মুণ্ডমালায়,
সেই রঙে মা মত্ত হয়ে, যোগ দিলে ডাকিনীর দলে ॥
সবুজ পাতা শ্বেত-কুসুমে এবার তোমায় করবো বরণ,
সবুজ বসন পরিয়ে তোমায় দেবো শুভ্র বরাভরণ !
শ্মশান থেকে আনবো ধ'রে ধরণ-ধারণ বদল ক'রে—
বসিয়ে তোমায় চিত্তাসনে, পূজবো চরণ প্রেম-কমলে ॥

শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

১৫৮

হরি, কেমন করে তোমার দেখা পাবো ?
তোমায় ছাড়া মনের দুঃখ কাকেই বা জানাবো ?
ভবনদীর তরঙ্গ উত্তাল
তারই মাঝে জীবন-তরীর ভাঙলো যে গো হাল,
ডুবলে তরী ব্যাকুল হ'য়ে তোমার গানই গাবো ॥
তোমার দয়া থাকলে পরে পাষাণ ভাসে জলে,
পঙ্গু জনে পাহাড় ডিঙায় তোমার নামের বলে !
পাপের আমার নাইকো সীমা-শেষ,
তবু তোমার চাইবো ক্ষমা উদার পরমেশ,
একটু কৃপা করলে হরি, দুঃখ ভুলে যাবো ॥

শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

১৫৯

ওমা শ্যামা প্রণাম নে মা
যায় না যেন মন্ত্রীগিরি।
মুখ্যমন্ত্রী, গৌণমন্ত্রী, হবু রাজার গবু মন্ত্রী,
মন্ত্রীপদে থাকলে বহাল জোটে ভবের তবিলদারি ॥
ওমা কালী তুমি রূপে কালো, ঐ রূপেতেই ভুবন আলো।
এ দেশ জুড়ে তাই চলে মা দেদার খুশী কালোবাজারী ॥
এবার তোমার কৃপায় কালী মন্ত্রীবাজির পাশা খেলি।
কিষাণ-মজুর-বোড়ের চালে মা দেশটা করি নাকাল-বাড়ি ॥
প্রসাদ বলে, সত্যি শ্যামা গাঁটে কড়ি বাঁধিনি মা।
শুধু গণদেবের নিত্যিসেবায় সার করেছি মন্ত্রীগিরি ॥

শক্তিকুমার সরকার

১৬০

মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে,
মা'কে মনে পড়ে, আমার মা'কে মনে পড়ে ॥
তার মায়ায়-ভরা সজল দিঠি সে কি কভু হারায়?
সে যে জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে আছে সন্ধ্যা-রাতের তারায়,
সেই যে আমার মা!
বিশ্বভুবন মাঝে তাহার নেই ক' তুলনা ॥
তার ললাটের সিঁদুর নিয়ে ভোরের রবি ওঠে,
আলতা-পরা পায়ের ছোঁওয়ায় রক্তকমল ফোটে।
প্রদীপ হয়ে মোর শিয়রে কে জেগে রয় দুঃখের ঝড়ে।
সেই যে আমার মা!
বিশ্বভুবন মাঝে তাহার নেই ক' তুলনা ॥*

প্রণব রায়

১৬১

নাই বা ঘুমালে প্রিয়, রজনী এখনো বাকি,
প্রদীপ নিভিয়া যায়,

শুধু জেগে থাক তব আঁখি ॥
এখনো দুয়ার পাশে   হেনার সুরভি আসে,
পিয়া পিয়া ব'লে ডাকে সাথীহারা কোন পাখি।
রজনী এখনো বাকি ॥
আকাশের বুকে চাঁদ,   মোর বুকে তব মুখ জাগে,
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি কারে সুন্দরতর লাগে।
এ মধু মাধবী রাতে   জেগে রব' দুজনাতে
জড়াক দুটি হৃদয় একটি প্রেমের রাখি।
রজনী এখনো বাকি ॥

প্রণব রায়

১৬২

"এবার তবে করবো শুরু বিবাদ-করার পালা।
তুমি আমার 'চোখের-বালি', নওকো গলার মালা ॥"
"বেশ, তোমার কথাই মানি,
আমি তোমার কে, সে তো মনে মনেই জানি।
তোমার চোখে-চোখে রব' আমি নাই বা হলাম মালা,
রাধার যেমন 'চোখের-বালি' ছিল চিকন-কালা।"
"না, না, না, না,
এমন করে হয় না শুরু বিবাদ-করার পালা ॥"
"তোমার সাথে আড়ি আমার ছোটবেলার মত,
আর দেব না সাড়া, তুমি ডাকবে আমায় যত।
তোমার সাথে আড়ি আমার এই জনমের মত।"
"আমি লুকিয়ে বনের কোলে,
আর-জনমে মান ভাঙাবো বউ-কথা-কও ব'লে।"
"আমি হঠাৎ সাড়া দেব' তখন একান্তে নিরালা।"
"আরে বাঃ, কেমন করে চলবে তবে বিবাদ-করার পালা ॥"

প্রণব রায়

১৬৩

তীর-বেঁধা-পাখি আর গাইবে না গান।
ভুলে গেছি জীবনের হাসি কলতান ॥
হাসি ছিল গান ছিল সাথী ছিল সাথে,
বুঝিনি ত' তীর ছিল নিয়তির হাতে,
দু'দিনের মধুমেলা হ'ল অবসান ॥
বুকে লয়ে অভিমান নীরব হয়েছে ভালবাসা,
চোখে তবু আসে জল, অশ্রু যে ব্যথার ভাষা
এ জীবনে মালা গেঁথে কেন ছিঁড়ে ফেলা,
মনের আলাপটুকু সেও কি গো খেলা।
আমি যেন নেভা-দীপ, ব্যথাভরা প্রাণ ॥

প্রণব রায়

১৬৪

ও ভগবান, রুটি দাও, মুখের পানে চাও,
উপবাসীর কান্না কি আজ আকাশ থেকে শুনতে পাও ?
খেতে যদি না দেবে তো দিলে কেন পেটের জ্বালা,
পথের কুকুর সেও খেতে পায় শূন্য কেন মোদের থালা ?
একটা রুটির বদলে আজ নাও গো লাখো সেলাম নাও
ও ভগবান, রুটি দাও ॥
দুটি বেলা খেতে পাবো,— গরীব লোকের এই তো আশা!
খিদে আছে নেইকো খাবার,—কেমন-ধারা এ তামাসা।
মালিক তুমি, রাজা তুমি, লোকে তোমায় দাতা বলে
দাওনা দু'খান শুকনো রুটি ভিজিয়ে নেবো চোখের জলে।
রুটি যদি না দেবে তো দুনিয়া থেকে ছুটি দাও।
ও ভগবান, রুটি দাও ॥

প্রণব রায়

১৬৫

সাঁঝের তারকা আমি পথ হারায়ে এসেছি ভুলে
মাটির প্রদীপ হ'য়ে তুলসীমূলে এসেছি ভুলে ॥
পল্লী-বধূর আমি স্নিগ্ধ আঁখি অস্তরবিরে নিতি পিছনে ডাকি
রাতের কুসুম আমি অন্ধকারে আকুল চুলে! এসেছি ভুলে ॥
আমি নীল আকাশের গোপন-কথা
সন্ধ্যারাণীর কানে শুনায়েছি চুপে চুপে সেই বারতা।
দেবতার পদতলে আমি প্রণতি সশঙ্কিত মরমের ভীরু মিনতি,
চঞ্চল সমীরণে আশার সম উঠি গো দুলে! এসেছি ভুলে ॥*

প্রণব রায়

১৬৬

তোমার আকাশে এসেছিনু হায় আমি কলঙ্কী চাঁদ
দূর হতে শুধু ভালবেসেছিনু সে তো নহে অপরাধ ॥
তুমি তো জানিতে আমার হিয়ার তলে
কোন্ সে কামনা কলঙ্ক হয়ে দোলে
মোর জ্যোছনায় খুলে গেল তাই তোমার মনের বাঁধ ॥
কলঙ্ক মোর দেখেছে সবাই তুমি দেখেছিলে আলো
মোর কলঙ্কে গৌরব মানি' তাই বেসেছিলে ভালো।
অঙ্গে তোমার মোর ছায়া লাগে পাছে
ভালবেসে তাই তোমারে চাহিনি কাছে
উল্কার মত জ্বলে আজো তাই অপূর্ণ মোর সাধ ॥*

প্রণব রায়

১৬৭

ও তোর জীবন-বীণা আপনি বাজে দুঃখ সুখের দুই তারে,
ভাঙা গড়ার নিত্য খেলা জীবন-নদীর দুই পারে।
এই জীবনের চলার পথে আনন্দে তুই গান করে যা ॥
কি পেলি তুই কি হারালি হিসাব করে কাজ কি বল,
(তোর) দুঃখ-ব্যথার মৃণাল-কাঁটায় ফুটবে সুখের কমল দল।

কাঁটার ব্যথা আপনি নয়ে ফুলগুলি তোর দান করে যা ॥
দিন-দুনিয়ার মালিক যিনি জীবন চলে যাঁর হাতে,
এক হাতে তাঁর গরল আছে, অমৃত রয় আর হাতে।
আপন-হাতে যা দেয় প্রভু তাই নিয়ে তুই পান করে যা ॥*

প্রণব রায়

১৬৮

আরো উজ্জ্বল হোক সূর্য মোর জন্মভূমির আকাশে
আরো স্নিগ্ধ মমতা মিশে যাক আমার দেশের বাতাসে ॥
আরো মধুমতি হোক গঙ্গা, আরো উন্নত হোক হিমালয়,
আরো সবুজ হোক না শস্য, যেন মাটির স্নেহের সঞ্চয়।
আরো রঙিন হোক না ফাল্গুন বনের অশোকে পলাশে ॥
আরো নির্মল আরো শুভ্র হোক আমার ভাইয়ের অন্তর,
আরো ঝরুক প্রীতির ঝর্ণা, আরো জীবন হোক না সুন্দর।
হোক আমার দেশের শিশুরা আরো হাসিখুশী আরো উজ্জ্বল,
যেন ঝরেনা তাদের চক্ষে আহা একটি ফোঁটাও আঁখিজল।
আরো আনন্দে আর স্বাস্থ্যে যেন ফুলের মতন বিকাশে ॥

প্রণব রায়

১৬৯

যখন রব'না আমি দিন হ'লে অবসান,
আমারে ভুলিয়া যেয়ো, মনে রেখো মোর গান ॥
আমার মালার ফুলে ধুলা যদি লাগে ভুলে',
প্রাণের কুসুমগুলি হবে নাকো কভু ম্লান ॥
(মোর) জীবনের যত ভুল, তুমি ভুলে যেয়ো সেই দিন,
নিভে যাক নিশিভোরে যে দীপ হ'ল মলিন।
গানে গানে পরিচয় সুন্দরতর হয়,—
সেই স্মৃতি হবে মোর বিদায়-বেলার দান ॥

প্রণব রায়

১৭০

তব চরণতলে হৃদয় আমার চায় মিশাতে মধুর রাতে।
হে প্রিয় মোর, বরণ-মালা চাই দোলাতে জোছনাতে
মধুর রাতে ॥
উদাসী আজি তোমার তরে নীরবে মোর নয়ন ঝরে
জীবন তোমার ধন্য হবে চরণধুলা নিয়ে মাথে
মধুর রাতে ॥
সুন্দর হে, আজ তোমার তরে নয়নজলে মালাটি গাঁথা
শূন্য জীবন পূর্ণ করো যাক্ দূরে আজ সকল ব্যথা।
আজ বিরহের অন্তরালে মিলন বাঁশি বলো কে বাজালে
সেই সুরে মোর পাগল হিয়া মিলন মাগে তোমার সাথে
মধুর রাতে ॥

সজনীকান্ত মতিলাল

১৭১

ফুলেরি বাসরে ফুলেরি সাজেতে
সাজাতে তোমারে সাধ।
কত আছে সাধ সাধ-ভরা বুকে
সে সাধে যেন পড়েনা বাদ।
প্রভাতের এ ফুলে গেঁথেছি এ মালা
সাঁঝেরি ফুলেতে পুন ভরি' ডালা
মনমত হারে সাজাতে তোমারে,
পূজিতে বাসনা আজ ॥

সজনীকান্ত মতিলাল

১৭২

শিয়ালদহ গোয়ালন্দ আজো আছে ভাই
আমি যাবো আমার দেশে সোজা রাস্তা নাই ॥

বাড়ি ছিল নারাণগঞ্জে
ব্যবসা করতাম বাখরগঞ্জে,
ছিল কিছু মাণিকগঞ্জে
ভাবি বসে তাই ॥
শশুরবাড়ি দাসের জাঙাল জিলা ফরিদপুর,
চট্টগ্রাম আর ময়মনসিংহ সে আজ বহুদূর।
পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরী
যখন মনে যায় গো পড়ি'
তখন আমি কি যে করি, দিশা নাহি পাই ॥

গিরিন চক্রবর্তী

১৭৩

তোমায় কোথায় রাখিব প্রিয় ?
নয়নে রাখিলে, তুমি ঝর আঁখিজলে
আঁখি হতে কমনীয়।
স্বপনে রাখিলে হায়, স্বপন ভাঙিয়া যায়
জাগিয়া হেরি যে স্বপনের মাঝে
তুমি শুধু স্মরণীয় ॥
প্রাণের দেবতা প্রাণে রাখিলে প্রাণ না মানে,
প্রাণের নিভৃতে চাহি যে রাখিতে
প্রাণাতীত বরণীয় ॥

হেমন্ত গুপ্ত

১৭৪

কত প্রেম হ'ল ধূলি, কত আঁখি হ'ল ধারা,
কত খেলা হ'ল শুরু, কত খেলা হ'ল সারা ॥
দীপ কাঁদে শিখা লাগি
হিয়া লাগি হিয়া মরিছে কাঁদিয়া
আঁখি চেয়ে রহে জাগি',—

কত দেখা হ'ল প্রেম, কত প্রেম হ'ল মরু,
কত মরু মরু ছায়া ॥
যে নদী সাগর-নীরে—
মিলায় অকুলে, ভুলে যায় কূলে—
জোয়ারে সে কি রে ফিরে ?
কত প্রেম হায় স্মৃতি রেখে যায়,
সাগরে হারায় ধারা ॥

হেমন্ত গুপ্ত

১৭৫

ওরে কোয়েলিয়া গান থামা এবার
তোর ঐ কুহুতান ভাল লাগে না আর ॥
আন্-বধূ যার মন টানে— ফিরে যে না চায় ঘর পানে,
তোর ঐ কুহু-কুহু তানে তারে মনে পড়ে বারবার ॥
প্রিয় বুঝি তোর, ওরে পাখি মোর মত তোরে দিল ফাঁকি,
তাই কি রে তুই ডাকি' ডাকি' প্রাণ কাঁদাস দুখিনী রাধার ॥*

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

১৭৬

যে আকাশে ঝরে বাদল, সে আকাশে চাঁদ উঠবে কী ?
যে ঘন তিমির ছাইল গগন, তারি মাঝে তারা ফুটবে কী ?
যে কুসুম চুমিল ভূতল, তারি পাশে অলি জুটবে কী ?
যে তটিনীর শুকালো জল, তার কূল ভ'রে উঠবে কী ?
যেথা পিপাসায় মরে ধূ ধূ মরু তারি বুকে সে লুটবে কী ?
যে নিরাশা রচিল আগল, সে আগল কভু টুটবে কী ?*

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

১৭৭

সাগর বেলা।
গোধূলি আবীর মেখে' ঢেউগুলি হেসে হেসে—
শেষ করে জীবনের হোলি খেলা।

প্রাণের মেলা
ধীরে ধীরে থেমে যায়, আঁধারের আঁচল দিয়ে
আলোর ছবি মুছে ফেলা ॥

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

১৭৮

তোমার ডাকে দেব সাড়া তাই তো আমি জানি,
মা গো, জানি সদাই তন্দ্রাহারা জাগো আমার লাগি ॥
চেতনা মোর ঝিমিয়ে আসে ঘুমে,
তুমি অভয় দেবে এসে নয়ন চুমে',
ও মা, ক্লান্ত আমি তোমার কোলে শান্ত শয়ন মাগি ॥
আমি চোখ মেলিলাম তোমার বক্ষ-নীড়ে,
আমার জগৎ জেগে উঠলো তোমায় ঘিরে'।
আমি হেসে-কেঁদে কাটিয়ে দিলাম বেলা,
আমার সাঙ্গ হয়ে গেল ধুলা-খেলা,
এখন মায়ের মুখের ঘুম-পাড়ানীর আমি অনুরাগী ॥

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

১৭৯

কূল ছেড়ে এসে মাঝ-দরিয়ায় পিছনের পানে চাই।
ফেলে আসা তীরে কি মায়া যে টানে মন বলে, ফিরে যাই ॥
কত হাসি আর কত না রোদন স্মৃতি দিয়ে ঘেরা কত উপবন
কত কামনার সাধনার ধন পড়ে রয় সেই ঠাঁই ॥
এ পারের ছবি ম্লান হয়ে এলো ও পার কুহেলী-ছাওয়া
আশা-নিরাশায় ঢেউ দিয়ে যায় তারি মাঝে তরী-বাওয়া।
অজানা বাঁশির ভেসে আসে সুর মন কেড়ে নেয় এত সুমধুর
যেন ডেকে বলে, আর নয় দূর হে যাত্রী, ভয় নাই ॥*

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

১৮০

ফুল বলে আমি দিই গন্ধ পাখি বলে আমি দিই গান যে
জোছনা হাসিয়া বলে, আমি তো ডেকে আনি রজতের বান যে।
নদী বলে নৃত্যের ছন্দে আমি ব'য়ে যাই যে আনন্দে
চাঁদ বলে সুধা দিই ছড়িয়ে মাধুরিতে ভ'রে দিই প্রাণ যে ॥
প্রভাতের রবি বলে ডাকিয়া আমি আসি সোনা রং মাখিয়া।
শেফালি বলে গো নিজে ঝরিয়ে সুরভিতে হিয়া দিই ভরিয়ে,
উতলা দখিনা বলে, বিরহের— আমার পরশে অবসান যে ॥

কেষ্ট চক্রবর্তী

১৮১

নীল আকাশের ওড়া বলাকার পাখা হ'তে একটি পালক খসে পড়ল
সেই তো তোমার লিপি অনেক কথার ফুলে আমার হৃদয়খানি ভ'রলো।
আমি তোমার পত্র আজ পেয়েছি ॥
এ লিপি নয়ত শুধু কথায় ভরা অনুরাগে রাঙা এ যে মধুক্ষরা
কত যে কামনা জুঁই বকুল হ'য়ে— ফাগুন প্রভাত-বুকে ঝরলো—
আমি তোমার ছোঁয়াটি আজ পেয়েছি ॥
একটি লিপি যেন একটি কবিতা হয়ে সুরভিতে হিয়াখানি ভ'রেছে
তারি ছন্দের রং-এ শুকনো কুঁড়ির বুকে ইন্দ্রধনুর রং ঝ'রেছে।
ওগো অনামিকা তব লেখনী দিয়ে যে ছবি এঁকেছ সে কি ভুলিবে প্রিয়ে
সহসা সাগর যেন উচ্ছাসে তার মরু নদী উচ্ছল ক'রলো—
আমি তোমার বারতা আজ পেয়েছি ॥

কেষ্ট চক্রবর্তী

১৮২

গোলাপের কাঁটার ব্যথা কত আর সইব বলো
সুরভির পরশ চেয়ে এ হিয়া মাতাল হ'লো।
শ্রাবণের অঝোর ধারা শুধু কি বইবো তবে
কল্পনা মোর ভুবনে মধুমাস আসবে কবে
কাজলে আরো কাজল ও নয়ন বারেক খোলো ॥

যে চাঁদে গ্রহণ লাগে   সে চাঁদেও জ্যোৎস্না হাসে
যে আকাশ বাদল ঝরায়   সে নভেও ফাগুন আসে।
তুমি কি রূপের ফসল   আড়ালে রাখবে ঢেকে
আমি কি আবার আকুল হবো না গন্ধ মেখে
ফাগুয়ার আবীর রঙে   নিজেকে রাঙিয়ে তোলো।

কেষ্ট চক্রবর্তী

১৮৩

আমায় ফাঁকি দিতে পারবি নে মা   সারা গায়ে কালি মেখে
মা, তোর ভুবন-ভরা রূপের জ্যোতি   কেমন করে রাখবি ঢেকে ॥
তবু খুঁজতে আমি ছাড়ব না মা   লুকিয়ে কোথায় রইবি শ্যামা
আমার চোখের জলে সকল কালি   মুছিয়ে দেবো অঙ্গ থেকে ॥
কালের বুকে কালী হ'য়ে   নৃত্যে যখন উঠিস মেতে
বিশ্বভুবন লুটায় তখন   ঐ চরণের পরশ পেতে।
দিনের শেষে সন্ধ্যা হলে   নিস মা তুলে চরণতলে
ঐ   রাঙ্গা চরণ-চিহ্নটুকু   ভাঙ্গা বুকে দিস মা এঁকে ॥

কেষ্ট চক্রবর্তী

১৮৪

কাস্তেটারে দিও জোরে শান (১৯৪২)

তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান, কিষাণ ভাই রে
কাস্তেটারে দিও জোরে শান ॥
ফসল কাটার সময় হলে কাটবে সোনার ধান
দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান ॥   রে
শান দিও, জোরসে দিও, দিও বারে বারে
হুঁশিয়ার ভাই কভু তাহার যায় না যেন ধার, রে
ও কিষাণ তোর ঘরে আগুন বাইরে যে তুফান
বিদেশী সরকার ঘরে দুয়ারে জাপান ॥   রে
কাস্তেটারে দিও জোরে শান
একতায় ভাই চীনের মানুষ হয় যে বলীয়ান

ছয়টি বছর জাপানীরে করল যে হয়রান—রে
এক হয়ে আজ দাঁড়াও যদি মজুর কিষাণ
এক নিমেষে আসবে স্বরাজ ঘুচবে অপমান রে
কাস্তেটারে দিও জোরে শান্ ॥

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

১৮৫

শহীদ-স্মরণে

(রসিদ আলী দিবস—১৯৪৬)

মহানগরীর রাজপথে যত রক্তের স্বাক্ষর
অগ্নিশিখায় অঙ্কিত হ'লো লক্ষ বুকের পর—
ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলবো না ॥
হাতে শহীদের সমাধি-ফলক ললাটে পরেছি রক্ত-তিলক
রক্তের ঋণ রক্তে শুধবো শপথ ভয়ঙ্কর
ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলবো না ॥
উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল বুভুক্ষিতের অশ্রুজল
পুঞ্জিত হয়ে এসেছে এবার কালবোশেখীর ঝড়
কালবোশেখীর ঝড় ।
আজ তো বক্ষে গর্জে ক্রোধ চায় প্রতিরোধ, চায় প্রতিশোধ,
রক্তের রাখী-বন্ধনে মোরা মিলেছি পরস্পর
ভুলবো না ভুলবো না, ভুলবো না ॥

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

১৮৬

লঙ্গর ছাড়িয়া নাও-এর দে, দুঃখী নাইয়া
বাদাম উড়াইয়া নাও-এর দে
ঢেউ-এর তালে, তালে করতালি দে—হৈ হৈ হৈয়া
নয়া দিনের বইল রে বাও মরা গাঙে ॥
তোর ঘর ভাঙ্গিল কূল ভাঙ্গিল ভাসলি অকূলে
কোন্ মানুষ-মারা কুম্ভীর আইল সর্বনাশের খালে রে
ঘর ভাঙ্গিল, কূল ভাঙ্গিল ;

তোর চোক্ষের জলে সাঁতার-পানি বইল বারে বারে—
এবার খুন দরিয়ায় আইল রে চল জীবন-জোয়ারে ॥
তোর মরণ কিসের, আজ বাঁচনের বিরাট খেলা
সবহারাদের ঘাটে ঘাটে সব-পেয়েছির মেলা রে
আজ বাঁচনের বিরাট খেলা ;
ধলা পালে মন-পায়রার পাখ্‌না মেইলা দে—হৈ হৈ হৈয়া
বদর বদর বদর বদর জয়ধ্বনি দে ॥

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

১৮৭

কল্লোল

বাজে ক্ষুব্ধ ঈশানী ঝড়ে রুদ্র-বিষাণ ইনক্লাবি আহ্বান—
নিথর জলধি জলে জাগে উতরোল বিষ মন্থনে ওঠে জীবন-হিল্লোল,
ক্রূর বন্ধন ভেঙ্গে ভেঙ্গে তরঙ্গ-রঙ্গে ওঠে সমুদ্র কল্লোল
উঠিল সমুদ্র কল্লোল ॥—২
বিদ্রোহী জাহাজ জঠরে বয়লারে বয়লারে জ্বলন্ত অঙ্গারে
আগুনের ফুলকিতে নাবিকের প্রাণে প্রাণে জ্বলিল মশাল
প্রাণে প্রাণে জ্বলিল মশাল ॥—২
সেদিন ছেচল্লিশের শীতের কুয়াশা, ভেদি' গোলামীর ঘোর অমানিশা
চূর্ণ করি কংসের কারাগার সচকিত সাইরেন নব অঙ্গীকার
আরব-সাগরবাহী অতলান্ত জয়ী বোম্বাই বন্দরে বিদ্রোহী 'খাইবার'
ভিড়ি বিদ্রোহী খাইবার ॥—২
হাঁকে শার্দুল সিং, গফুর বীর শার্দুল সিং, গফুর
কে আছ বাহাদুর কামান গর্জনে কামগার ময়দানে
রাজপথে ব্যারিকেডে সশস্ত্র মজদুর
দাড়ালো সশস্ত্র মজদুর ॥—২
দরিয়ার ডাকে দিল সাড়া, মহাভারতের জনতা
উত্তাল ঢেউএ ঢেউএ কল্লোলিত মহানগর কোলকাতা
কল্লোলিত মহানগর কোলকাতা ॥

নীল সমুদ্র লাল ক'রে গেল নাবিকের রক্তধারা
তোমরা কি শোধিবে রক্তের ঋণ অলক্ষ্যে শুধায় তারা
দরিয়ার ডাকে দিল সাড়া মহাভারতের জনতা
উত্তাল ঢেউএ ঢেউএ কল্লোলিত মহানগর কোলকাতা ॥

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

১৮৮

তুমি যদি কোনদিন কালো মেঘ হ'তে,
মরু হয়ে চাহিতাম পিপাসা মিটাতে ॥
তুমি যদি হতে কায়া
হইতাম তব ছায়া,
এক হয়ে রহিতাম তব তনু-সাথে।
তুমি যদি হতে চাঁদ দূর নীলিমায়,
মেঘের আঁচল হয়ে জড়াতাম গায়।
যদি হতে আঁখি তারা
হইতাম আঁখি ধারা
দুইজনে মিলিতাম বিরহের রাতে ॥

শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯

বাঁশুরিয়া রে, কেন অমন করে বাঁশী বাজালে,
আনমনে ছিলেম কাজে আমায় কেন কাঁদালে?
তোমার বাঁশির উদাস সুরে পরাণ আমার আকুল করে
নিবে যাওয়া আশার প্রদীপ আবার কেন জ্বালালে?
তোমার ডাকে ধরা দিতে বাইরে ছুটে আসি,
দেখি, বাঁশী ধুলায় পড়ে, নয়নজলে ভাসি।
বন্ধু, তোমায় ছিলেম ভুলে, তাই কি এমন আঘাত দিলে,
তোমায় পাবার নেই সাধনা এ-কথা কি জানালে?

শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০

গোকুল ছাড়িয়া কালা গেছে মথুরায়,
কালো মেঘ পানে রাধা বারে বারে চায় ॥
ফুটায়ে প্রেমের কলি, গিয়াছে চরণে দলি,
রাধা-নামে সাধা বাঁশী ধুলাতে লুটায় ॥
হৃদয়ে রয়েছে জানি পরশ না পায়,
বুঝি অভিমানে রাধা কাঁদিতে না চায়।
শ্যাম যদি নাহি আসে রাধা রবে কার পাশে,
কে বুঝিবে তার ব্যথা, পেয়ে যে হারায় ॥

শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১

এস জয়ব্রতী দল কর দৃঢ় করতল
ভাঙো বাধা শৃঙ্খল চল যাই।
ঐ দেখ রণযান কত শত মহাপ্রাণ
দিতে চলে বলিদান দ্বিধা নাই।
স্বার্থান্বেষী যত শঠ অরিকুল
কুটিল ধরমে চলে বাহিনী বিপুল
শাণিত খড়্গাঘাতে করি নির্মূল
ধরাতল রুধিরে রাঙাই ॥
সঙ্কটে ভীত নহি উতল অধীর
জ্বেলে যাব জয়-দীপ চল হে প্রবীর
এ ভারত জননীর চির স্নেহ-নীড়
আলোকিত করিব সবাই ॥

প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

১৯২

শত যুগের আরাধনা সফলতায় বেঁধেছি,
শব্দহারা স্তব্ধ হিয়ায় ধ্যানের আসন পেতেছি ॥
আলোছায়ায় সন্ধিক্ষণে এলে প্রাণের সঙ্গোপনে,
যে ফুল দেব নিবেদনে—কল্পলতায় গেঁথেছি ॥

কীর্ণ হবে রাত্রি দিবা তোমার প্রেমের পুণ্যবিভা
চন্দ্র-শশীর পূর্ণ শোভা তোমার মাঝে দেখেছি ॥

প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৩

অকূলে ভাসিয়ে দিলেম বাসনার পূর্ণতরী,
দিবসের অস্তরাগে, ধরণী, তোমায় স্মরি'।
নাহি যে কূলকিনারা এ তরী বাঁধন হারা
নয়নে আকুল ধারা নীরবে পড়ছে ঝরি'।
জীবনের জীর্ণ তীরে বেদনার জোয়ার-স্রোতে,
নিরাশার নিঠুর বাণী এলো কোন্ সুদূর হতে।
শ্রাবণের বরিষণে বিদায়ের বিষাদ-ক্ষণে
প্রণতি লও চরণে, এনেছি হৃদয় ভরি' ॥

প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৪

দু'টি চোখে কত মায়া জড়ানো !
নয়ন দীঘির জলে আলোছায়া ছলছলে,
কত রূপ অপরূপ ছড়ানো ॥
কাজল কালিমা কোলে কত নব আশা দোলে,
স্বপন-আবেশ-ঘোর মাখানো ॥
আঁখি দু'টি সুদূরের পানে চায়
কোন্ উদাসীরে বুঝি খোঁজে হায়।
গহন নয়ন মাঝে সহসা মধুরে বাজে
বাঁশরীর ধ্বনি মন ভুলানো ॥

অনাদিকুমার দস্ত

১৯৫

চেয়ে বসে থাকি দিবস রজনী বিরহ-নদীর কূলে।
যদি কোনদিন ফিরে আস প্রিয়, পথ চলা শেষ হলে ॥

প্রেমের কাজল টানিলে নয়নে, রচেছিল মোহ নিশির স্বপনে।
মুছে দিতে চাও কেন সে কাজল বিরহ-নয়ন জলে ॥
অন্তরে মম জ্বালিলে প্রদীপ প্রেমের পরশ দিয়ে।
আজো জ্বলে সে তো তোমারি আশায় আশাপথ-চেয়ে চেয়ে ॥
ফাগুন আসিছে ফিরে বারে বারে, ভাসিছে ধরণী মিলনের সুরে!
তুমি শুধু নাই, তুমি নাই প্রিয়, রয়েছ আমারে ভুলে' ॥

অনাদিকুমার দস্ত

১৯৬

ও মন, তোর হরি বলার সময় হ'ল না।
শিশুকালটা কাটিল তোর ধূলাবালি ঘাঁটি' ॥
কিশোর কাল তোর গেল চলি', সময় হ'ল মাটি।
যৌবনকাল তোর গেল কেটে', মাত্‌লি নানা রসে।
প্রৌঢ়কালও গেল মিছে বিষয়-নেশার বশে।
বৃদ্ধকালেও মায়ার ঘোরে রইলি পরম সুখে।
মরণকালেও বিষয়-চিন্তা, নাম আসে না মুখে।
ও মন, তোর হরি বলার সময় হ'ল না ॥

অনাদিকুমার দস্ত

১৯৭

তুমি দিলে মধুবাণী, আমি দিনু শুধু সুর—
মিশে দুই চলে ওই বহুদূর বহুদূর ॥
মোর সুরে ছিল আশা তাই আজি তব ভাষা
ছন্দে গানে তালে তালে তোলে ধ্বনি ঐ নূপুর ॥
সুর তান সমীরণে কথার কুসুমগুলি
পলে পলে অনুরাগে চাহে গো নয়ন তুলি'।
ঐ শোনো দূরে বাঁশী মরমে, পশিছে আসি—
মহা আনন্দে ভরপুর শূন্য দু'টি হৃদিপুর ॥

শৈলেন চক্রবর্তী

১৯৮

হে মোর গানের বুলবুলিরে হে মোর গানের বুলবুলি।
আর কতকাল খাঁচায় বসে কাটাবি রে দিনগুলি।
যে গানখানি আছে জানা গাইতে তারে কী রে মানা—
মেলে রে তোর সুরের ডানা দে রে গানের পাল তুলি।
মনে মনে কিসের শঙ্কা কিসের শঙ্কা, কিসের ভয়,
তোর সুরেতে সুর মিলাতে জাগে পবন ভুবনময়।
বাঁধন ছিঁড়ে যাস্‌না উড়ে দূর-দিগন্তে ঐ সুদূরে—
বিশ্ববীণার ঝঙ্কারেতে সুর পাবে রে তোর বুলি॥

শৈলেন চক্রবর্তী

১৯৯

আইস বনতলে গো, আইস বনতলে—
ঝুম্‌কা ফুলে গাঁইথা মালা
দিমু তোমার গলে গো, দিমু তোমার গলে।
চান্দের রাতে ফুলে ফুলে দক্ষিণ হাওয়ায় হেলে দুলে'
কানে কানে কী কথা কয়
দিমু তোমায় বলে গো, দিমু তোমায় গলে॥
কাঁটাছাড়া গোলাপ দিয়া বাঁইন্দা দিমু খোঁপার চুল,
গন্ধরাজের গন্ধ দিয়া ভাইঙ্গা দিমু মনের ভুল।
ছাইড়া তোমার মানের পালা আইস ওগো গাঁয়ের বালা,
বাঁশীর ডাকে কলসী কাঁখে
আইস তুমি চলে গো; আইস তুমি চলে॥

শৈলেন চক্রবর্তী

২০০

জীবন প্রভাতে হেরিনু তোমায়
মুগ্ধ হয়েছি প্রথম দেখায়।
রাঙায়ে ধরণী রেখেছ কখনি
রূপ-রস ভরা কানায় কানায়॥

না চাহিতে প্রেম-মাধুরী মাগিয়া বাহু-বন্ধনে নিয়েছ তুলিয়া।
বারে বারে চুমি' শুধায়েছ তুমি
আয় বুকে আয়, আয় বুকে আয়॥

শৈলেন চক্রবর্তী

২০১

অনেক কাল ত' পূজা খেলি, এবার মা তুই উঠে দাঁড়া।
ত্রাহি ত্রাহি পরিত্রাহি ডাক পড়েছে দে না সাড়া॥
মানব সবাই নয় রে মানব, ছদ্মবেশী দৈত্য দানব।
ধ্বংস করে মা তোর সৃষ্টি, যত আছে সৃষ্টিছাড়া॥
মানুষ-জন্তুর নির্যাতনে গুমরে মরে কত প্রাণী,
বিক্রী করে বিবেক-বুদ্ধি তবু না পায় হালে পানি।
আর কেন মা বসে থাকা, দিক্-দিগন্তে রক্ত-আঁকা।
ওই ঝলকে ঝল্‌সে নে মা জঙ ধরা তোর মুক্ত খাঁড়া॥

শৈলেন চক্রবর্তী

২০২

মধু বৃন্দাবনে দোলে রাধা কৃষ্ণ সনে॥
রাঙিয়া রাঙা ফাগে
দুলিছে অনুরাগে
তনুতে শিহর লাগে মদির পবনে॥

রবি গুহমজুমদার

২০৩

জোছনা করেছে আড়ি, আসেনা আমার বাড়ি।
গলি দিয়ে চলে যায় লুটিয়ে রূপোলী শাড়ি॥
চেয়ে চেয়ে পথ তারি হিয়া মোর হয় ভারি
রূপের মধুর মোহ বল না কী করে ছাড়ি॥*

রবি গুহমজুমদার

২০৪

যদি ডাকি অকারণে
মনে কিছু কোরো না।
তোমার কণ্ঠমালা
খুলে রেখে, যদি বল এবার চুপ করার পালা,
তবু যদি থেকে থেকে ছায়া পাখি ওঠে ডেকে,
মনে কিছু কোরো না।
আমার শূন্য মনে
নেই, বেণু-বীণা নেই নূপুর
তবু অকারণে
যদি হায় মাঝে মাঝে—
শুধু করতালি বাজে,
মনে কিছু কোরো না ॥*

রবি গুহমজুমদার

২০৫

তুমি এসেছিলে পরশু, কাল কেন আসনি ?
তুমি কি আমায় বন্ধু কাল ভালবাসনি ?
নদী যদি হয় গো ভরাট কানায় কানায়
হয়ে গেলে শূন্য হঠাৎ তাকে কি মানায় ?
তুমি কি আমায় বন্ধু কাল মনে রাখোনি ?
আকাশে ছিল না ব'লে চাঁদের পাল্কি
তুমি হেঁটে হেঁটে সন্ধ্যায় আসনি কাল কি ?
তুমি কি আমায় বন্ধু কাল অভিলাষ'নি ?
বনে বনে পাখি ডেকে যায় আবোল তাবোল,
থেকে থেকে হাওয়া ডেকে যায়, দিয়ে যায় দোল,
তুমি কি আমায় বন্ধু একবারও ডাকোনি ?*

রবি গুহমজুমদার

২০৬

তুমি আর নেই সে তুমি
জানি না জানি না কেন এমন হয় ॥
তোমার চোখের পাতা নাচেনা আমার পথ চেয়ে
তোমার পায়ে পায়ে মল বাজেনা আমার সাড়া পেয়ে।
হাস না হাস না সে হাসি মধুময় ॥
তোমার সাপের বেণী দোলে না হাওয়ার বাঁশী শুনে
তোমার চোখে বিজলী খেলে না মেঘের গরজনে,
গুন্ গুন্ গুন্ করো না অসময় ॥*

রবি গুহমজুমদার

২০৭

কেন সে যে হায় বল্ল না কথা আমি কি জানি ॥
যে কথা মনে এলো সে কি পালিয়ে গেল।
নয়নের জানালা দিয়ে উড়ে', কারে দোষ দেব বন্ধুরে ॥
বুঝি বা ঢেউ এলো, অতলে ডুবে গেল—
কথা তার, লজ্জা সমুদ্দুরে, কারে দোষ দেব বন্ধুরে ॥
'হ্যাঁ' আর 'না'য়ের শিকল বুঝি রে করল বিকল
কথাকে দিল খাঁচায় পুরে', কারে দোষ দেব বল বন্ধুরে ॥*

রবি গুহমজুমদার

২০৮

মন দিল না বঁধু মন নিল যে শুধু,
আমি কী নিয়ে থাকি ॥
মহুয়া মাতায় ঢোলক দোলে পলাশের নোলক
বাঁধে কেউ বাহুর রাখী ॥
হিয়া তোর অবুঝ হিয়া খোঁজে কোন্ সবুজ প্রিয়া,
দিতে চাস্ আমায় ফাঁকি ॥*

রবি গুহমজুমদার

২০৯

যে না জানে বিরহের মানে বল, সে, কি জানে ?
যে না বোঝে, প্রথম আষাঢ়—কী যে কথা ভালবাসায়
বলতে এসে দাঁড়ায় দোরে থমথমে মুখ কালো ক'রে,
আবার কেন বলতে গিয়ে কাঁদে অভিমানে ।।
নতুন ফাগুন দিলে হাওয়া কেন দ্বিগুণ হয় যে চাওয়া,
কী বেদনা হাহাকারে যে বোঝেনা, জানে না রে—
প্রেমের মানে নেই তো লেখা কোন অভিধানে ।।*

রবি গুহমজুমদার

২১০

এই কমলা গোধূলিতে ।।
কে বুঝি নেশায় আমায় মেশায়
বুলিয়ে নরম তুলিতে ।।
ফাঁকা মাঠে কে ঐ আসর পেতেছে
ভাঙা হাটে তাল-রসে কারা মেতেছে ।
কোন বেওয়ারিশ দিয়ে যায় শিস্
পাখির নকল বুলিতে ।।
ঢিলে তারে নেমে যাওয়া সুর বেজেছে
কে আঁধারে ঢলঢলে বেশে সেজেছে ।
কোন্ খ্যাপা সং, ঢেলে দিয়ে রং
ভ'রে নিলে ধুলো, ঝুলিতে ।।

রবি গুহমজুমদার

২১১

কৃষ্ণচূড়ার বনে রঙ দিল কে ?
গোধূলি আকাশ পটে সাগরের নীল তটে
অপরূপ রূপ ছটা কে দিল এঁকে ?
ফুলের বুকে যে মধু জানিল কেমনে বঁধু
মধুকরে এ বারতা কে দিল ডেকে ?

এত প্রেম এ হিয়ায়   কে দিল রাঙায়ে তায়,
ভুবন রাঙায়ে দিল   বল তো সে কে ?

অমল গুহঠাকুরতা

২১২

স্বপনের মাঝে কল্পনা দিয়ে কত সুখ-নীড় গড়ি
ভেঙে ভেঙে যায় খেলা ঘর মোর পোহালে গো শর্বরী।
হায় রে বিধাতা একি অকরুণ খেলা
আমারে তোমার কেন এত অবহেলা
আশার প্রদীপ দেখায়ে, আবার কালো মেঘে দাও ভরি'॥
জীবন-বীণার তারে তারে বাজে আশাহত যত গান,
বেদনায় ভ'রে ওঠে সুর মোর, আর যত অভিমান।
এ খেলার মাঝে আমারে ডেকো না আর
আমার লাগিয়া রেখো না খুলে দুয়ার,
তুমি কর খেলা আমি ভয়ে ভয়ে মরি॥

অমল গুহঠাকুরতা

২১৩

তোমার মাঝে আজকে আমি   হারিয়ে যেতে চাই,
সেই তো আমার সকল পাওয়া   তোমায় যদি পাই।
অনেক দিনের অনেক কথা
অনেক ব্যথা ব্যাকুলতা,
আমার সুরে   তোমারই গান গাই॥
নয়ন যখন তোমায় খোঁজে
বুঝতে তুমি পারো না যে
এই আসনে আর কারো ঠাঁই নাই।
শেষ রাতে ঐ শুকতারাটি,
জ্বালিয়ে রাখে দীপশিখাটি
রবির পরশ পাবার সাথে   বলে, আমি যাই॥

অমল গুহঠাকুরতা

২১৪

চলো না যাই—

হাওয়াই, অথবা অন্য দ্বীপে চুপে চুপে

যেখানে হাঁস চড়ে, নীল সাগরের জলে।

থাকনা তোমার পরিবেশ

থাকনা তোমার পরিজন আজকে যখন মন

ভেসে যেতে চায় সুদূরের সেই দেশে

হাল্‌কা ডানায় ভেসে।

তোমার স্নেহের সোনা

ভরে দিয়ে গেছে বুকের অনেকখানা

তবুও অনেক খালি

তাই তো মিতালি

শুকনো পাঁজরগুলো সারা দুনিয়ার খোঁজে

সহজ মানুষ খোঁজে।

তাই আজ রাত-শেষে

চলো উড়ে যাই সুদূরের সেই দেশে

যেখানে সহজ মানুষ আছে

যারা সহজে সহজ হাসে॥

সুখময় সেনগুপ্ত

২১৫

বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে হৃদয়ে দিয়েছ দোলা,

রঙেতে রাঙিয়া রাঙাইলে মোরে, একি তব হোরী খেলা।

তুমি যে ফাগুন রঙের আগুন তুমি যে রসের ধারা

তোমার মাধুরী তোমার মদিরা করে মোরে দিশাহারা॥

মুক্তা যেমন শুক্তির বুকে—তেমনি আমাতে তুমি,

আমার পরাণে প্রেমের বিন্দু তুমিই শুধু তুমি।

প্রেমের অনলে জ্বালিলে প্রদীপ, সে দীপের শিখা তুমি,

জোনাকি-পাখায় ঝিকিমিকি নেচে' এ হৃদি নাচালে তুমি॥

আপনহারা এ উদাসী প্রাণের লহ গো প্রেমাঞ্জলি,
তোমারে রচিয়া ভরেছে আমার বাউল গানের ঝুলি।
মুক্তা যেমন শুক্তির বুকে, তেমনি আমাতে তুমি,
আমার পরাণে প্রেমের বিন্দু তুমিই শুধু তুমি ॥
চমকি' দেখিনু আমার প্রেমের জোয়ার তোমারই মাঝে,
হৃদয়-দোলায় দোলাও আমারে তোমার হিয়ারই মাঝে।
তোমার প্রাণের পুলক-প্রবাহ মিশিতে চাহে আমাতে,
জপো মোর নাম গাহ মোর গান আমারই একতারাতে।
মুক্তা যেমন শুক্তির বুকে, তেমনি আমাতে তুমি,
আমার পরাণে প্রেমের বিন্দু তুমিই শুধু তুমি ॥*

মীরা দেববর্মন

২১৬

(আমি) টাকডুম টাকডুম বাজাই বাংলা দেশের ঢোল,
সব ভুলে যাই তাও ভুলিনা বাংলা মায়ের কোল ॥
বাংলা, জনম দিলা আমারে,
তোমার পরাণ আমার পরাণ এক নাড়িতেই বাঁধা'রে,
মা-পুতের এই বাঁধন ছেঁড়ার সাধ্য কারও নাই।
সব ভুলে যাই তাও ভুলিনা বাংলা মায়ের কোল ॥
মা, তোমার মাটির সুরে সুরেতে
আমার জীবন জুড়াইলা বাউল ভাটিয়ালিতে,
পরাণ খুইলা মেঘনা-তিতাস-পদ্মারই গান গাই।
সব ভুলে যাই তাও ভুলিনা বাংলা মায়ের কোল ॥
বাজে ঢোল নরম গরম তালেতে
বিসর্জনের ব্যথা ভোলায় আগমনীর খুশীতে,
বাংলা দেশের ঢোলের বোলে ছন্দপতন নাই।
সব ভুলে যাই তাও ভুলিনা বাংলা মায়ের কোল ।*

মীরা দেববর্মন

২১৭

কে যাস্ রে ভাটি গাঙ বাইয়া,
আমার ভাই ধনরে কোইও নাইওর নিতো বইল্যা।
বছর খানিক ঘুইর‍্যা গেল গেল রে
ভাইয়ের দেখা পাইলাম না পাইলাম না,
কইলজা আমার পুইড়া গেল গেল রে
ভাইয়ের দেখা পাইলাম না পাইলাম না।
ছিলাম রে কতই আশা লইয়া
ভাই না আইল গেল গেল রথের মেলা চইল্যা ॥
প্রাণ কান্দে কান্দে প্রাণ কান্দে রে
নয়ন ঝরে ঝরে নয়ন ঝরে
পোড়া মন-রে বুঝাইলে বোঝে না সুজন মাঝি রে
ভাইরে কইয়ো গিয়া
না আসিলে স্বপনেতে দেখা দিতো বইল্যা ॥
সিন্দুরিয়া মেঘ উইড়া আইলো রে
(তবু) ভায়ের খবর আনলো না আনলো না,
ভাটির চরের নৌকা ফির‍্যা আইল রে
ভায়ের খবর আনলো না আনলো না, নিদয় বিধি রে,
তুমি সদয় হইয়া ভাইরে আইন্যো, নইলে আমার পরাণ যাবে জইল্যা ॥*

মীরা দেববর্মন

২১৮

চাঁদের এত আলো, তবু সে আমারে ডাকি'—
উতলা মাধবী-রাতে মাগিছে এ মোর আঁখি ॥
ফুলের সুরভি আছে, তাহারে ছাড়িয়া যাচে
মনের সুরভি মম, সমীরণ থাকি থাকি ॥
বনের লতার কোলে কতনা বিহগ জানি
গানের লহর তোলে, কহে গো কত না বাণী ;
মোর কথা মোর গানে, শুনিয়া অবাক মানে
আমার কণ্ঠ যাচে মহুয়া বনের পাখি ॥*

কমল ঘোষ

২১৯

আমি প্রিয়া, তুমি প্রিয়।

জীবন বেলার এই পরিচয় এক জনমের নয়, সে তো নয়—জানিও ॥

কত বসন্তে কত না গোধূলি বেলা—

তুমি বাঁশুরিয়া, আমি বেণু হয়ে, খেলেছি অধর খেলা।

কত হেমন্তে বন-জ্যোছনায় ফুল হয়ে ফুটেছিনু মমতায়,

জানিও ॥

তুমি যবে মায়াতীর, আমি পলাতকা ঢেউ হয়ে

বক্ষে ঝাঁপায়ে পড়েছিনু কত মিলন-তিয়াস লয়ে।

তুমি ছায়া-তরু, আমি বল্লরী প্রিয়া,

দুঁহু এক হয়ে ছিনু কতকাল এক মন, এক হিয়া।

প্রেম দিয়ে কত বাসর রচিনু, কত খেলাঘর ভাঙিয়া গড়িনু,

জানিও ॥*

কমল ঘোষ

২২০

চৈতি ফুলের কি বাঁধিস্ রাঙা রাখী!

প্রেম ডোরে মোর হৃদয় পড়েছে বাঁধা,

পড়েছে আঁখির ফাঁদে আঁখি ॥

করবী সাজাস মিছে তোরা মিছে এনে দিস ফুল-তোড়া

আমি ফুল শরে দিয়েছি এ মন

বাসর শয়ানে চুপে ডাকি ॥

ছিল কুঞ্জের ছায় কাক-জ্যোছনায় মিলনের আকুলতা,

ছিল গানে গানে তৃষ্ণা জাগানো মন-ছুঁয়ে বলা কথা।

কিশোর প্রণয় অভিসারে,

তনুর ফাগুন আজ খোঁজে তারে,

কুমকুম টিপ্ কি পরাস মোরে, হিয়া অনুরাগে গেছে ঢাকি ॥*

কমল ঘোষ

২২১

ওগো মোর গীতিময় !
মনে নাই, সে কি মনে নাই,
সেই সাগর বেলায় ঝিনুক খোঁটার ছলে গান গেয়ে পরিচয় ।।
আমি দিনু পূজা প্রথম প্রণয়-ফুলে,
ঝিনুকের মালা খোঁপা হতে দিনু খুলে ;
তুমি কপোল চুমিয়া বলেছিলে, প্রিয়, প্রেমের হবে গো জয় ।।
বনের বিহগী সমবেদনায় মোর ব্যথার অশ্রু নিয়া
দিকে দিকে ফেরে তোমায় খুঁজিয়া, তুমি কোথায় ? তুমি কোথায় ?
সেই বিদায়ের ক্ষণে কাঁদিয়া কহিনু যবে,
দূরে গেলে হায় আমারে কি মনে রবে,
তুমি বলেছিলে এই আঁখির আড়াল মনের আড়াল নয় ।।*

কমল ঘোষ

২২২

তারে চিনি, চিনি ;
আমার বাঁশির সুরে সাড়া দেয়
কার ভীরু কিঙ্কিনী, রিনিঝিনি ।।
মোর মনের চামেলি বনে চাঁদজাগা শুভ ক্ষণে
কার ছায়া পড়ে ঝিলিমিলি জ্যোছনায়
কে সে, প্রেম-তীর্থ-চারিনী তারে চিনি চিনি ।।
ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গম,
আরও কি শুনিতে চাও, কে সে ?
ঘুম ভরা ধরণীতে চাঁদের হাসিটি চুরি ক'রে হাসে
আমার নয়ন পাশে— কে সে, তারে চিনি, চিনি ।।

কমল ঘোষ

২২৩

এ রাঙা গোধূলি হলে অবসান
আমারে ভুলিয়া যেও, ভুলে যেয়ো মোর গান ।।

বিরহ শয়ান পাতি'—
ভাঙা বাসরের দীপশিখা সম
আমি জেগে রব সারা রাতি।
ছলছল মোর ব্যথা-আঁখি-ধারে লুকানো রবে না অভিমান ॥
প্রথম প্রণয়, ভাল-লাগা মন প্রথম দেখার শুভক্ষণে
আমারে যে দিয়ে গেলে সে কথা রবে গো মনে।
ফুল লয়ে ফুল-বনে—
ব্যথার মাধুরী মিশায়ে, হে প্রিয়!
আমি খেলিব গো আনমনে।
এ কথা বুঝিতে দিও শুধু মোরে, এ বিরহ তব প্রেম-অবদান ॥

কমল ঘোষ

২২৪

আসবে না, তা নাই-বা এলে, না চায় যদি মন ;
কেন এমন ক'রে করলে বিফল সকল আয়োজন ॥
কেন তুমি খেলার ছলে, ডাকলে আমায় বন্ধু ব'লে,
কিইবা তাহার ছিল প্রয়োজন ॥
আকাশেতে বাতাসেতে গভীর সুর বাজে,
তারই সুরে মগ্ন ছিলেম নানান কাজের মাঝে।
কেন তোমার গানের সুরে— পরশ ক'রে গেলে মোরে,
কিইবা তাহার ছিল প্রয়োজন ॥*

অলকা উকিল

২২৫

আমি তন্দ্রাজড়িত রিক্ত পবন, তুমি আশায় আত্মভোলা,
আমি অশান্ত প্রলয় ভাঙন, তুমি কি স্বপ্ন-দোলা ?
আমি গহন কালো তিমির রাত্রি শ্রাবণ বেদনা ঢালা,
আমি কণ্টক-পথে অধীর যাত্রী, তুমি কি গন্ধ-মালা ?
গগনে গগনে মেঘ চুম্বনে নাচে আলোর টিকা,
তোমার শান্ত-কালো কাজল-নয়নে জাগে প্রণয় শিখা।

তুমি নব-যৌবন গোপন-দীপ্তি   সকল আঁধার-আলা,
তুমি স্নিগ্ধ-পরশ আবেশ তৃপ্তি,   আমি কি বহ্নিজ্বালা ?

অলকা উকিল

২২৬

স্বপন ঘুমে মগন ছিলেম   গভীর অন্ধকারে,
আমার ক্লান্ত বীণা সুপ্ত ছিল গহন বনের ধারে ॥
বুঝি সুর আমার হারিয়েছিল   কোন্ রাতের আঁধারে।
ধুলা যে হায় জমেছিল   বীণার তারে তারে ॥
আকাশেতে তারায় তারায় বাজে আঁধার বীণা,
রবির আলোর সোনায় সোনায় যায় কি তারে চেনা।
আঘাত আমায় করো বন্ধু   গানের সুরে সুরে।
আমার   ক্লান্ত বীণা বাজাও ওগো   গোপন ব্যথা-ভরে ।*

অলকা উকিল

২২৭

বৃষ্টি পড়ে যে টুপ্-টাপ্, টুপ্-টাপ্,
মা বলে, ঘরে থাক্   ঘরে থাক্ চুপচাপ্।
কাগজের নৌকাগুলো   বলে যে বাইরে চলো   বাইরে চলো,
শাসনের ভয় করেনা   ওর মা'র নেইকো মানা।
জানালার ফাঁকে ফাঁকে   বৃষ্টি কি মাকেও ডাকে ?
মন চায় বাইরে যেতে,   জলে নাও ভাসিয়ে দিতে,
কেমনে যাই বলো না—   মা যে করছে মানা।

অলকা উকিল

২২৮

জেগে আছি একা :   জেগে আছি কারাগারে।
কুয়াশায় ঘেরা নবমীর চাঁদ জাগিছে আকাশ পারে ॥
বাতাসে জাগিছে বাতাবী-ফুলের গন্ধ,
বনে বনে জাগে ঝিল্লী-নূপুর ছন্দ।
জোনাকিরা গাঁথে আলোকের মালা বাহিরে অন্ধকারে ॥

তুমিও কি প্রিয়া রয়েছ জাগিয়া শূন্য শয়নতলে ?
সারা পৃথিবীর বেদনা ঝরিছে তোমার নয়নজলে ?
পরাধীন দেশে প্রেম চির অভিশপ্ত,
মুক্তির পথে কত বাধা, কত রক্ত !
মহামিলনের স্বপ্ন আমার ভেঙে যায় বারে বারে ॥*

মোহিনী চৌধুরী

২২৯

ভেঙেছে হাল, ছিঁড়েছে পাল, চারিদিকে কালো জল।
তবু এ আঁধারে যেতে হবে পারে, ডাকিছে উদয়াচল ॥
শাওন মেঘের ঘন সমারোহে অকূল সাগরে ভেসে যাই দোঁহে,
ব্যাকুলিত মন তরীর মতন করে শুধু টলমল ॥
লহরে লহরে মিলাবো আমরা জন-সমুদ্র মাঝে',
মহামিলনের দেবতা মোদের ডেকেছে রুদ্র সাজে।
চির-বেদনার বিদ্যুৎ শিখা ললাটে মোদের আঁকে জয়টীকা,
খুঁজি না চিহ্ন কোথায় ছিন্ন স্বপনের শতদল ॥*

মোহিনী চৌধুরী

২৩০

ভুলি নাই— ভুলি নাই
নয়নে তোমারে হারায়েছি প্রিয়া, স্বপনে তোমারে পাই ॥
বন-জ্যোছনার ছায়াতে মধু-মালতীর মায়াতে
কে যেন আমায় আজো পিছু ডাকে বারে বারে তাই ফিরে চাই ॥
নভোনীলিমার মণিহার হতে যে-তারাটি গেল ঝরিয়া
তারি আঁখিজল ঝিনুকের বুকে রেখেছে মুকুতা গড়িয়া।
যে ফুল ধুলায় ঝরালে তার সুরভি যে প্রাণে ছড়ালে,
যে বীণা বাজালে তারি সুরে আজো গানের মালাটি গেঁথে যাই ॥*

মোহিনী চৌধুরী

২৩১

প্রিয়া সনে মিলন পিয়াস ঃ
নিদ নাহি রজনীতে, দিবসে বিবশ হিয়া
প্রেমাবেশে নয়ন উদাস ।।
মধুবনে মধুমাসে বঁধু যদি নাহি আসে
বৃথা হবে কুসুম সুবাস, বৃথা হবে মন-অভিলাষ ।।
ঝরে ফুল ঝরোঝরো, বনপাখি ঝুরিবে কুলায় ;
অনুরাগে জর-জর তনুলতা লুটাবে ধুলায় ।
নব ঘন-সমারোহে পরবাসে ছিনু দোঁহে,
নিশি বায়ে মিলিত হুতাশ মিটিত না আঁখির তিয়াস ।

মোহিনী চৌধুরী

২৩২

কেন এ হৃদয় চঞ্চল হোলো ? কে যেন ডাকে বারে বারে !
কেন বলো কেন ?
আমি ফুল দেখেছি, ফুল ফুটতে কখনো দেখিনি ;
আজ মনে হয়
এই শিহরণ, এই বুঝি ফুটছে আমার কলি ।।
কেন এ কণ্ঠে এলো গান ? কেন বলো কেন ?
এ এক মধুর নেশা যেন !
কী যে সুর শুনেছি সুর ভুলতে এখনো পারিনি,
আজ মনে হয়
গান হয়ে মোর তাই বুঝি ফুটছে কথার কলি ।।

মোহিনী চৌধুরী

২৩৩

কি কহিব প্রেম কথা, কহন না যায় রে ।
রহি' রহি' হিয়া কেন পিয়া-পথ চায় রে ।।
প্রিয়া-পদমূলে কেন লুটায়ে পড়িতে চায়
আঁখি-যমুনার জলতরংগ মোর ?

পুড়িয়া মরিবে তবু ধায় বাহু-পাখা মেলে
প্রদীপের পানে প্রাণ-পতংগ মোর ॥
বঁধুর অঙ্গে অঙ্গ মিলাতে কাঁদিছে প্রতিটি অংগ আমার
ললাটের লিখা নাই কি রে বিধি
বঁধুয়ার সুখ-সংগ আমার ?
নয়নে নয়ন রাখি' সাধ হয় জেগে থাকি
সারা নিশি ওরে প্রিয়-বিহংগ মোর ॥

মোহিনী চৌধুরী

২৩৪

নাইয়া রে ! ভাঙা ডিঙা বাইয়া
বন্ধুর দেশে যাইয়া আমার কথাটি কইও
এই অভাগিনীর মাথার-কীরা লইও ॥
এই দেশে ডুবিলো চাঁদ—ঐ দেশে উঠিল রে !
এই দেশে ঝরিল ফুল ঐ দেশে ফুটিল রে !
আমার চাঁদের জন্তে কাঁদি যে অরণ্যে,
খানিক আমার দুখের বোঝা বইও ॥
আমারে ভুলিয়া বন্ধু কোথায় বা লুকাইল ?
পিদীম আমার নিবু-নিবু, মালা যে শুকাইল !
বন্ধুর আছে কত না 'সই', আমার তো নাই কেউ রে !
আমার কাঁদন শুইন্যা কাঁদে ভরা গাঙের ঢেউ রে !
তুমি রে বিগানা বন্ধু মোরে সদয় হইও ॥*

মোহিনী চৌধুরী

২৩৫

মা'র মমতা এ কোন্-দেশী ? বল্ মা শ্যামা এলোকেশী !
তোর চরণ সুধা কেউ পেল কম, কেউ সে প্রসাদ পেল বেশী ॥
রামপ্রসাদের মেয়ে সেজে সাধ ক'রে তার ঘর বাঁধে যে
ডেকে ডেকে পাইনা তারে, মোর সাথে মা'র রেষা-রেষি ॥

তুই কি আমার সৎ-মা শ্যামা ? রামকৃষ্ণের মা-জননী ?
আমায় চোখে জল দিলি হায়, ওদের মুখে ক্ষীর-নবনী।
তোর স্নেহে চাই ভাগ বসাতে, তাই ফিরি তোর সাথে সাথে মা—
বিমুখ হওয়া মা'র কি সাজে হলেও ছেলে মা-বিদ্বেষী ? ॥*

মোহিনী চৌধুরী

২৩৬

আকাশ অনেক দূর, তারও চেয়ে কি
আরও দূর তোমার হৃদয় ?
আঁধারের এত ঘুম, তারও চেয়ে কি
ঘুমিয়ে তোমার মন রয় ?
সাগরের তল আছে শুনেছি বসে বসে ঢেউ তার গুনেছি
তোমার অতল চোখে তারও চেয়ে কি
ঢেউ-এর তুফান শুধু বয় ?
সাত রঙ ঝরে রামধনুতে কত মেঘ নেয় তারে কুড়িয়ে
তোমার ললিত-কম-তনুতে আরও রঙ যায় কি গো ফুরিয়ে ?
পাষাণে হিমেল হাওয়া লেগেছে অনেক তুষারে সব ঢেকেছে,
তোমার ও প্রাণ, বলো— তোমার ও প্রেম বলো—
তারও চেয়ে কি আরও ঢাকা, আরও হিমময় ? ॥

অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

২৩৭

নভে নীল ছায়া নেই মেঘে রঙ-মায়া নেই
তবে বলো কি ছবি আঁকবো,
জোছনার ডালি নেই তারার দীপালি নেই
কোন ঘুম চোখে বলো মাখবো ?
আমার আঙিনা ভ'রে মধু রাতে থরে থরে
ফুটলো না রজনীগন্ধা
আমার এ বেদনায় বইল না কারো হায়
আঁখিজল-অলকনন্দা !

হৃদয়ের সাড়া নেই   ঝরণার ধারা নেই
শিলা হয়ে কত বলো জাগবো—
সব গান সব নীড়—   ভুলে যাওয়া সে পাখির
নাম ধ'রে কত আর ডাকবো !

অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

২৩৮

তোমার হৃদয় সে তো তোমারই—
সে-হৃদয় নিয়ে যদি ভালবেসে থাকো—
তবে তুমি আর ফিরো নাকো !
নিজেকে হারিয়ে ফেলে যদি হয় ক্ষতি
দেবতাকে করে থাকো ভুলের আরতি
তাই হোক, সেই ক্ষতি সেই ভুল নিয়ে,
নিজেকে আড়াল করে রাখো ॥
ভালবেসে তুমি আজ একা—
এ জীবনে আর কারো পাবে না তো দেখা !
তোমার চলার পথ একলা তোমার
সে পথে বেদনা শুধু আসে বারবার,
রিক্ত প্রাণের ছবি রামধনু রঙে—
তোমারই স্বপ্নে তুমি আ াকো ॥

অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

২৩৯

এই পথে আরও কেউ যদি এসে থাকে
তা' বলে কি ভুলবো তোমাকে ?
এ জীবনে প্রেম আসে বারবার
আনমনে তাই খুলে' রাখি দ্বার,
এ হৃদয় তবু আশা নিয়ে তার—
তোমারও যে নাম ধ'রে ডাকে ॥

ঘরে ঘরে পথে পথে যত পরিচয়—
একটি মনের সে তো নয়!
সুধা আর বিষে ভরা কত মন
আমাকে দোলায় জানি অকারণ,
তবুও তো আমাকে এ ফুলবন,
তোমারও গন্ধে ভ'রে রাখে ॥

অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

২৪০

ও আমার মিষ্টি পুতুল তোমায় আমি সবই দিতে পারি,
শুধু, প্রাণটি তোমার দিতে পারিনা,
এই খানেতেই হার যে আমার আর তো কোথাও হারিনা ॥
ও আমার দুষ্টু পুতুল!
কাজল দিলাম তোমার দুটি চোখে,
রঙিন কাপড় পরিয়ে দিয়ে সোনার আঁচল ছড়িয়ে দিয়ে
চোখের জল সরিয়ে দিয়ে ঠোঁটে হাসি ভরিয়ে দিয়ে
তোমায় নিয়ে গেলাম আমি সুদূর কল্পলোকে ॥
ও আমার ছোট্ট পুতুল!
তোমার গলায় দিতাম মতির মালা,
তোমার হাতে দিলাম ফুলের ডালা,
বুকে নিয়ে অনেক আশা দিলাম আমার ভালবাসা,
তোমায় ছাড়ি না,
হায় গো পুতুল! সবই তো দিই
শুধু, প্রাণটি তোমার দিতে পারিনা ॥

অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

২৪১

শেষ গান গেয়ে যাই শেষ বেলাতে
শেষ সুরে শুধু চাই সুর মেলাতে ॥

সন্ধ্যা-তারার সনে   শুধু বসি নির্জনে,
হার-জিত হারা এই শেষ খেলাতে।
কি যে দিতে পারিনি তা মনে রেখো না,
ভুলে যাওয়া দিনটির ছবি এঁকো না
দিয়েছি যে মালাখানি   তাও কিছু নয় জানি,
দূরে ফেলে দিও তারে অবহেলাতে॥

অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

২৪২

ও আমার ছোট্ট পাখি চন্দনা—
একটি শীসে জাগিয়ে গেল, লাগছে তাও মন্দ না।
ছোট্ট চাঁপার-কলি, শোনো—
শোনো তোমায় বলি শোনো
আমার এ মন জাগিয়ে গেল, সে শুধু তার গন্ধ না॥
ছোট্ট দিঘীর কোলে কোলে ছোট্ট শালুক দোদুল দোলে
তারও চলে রাত্রি জেগে দূরে চাঁদের বন্দনা!
ছোট্ট দু'টি কথা ভরা মুখরতা
আমার এ মন মাতিয়ে গেল, সে শুধু তার ছন্দ না॥*

পবিত্র মিত্র

২৪৩

বকুলগন্ধে যদি বাতাস অন্ধ হয়ে তোমার আমার কাছে আসে,
তুমিও জানবে কিছু আমিও বুঝবো কিছু, আভাসে॥
যে কথাটি আজও বলা হ'ল না হ'ল না
সে কথাটি তুমি যেন বোলো না বোলো না,
অনেক তারার মেলা বসবে যখন দূর আকাশে॥
এক মুঠি ঝরা-এই বকুলে অনেক সুরভি মিশে রয়েছে,
অনেক না-বলা কথা আমার এ মন ওগো তোমার মনের কাছে কয়েছে।
এই প্রীতি ভুলে তুমি যেয়ো না যেয়ো না,
পথে যেতে ফিরে ফিরে চেয়ো না চেয়ো না,
তোমার আমার দেখা নয় তো শুধুই মধুমাসে॥

পবিত্র মিত্র

২৪৪

সেদিন বুঝিতে আমি পারিনি
কত যে আমায় তুমি দিয়েছ
জানিতে চেয়েছি বলে ম্লান হেসে তুমি ফিরে গিয়েছ ॥
শুধু নয় আলো-হাসি-বাঁশিতে,
আঁধারেও তুমি কাছে আসিতে,
আমার সকল ব্যথা মুছায়ে, তুমি যে আপন করে নিয়েছ ॥
একে একে কেটে গেছে প্রহর কত
ভাবিনি তো তুমি ফিরে আসবে,
না-ফোটা কুঁড়ির মত আমার বেদনাগুলি
ভোরের ফুলের মত হাসবে !
কি যে চাই জান যদি, বলো না,
এ হৃদয় করে শুধু ছলনা,
আমারেই আমি যে গো বুঝি না
জানি না কো কি যে তুমি পেয়েছো ॥*

পবিত্র মিত্র

২৪৫

আজো তো এলো না সে !
ফাগুনে শ্রাবণে যে ছিল এই মনে
আলোর ছায়া হয়ে ছিল পাশে ॥
ফুরালো যে বেলা, শেষ হল এই খেলা,
কে জানে কি যেন হয়েছে ভুল—
ঝড় এলো বৈশাখী কেন যে মধুমাসে ॥
আলোরে চেয়েছি— হারানু আঁধারে,
কেন যে বাঁধি গো এ মন-বীণারে !
মেঘেরই আড়ালে জ্যোছনা হারালে
দূরে কি যায় ওগো শ্রাবণী চাঁদ
হারায়ে আপনারে সে যেন তবু হাসে ॥*

পবিত্র মিত্র

২৪৬

তুমি ফিরায়ে দিয়েছ ব'লে ফিরে চলে যাই,
এ জীবনে মোর আর কেহ নাই কিছু নাই ॥
এ হৃদয়ে আছে শুধু মরুতৃষা,
আঁধারে হারাই আমি পথের দিশা।
সে পথ খুঁজিতে আমি নিজেরে হারাই ॥
এসেছিল কাছে কোন মধুতিথি,
ছিল কত মায়া, ছিল ওগো প্রীতি।
হারায়ে যে গেল তারে খুঁজিনি,
শেষ হলো কবে সে তো বুঝিনি,
বুঝিতে চাওনি তুমি কি যে আমি চাই ॥*

পবিত্র মিত্র

২৪৭

কেন ডাকো তুমি মোরে
দিশাহীন আমি পথ খুঁজে হারায়ে গিয়েছি আঁধারে ॥
কি যে চেয়েছিনু কি যে পাই নাই
একা একা বসে শুধু ভাবি তাই,
তারি মাঝে শুনি দূর হতে যেন কে বুঝি ডাকে আমারে ॥
হিসাব মিলাতে গিয়ে,
চেয়ে দেখি আজ কে যেন আমার সব কিছু গেছে নিয়ে।
রিক্ত শূন্য এ জীবনে আর
হারাবার কিছু নেই তো আমার,
নেই কিছু আর ফিরে চাহিবার, কাছে গিয়ে বারে বারে ॥ *

পবিত্র মিত্র

২৪৮

এই আঁধারে আমি চলে গেলে
জ্বলবে কি দীপ তোমার ঘরে ?

জল নামে যদি আমার চোখে
ফুটবে কি হাসি ঐ দু'টি অধরে ? ।।
ডেকে সাড়া যদি নাহি পাই,   ক্ষতি নাই তাতে ক্ষতি নাই
সকলি গিয়েছে হায় শূন্য হয়ে   তাই তো আমি যাই দূরে সরে ।।
আমি রইব না ওই মনে কাঁটা হয়ে,
যদি ফাগুন তোমার আসে গন্ধ বয়ে।
যত ব্যথা আমি দিয়ে যাই   জেনো তারও বেশী আমি পাই।
রেখো না আমারে আর মনে তুমি
কথনো যদি গো মনে পড়ে ।।*

পবিত্র মিত্র

২৪৯

আকাশ প্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে
আমার নয়ন দুটি শুধুই তোমারে চাহি'
ব্যথার বাদলে যায় ছেয়ে ।।
বয়ে চলে আঁধিয়ার রাত্রি
আমি চলি দিশাহীন যাত্রী
দূর অজানার পারে আকুল আশার খেয়া বেয়ে ।।
কতকাল আর কতকাল   এই পথ চলা ওগো চলবে,
কত রাত এই হিয়া আকাশ-প্রদীপ হয়ে জ্বলবে।
কোন রাতে মনে কি গো পড়বে,
ব্যথা হয়ে আঁখিজল ঝরবে,
বাতাস আকুল হবে তোমার নিশাসটুকু পেয়ে ।।*

পবিত্র মিত্র

২৫০

মনহংসীরে ভাসাবোনা আর স্বপ্নের পারাবারে,
চাঁদ-কুমুদীর ভাবনা ভোলানো রজনীর অভিসারে।
মধুর কথায় গল্পে হাসিতে
চাবো না তোমায় ধরিয়া রাখিতে,
হৃদয়ের লাগি হবো না ভিখারী প্রণয়ের দরবারে ।।

বেদনা-বীণায় নামহারাদের কান্নার সুর বাজে,
বল গো প্রেয়সী আর কি এখন প্রেমের প্রলাপ সাজে।
রুক্ষ মাটিতে চরণ ফেলিয়া
চলিবে আমার হাতটি ধরিয়া,
জীবনের সুধা আনিবে বহিয়া, দৈন্যের সংসারে ॥*

মধু গুপ্ত

২৫১

আকাশ নতুন নয়, চাঁদও নতুন নয়,
এ পৃথিবী জানি তাও বহু পুরাতন,
তবু, এ পৃথিবী, ওই চাঁদ, এই রাত,—
সাজায় নতুন ছাঁদে মরমিয়া মন ॥
সে মন পেয়েছি আমি তোমায় পেয়ে,
উঠেছি তোমারি সুরে এ গান গেয়ে।
এ হৃদয়, এই সাধ, এই রাত,—
তোমার মনের রূপে সাজাই এখন ॥
এই যে প্রহরগুলি অনেক আশায়
স্বপনে রঙিল হল ভালবাসায়!
তারই মাধবী-মায়া তারায় ফুলে,
রঙে ও আলোকে ওগো উঠেছে দুলে,'
তাই আকাশ-মাটিতে আজ নব সাজ,
মনের মাধুরী নিয়ে এ মায়া লগন।
এ রাত নতুন হয়, এ চাঁদ স্বপন-ময়,
এ পৃথিবী সুন্দর তোমার মতন ॥

মধু গুপ্ত

২৫২

আগের মতোই ফুল সে কি ভালবাসে,
বলো, আজো সে কি তেমনি মধুর হাসে ॥

রোদে মেলে দিয়ে ভোরের ভাবনাগুলি,
বসেছে আজও কি খুসীতে আপনা ভুলি',
ও চোখে এখনো আমার ছবি কি ভাসে ॥
চেয়ে চেয়ে দেখি গোধূলির সরোবরে
আলোর হাঁসেরা রঙ নিয়ে খেলা করে।
সূর্য ঘুমায় চাঁদ জাগে নীল নভে
বীণা নিয়ে সে কি বসে নিশি-উৎসবে
সে সুর বাজে কি, এম্‌নি দিন যায় আসে ॥

মধু গুপ্ত

২৫৩

বিন্দুতে সিন্ধু দেখা হয়নি আমার জানি,
তবু দেখেছিলাম তোমার ও-মুখখানি ॥
কোন অগম-পারে হয়নি আমার যাওয়া,
অরূপ রূপের হয়নি দেখা পাওয়া,
তবু শুনেছিলাম তোমার মুখের বাণী ॥
অবাক করা কোনো কৌতূহলে—
দিশাহারা হইনি আমি মনের মহলে।
জানি গভীর ক্ষণের কোন পাগল হাওয়া
করেনি'ক হয়তো আমায় ধাওয়া,
অশেষ রাগে হয়নি এ গান গাওয়া,
ওগো গেয়েছিলাম শুধু তোমার গান-ই ॥

মধু গুপ্ত

২৫৪

মন যদি যায় হারিয়ে কখনো,
দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ো,
দুখের পৃথিবী হতে কিছুক্ষণ
বন্ধু হে ছুটি নিয়ো ॥

যদি সে সময় কোকিল-কূজনে
খুসী হয়ে উঠি আমরা দুজনে
সে লগনখানি স্বপনের মত হবে জানি রমণীয় ।।
হৃদয় চাঁপার গন্ধে অধীর হয়ে,
মধু-মিলনের সে প্রহরখানি
যায় যেন ধীরে ব'য়ে ।
পরম-যে-পাওয়া নিজেরে হারায়ে,
তারই প্রিয়-সুখ বক্ষে জাগায়ে,
গানের ভ্রমর জীবনের কূলে
তুমি গো গুঞ্জরিয়ো ।।

মধু গুপ্ত

২৫৫

এ মন আমার ওঠে যদি তারায় তারায় হেসে,
জানবো আমি গান গেয়েছি তোমায় ভালবেসে ।।
বৃষ্টি দিনের মিষ্টি নূপুর যদি
উথল করে তোমার হৃদয়-নদী—
ওগো আমার গ্রীষ্ম দিনের নিঃস্ব প্রহর শেষে,
জানবো আমি গান গেয়েছি তোমায় ভালবেসে ।।
শরৎ-আলোয় দেখতে পেলে তোমার মোহন হাসি,
জানবো আমি কে গো বাজায় আমার গানের বাঁশি ।
হেমন্তেরি লজ্জা লয়ে মুখে—
দাঁড়াও যদি স্বপ্ন মায়ায় সুখে,
তোমার খুসীর বসন্তে যায় শীতের বেদন ভেসে' ।
জানবো আমি গান গেয়েছি তোমায় ভালবেসে ।।

মধু গুপ্ত

২৫৬

স্বাধীনতা মুখের কথা নয়,
পেতে যেমন রাখতে তেমন,—
রক্ত বুকের অনেক দিতে হয় ।।

পুণ্যভূমি এই ভারতের কত শত মহান বীরের
জীবন জোড়া ধ্যান-ধারণায়,
এই কথারই মহান পরিচয় ॥
আকাশ মাটি পাহাড় নদী
এই এ দেশের সকল জনপদ,
ধরে বুকে দেশ-মায়ের মোহন-রাঙাপদ
করি' স্মরণ সেই চরণের অর্থ হবে এই জীবনের,
মহান হবো, করবো মোরা
মায়ের পুজায় সকল বাধা জয় ॥

মধু গুপ্ত

২৫৭

মনের রঙে রঙের পরশ লাগলো কি ?
গানের সুরে হৃদয় আমার জাগলো কি ?
কার বাণী আজ মনের মাঝে সঞ্চরে
সে যে, লুকিয়ে আছে গোপনে মোর অন্তরে,
আজি সুরের ছোঁওয়ায় সকল বাধা ভাঙলো কি ?
ক্ষণিক দেখায় চির চেনা হল যে আজ
সেই মনের লাগি মন দিতে মোর
নাই কিছু লাজ।
পথিক ভ্রমর সেই কথাটি বসন্তে
গুনগুনিয়ে ছড়িয়ে দিল দিগন্তে,
দখিন হাওয়ায় সেই বারতা মাতলো কি ?

সুখময় ভট্টাচার্য

২৫৮

অনেক চাওয়ায় পেলাম যাহা—
সেই সুখেরি স্মৃতির মেলা, রেখে যাবো যাবার বেলা ॥
চেয়েও যা পেলাম না রে
বিফল হলাম বারে বারে
সেই বেদনার অশ্রুখানি নেবো সাথে মোর একেলা ॥

কবে কখন জীবন ভ'রে এসেছিল উছল জোয়ার
আসা যাওয়ার ধূলির পথে দিয়ে যাবো চিহ্ন যে তার।
বিলায়ে সুখ আপন হাতে,
দুঃখযা সব রবে সাথে—
নিয়ে যাবো শেষ হলে মোর চাওয়া পাওয়ার এই খেলা।।

সুখময় ভট্টাচার্য

২৫৯

মোদের গানের অঙ্গনে যদি মানুষ না পায় ঠাঁই,
গানের আসর ভেঙে দাও তবে, আমরা সেথায় নাই।।
মরা-মাটি যদি গানের ধারায় না পায় সবুজ প্রাণ,
মোদের গানের সুরে যদি পাখি না গায় নতুন গান,
কবি যদি বলে, আগামী দিনের ভরসা খুঁজে না পাই।
গানের আসর ভেঙে দাও তবে, আমরা সেথায় নাই।।
কিষাণের হালে, নাবিকের পালে, মরু ও সাগর ঘিরে
মোদের গানের রাগিনী যদি না ঝড়ে ও সমীরে ফিরে,
জনতার প্রাণে যদি নাহি আনে সৃষ্টির প্রেরণা-ই,
গানের আসর ভেঙে দাও তবে, আমরা সেথায় নাই।।
নিখিলের প্রাণে শান্তি-মন্ত্র এ গান যদি না তোলে,
বিপ্লবী যদি এ গানে কভু না প্রাণের মমতা ভোলে,
মুক্তি-সেনানী যদি নাহি বলে সবার মুক্তি চাই,—
গানের আসর ভেঙে দাও তবে, আমরা সেথায় নাই।।

পরেশ ধর

২৬০

তুমি পায়ে যখন আলতা পর',
তার চেয়ে ভাল লাগে,
মিছিলেতে যবে তোমার
পায়ে দেখি বাঁধ ভাঙার
কত ছন্দ জাগে।।

তুমি চোখে যখন সুরমা আঁক',
তার চেয়ে ভাল লাগে,
যত নিগ্রহ নিপীড়ণের বিরুদ্ধে
তোমার রক্ত-চোখে
যখন বহ্নি জাগে ।।
তুমি মাথায় যখন খোঁপা বাঁধ'
তার চেয়ে ভাল লাগে,
জনতা শোনে তোমার বজ্রবাণী,
তোমার এলো চুলে যখন বন্যা জাগে ।।

পরেশ ধর

২৬১

ওগো বটবৃক্ষ, সাক্ষী থেকো তুমি।
কত দুঃখে মোরা গ্রাম ছেড়ে যাই— ছাড়ি বাস্তুভূমি ।।
তুমি যেন হেথা আছ যুগ যুগ ধরে',
গাঁয়ের মাটির স্নেহটুকু নিলে আপন করে,
সুখে দুঃখে তুমি থেকো মোদের মরমী ।।
কত শুভ তিথির দিনে, আজও মনে পড়ে
তোমায় দিতাম তেল-সিঁদুর পরম সোহাগ ভরে,
তোমার সাথে মোদের বাঁধন জানে অন্তর্যামী ।।
বিনা দোষে আমরা আজ হলাম গৃহহারা,
শিকড়-ছেঁড়া-গাছের মত যেন মাটি ছাড়া,
গেল মোদের বাস্তুভিটা, গেল চাষের জমি ।।
এমনি করে মোদের জীবন ভেঙে দিল যারা,
যাদের পাপের অনলে আজ হলাম সর্বহারা,—
তারা যেন তোমার শাপে দহে দিবসযামী ।।
পাষাণ-বেদনা লয়ে গ্রাম ছেড়ে যাবো,
জানিনা হায় কবে মোরা সোনার-বাঙলা পাবো,
ফিরবো আবার, শপথ নিলাম, গাঁয়ের মাটি নমি ।।

পরেশ ধর

২৬২

সূর্য ওঠে সূর্য ওঠে আকাশ থরোথরো,
রাঙা আলোর ফলায়-ফলায় আঁধার জরোজরো ।।
কানন বলে এবার আমার ফুল ফোটানোর পালা,
পাখিরে কয় গাঁথো তুমি নতুন গানের মালা,
সে গান শুনে চম্পা নদী বইবে খরোতরো ।।
রাত্রি শেষে যাত্রী যত তন্দ্রা-বাঁধন খোলে,
অগ্রগতির ছন্দে তারা চরণ ভ'রে তোলে ।
এসো প্রাণের বন্যাতে আজ বাধার পাহাড় ভাঙি,
আকাশে রঙ মাটিতে রঙ তারই ছোঁয়ায় রাঙি,
অন্ধকারের মলিন পাতা এবার ঝরো ঝরো ।।

পরেশ ধর

২৬৩

ফুলের মত ফুটলো ভোর,
ভাঙলো মাঝির ঘুমের ঘোর,
যাত্রা শুরু হবে এবার হল যে সময়,
ঝিকিমিকি জল নদী টলমল জোয়ার বয় রে বয় ।।
ঐ হাঁকছে মাঝি চোখে যাদের ঘুম,
ঐ চতুর্দিকে প্রতিধ্বনির ধুম,
আয়, ফেলে দে মনের যত পিছু টানার সতর্ক সংশয় ।।
দৈত্য তুফান এসে যদি ঢেউয়ের পাহাড় গড়ে,
লক্ষ দাঁড়ের আঘাতে সেই পাহাড় ভেঙে পড়ে ।
ঐ হাঁকছে সুদূর ডাকছে নীল গগন,
ঐ হাতছানি দেয় শান্তির স্বপন,
আয়, পালে তোর বাতাস যদি খেলে তবে আবার কিসের ভয় ।।

পরেশ ধর

২৬৪

শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি ।
একটু হাওয়া নাই জল যে আয়না তাই,

ঝিম্ ধরেছে ঝিম্ ধরেছে গাছের পাতা,
পাল গুটিয়ে থম্‌কে গেছে ছোট্ট তরীটি ॥
উড়ছিল ঘুড়ি গাছটি ডিঙিয়ে
বন্ধ বাতাসে পড়ল ঝিমিয়ে,
ক্লান্ত স্বরে ডাকছে দূরে ঘুঘু পাখিটি ॥
দুষ্টু ছেলেটা গরমে ঘামে,
নদীর ঘাটে জলেতে নামে।
জমছে কালো মেঘ, অন্ধকার ঘনায়,
তাই দেখে মাঝি আকাশে তাকায়,
ক্রুদ্ধ ঝড়ে উঠবে নড়ে' স্তব্ধ প্রকৃতি ॥*

পরেশ ধর

২৬৫

হরতাল, আজ হরতাল !
হাজারে হাজারে বাজা-রে সজোরে ঐক্যের তাল ॥
কারখানাতে বন্ধ মেসিন, বন্ধ অফিস ঘর,
ট্রাম চলেনা বাস চলেনা অচল যে শহর,
রিক্ত যারা জাগছে তারা বিক্ষোভে উত্তাল ॥
রক্তশোষক যন্ত্রটা যে হয়েছে বিকল,
শৃঙ্খলিত সিংহ এবার ছিঁড়বে রে শিকল,
মুক্ত হাতে বজ্রাঘাতে দূর ক'রে জঞ্জাল ॥
অগ্নিগিরি বিস্ফোরিবে তাইতো ছাড়ে ধুম্,
ধর্মঘটে আসছে দিনের বিপ্লবী মরশুম,
স্বপ্ন ঝরার মধ্যে আছে স্বপ্ন ফোটার কাল ॥

পরেশ ধর

২৬৬

ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ,
জেগেছে প্রাণ, জেগেছে দেশ, জেগেছে সংগ্রামে দুর্ধর্ষ ॥

এ দেশের একটি হাতে কুসুমের কোমলতা,
এ দেশের অন্য হাতে বজ্রের কঠোরতা,
বন্ধু যারা মুগ্ধ তারা, শত্রুরা বিমর্ষ ।।
এ দেশের অন্ধকারে ফুটেছে আলোর ছটা,
এ দেশের নিদ্রা-শেষে লেগেছে জাগার ঘটা,
রিক্ত যারা জাগছে তারা, জাগছে যে রে হর্ষ ।।

পরেশ ধর



কোন এক গাঁয়ের বধুর কথা
তোমায় শোনাই শোনো
রূপকথা নয় সে নয়
জীবনের মধুমাসের কুসুম ছিঁড়ে গাঁথা মালা
শিশির-ভেজা কাহিনী শোনাই শোন ।
একটুখানি শ্যামল ঘেরা কুটীরে তার স্বপ্ন শত শত
দেখা দিত ধানের শীষের ইশারাতে
দিবাশেষে কিষাণ যখন আসতো ফিরে
ঘি মউ মউ আম-কাঁঠালের পিঁড়িটিতে বসতো তখন
সবখানি মন উজাড় ক'রে দিত তারে কিষাণী
সে কাহিনী শোনাই শোন ।
ঘু ঘু ডাকা ছায়ায় ঢাকা গ্রামখানি কোন মায়া ভরে
শ্রান্ত জনে হাতছানিতে ডাকতো কাছে, আদর ক'রে সোহাগ ভরে
নীল শালুকের দোলন দিয়ে রঙ ফানুসে ভেসে
ঘুমপরী সে ঘুম পাড়াত এসে কখন যাদু ক'রে
ভ্রমরা যেতো গুনগুনিয়ে ফোটা ফুলের পাশে
আকাশে বাতাসে সেথায় ছিলো পাকা ধানের বাসে বাসে
সবার নিমন্ত্রণ ।
সেথানে বারো মাসের তের পাবন, আষাঢ় শ্রাবণ কি বৈশাখে
গাঁয়ের বধুর শাঁখের ডাকে—

লক্ষ্মী এসে ভ'রে দিতো, গোলা সবার ঘরে ঘরে,
হায়রে কখন এলো শমন অনাহারের বেশেতে
সে কাহিনী শোনাই শোন।
ডাকিনী যোগিনী এলো শত নাগিনী এলো পিশাচেরা এলো রে
শত পাকে বাঁধিয়া নাচে তাতা তাধিয়া নাচে রে
কুটিলের মন্ত্রে শোষণের যন্ত্রে গেলো প্রাণ শত প্রাণ গেলো রে
মায়ার কুটীরে নিল রস লুটিয়ে মরুর রসনা এলো রে।
হায় সেই মায়া ঘেরা সন্ধ্যা
ডেকে যেতো কত নিশিগন্ধা
হায় বধূ সুন্দরী কোথায় তোমার সেই মধুর জীবনে মধু সন্ধ্যা
হায় সেই সোনা ভরা প্রান্তর
সোনালী স্বপন ভরা অন্তর
হায় সেই কিষাণের কিষাণীর জীবনের ব্যথার পাষাণ আমি বহি রে
আজও যদি তুমি কোন গাঁয়ে দেখো ভাঙা কুটীরের সারি
জেনো সেইখানে সে গাঁয়েরই বধুর
আশা স্বপনের সমাধি।*

সলিল চৌধুরী

১৩৮

দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক
এই দুনিয়া ঘোরে বন-বন-বন-বন
ছন্দে ছন্দে কত রঙ বদলায়
কখন পিঙ্গল কখন সবুজ কখন বুঝি আর কখন অবুঝ
হৃদয় দিলে যার হৃদয় মেলে হৃদয় যাবে সে কাল পথে ফেলে
গোলক ধাঁধায় ভাই তাই লেগেছে তাক্।।
ওই দুরন্ত নাগর দোলায়
কখন কাঁদায় আর কখন ভোলায়।
কখন সাদা আর কখন কালো কখন মন্দ যে কখন ভালো
জীবন জুয়ায় বীর জিতে গেলে বোকার হদ্দ যদি হেরে গেলে
কপাল মন্দ আজ, তাই চিচিং ফাঁক।।*

সলিল চৌধুরী

২৬৯

ও বউ-কথা-কও বলে পাখি আর ডাকিস না
কি হবে আর কথা বলে   হৃদয়ের দুয়ার খুলে
বোকা বউ থাকা ভালো তাকি জানিস না ।।
মুখরা অপবাদের ভাগী ছিলাম আমি
শ্বাশুড়ী ননদীর সাথে খোঁটা দিতেন স্বামী ।
বলেছিলেম তিলে তিলে   মরার চেয়ে সবাই মিলে
প্রতিবাদের মিছিল কেন করিস না ।।
এদেশের বউ-এর কথা জানেন অন্তর্যামী
শুধু সন্তানের বোঝা, সব বুঝে কিছু না বোঝা
যা কিছু হোক মাথায় আছেন পরম গুরু স্বামী ।
জানো না কি ফল হবে কথা বৌ যদি আজ বলে
সারা দেশের বুকটি জুড়ে, আগুন যাবে জ্বলে,
চুলোয় যাবে অলস আসন   নাকে কাঁদার বিলাস ব্যসন
রসাতলে যাবে শাসন তাকি জানিস না ।।*

সলিল চৌধুরী

২৭০

পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি ।
চেনা-পথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি ।।
নিষেধের পাহারাতে ছিলাম রেখে ঢেকে
সে কখন গেছে ফিরে আমায় ডেকে ডেকে
নয়ন মেলে পাবার আশায় অনেক কেঁদেছি,
এই নয়নেই পাব ব'লে নয়ন মেলেছি ।।
চেনা-শোনা জানার মাঝে কিছুই চিনিনি যে
অচেনায় হারায়ে তায় আবার খুঁজি নিজে ।
সে যে-গান শুনিয়েছিল হয়নি সেদিন শোনা
সে গানের পরশ লেগে হৃদয় হ'ল সোনা
রাগের ঘাটে ঘাটে তারে মিছেই সেধেছি
সুর হারাবো বলেই সেতার সুরে বেঁধেছি ।।*

সলিল চৌধুরী

২৭১

সাত ভাই চম্পা জাগো রে জাগো রে,
ঘুম ঘুম থাকে না ঘুমেরই ঘোরে,
একটি পারুল বোন আমি তোমার
আমি সকাল সাঁঝে শত কাজের মাঝে
তোমায় ডেকে ডেকে সারা। দাও সাড়া গো—সাড়া
ও সাত ভাই চম্পা গো রাজার কুমার
কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া তোমার তলোয়ার
আজো রাজার দেশে ঘোরে ছদ্মবেশে
ডাইনী সর্বনাসী রাক্ষসী মা আমার।
আর রাজবাড়ির সৎরানী মায়ের ঘরে
ফিরে যাবনা যাবনা যাবনা রে
ঘরে ক্ষুধার জ্বালা, পথে যৌবন জ্বালা
রাজার কুমার আর আসে না ঘোড়ায় চড়ে ।।*

সলিল চৌধুরী

২৭২

ধিতাং ধিতাং বোলে কে মাদলে তান তোলে
কার আনন্দ উচ্ছ্বলে আকাশ ভরে জোছনায়।
আয় ছুটে সকলে এই মাটির ধরাতলে
আজ হাসির কলরোলে নূতন জীবন গড়ি আয়।
আয় রে আয় লগন বয়ে যায়—
মেঘ গুর্ গুর্ করে চাঁদের সীমানায়
পারুল বোন ডাকে চম্পা ছুটে আয়
বর্গীরা সব হাঁকে কোমর বেঁধে আয়
আয় রে আয়, আয় রে আয় ।।
ধিনাক্ নাতিন্ তিনা এই বাজা রে প্রাণ-বীণা
আজ সবার মিলন বিনা এমন জীবন বৃথা যায়।
এ দেশ তোমার আমার আর আমরা ভরি খামার
আর, আমরা গড়ি স্বপন দিয়ে সোনার কামনায় ।।*

সলিল চৌধুরী

২৭৩

পথে এবার নামো সাথী পথে হবে পথ চেনা
জনস্রোতে নানান মতে মনোরথের ঠিকানা
হবেই চেনা, হবেই জানা।
অনেক তো দিন গেল বৃথাই এ সংশয়ে
এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হ'য়ে
তোমার আমার সবার স্বপন মেলাই প্রাণের মোহনায়
কিসের মানা ॥
তখন এ গান তোলে তুফান
নবীন প্রাণের প্লাবন আনে দিকে দিকে
কিসের বাধা—বিপদ-বরণ মরণ-হরণ চরণ ফেলে সে যায় হেঁকে।
তখন তো আর শোষণ বাঁধন মানবো না
সবার এ দেশ সবার ছাড়া তো জানবো না
পরোয়া নেই আকাশ বাতাস হবে আশার পরোয়ানা
কিসের মানা ॥*

সলিল চৌধুরী

২৭৪

আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা
আমি কাঁদলাম, বহু হাসলাম
এই জীবন জোয়ারে ভাসলাম
আমি বন্যার কাছে ঘূর্ণির কাছে রাখলাম নিশানা ॥
কখন জানি না সে, সে যে আমার জীবনে এসে
যেন সঘন শ্রাবণে প্লাবনে দু'কূলে ভেসে
শুধু হেসে ভালবেসে ॥
যত যতনে সাজানো স্বপ্ন হ'ল সকলি নিমেষে ভগ্ন
আমি দুর্বার স্রোতে ভাসলাম তরী অজানায় নিশানা ॥

ওগো ঝরা পাতা যদি আবার কখনো ডাকো
সেই শ্যামল হারানো স্বপ্ন মনেতে রাখো
যদি ডাকো, যদি ডাকো—
আমি আবার কাঁদবো হাসবো এই জীবন জোয়ারে ভাসবো
আমি বজ্রের কাছে মৃত্যুর মাঝে রেখে যাবো নিশানা ॥*

সলিল চৌধুরী

২৭৫

আমার কিছু মনের আশা আর কিছু ভালোবাসা
তাই নিয়ে বেঁধেছি আমার বড় সাধের বাসা
তোরা দেখে যা রে, তোরা দেখে যা রে ॥
ঘরে আমার নেই চামেলী বাতায়নের ধারে
'আছে'-র চেয়েও 'নাই' বেশি, ভাঙা ছাদে তবু তো চাঁদ উঁকি মারে।
আমি অনেক ছেঁড়া তালি দিয়ে যা ঢেকেছি দেখেও তোরা দেখিস্ না রে ॥
আমার হয়তো আশা ভালোবাসার ছিল অনেক বাকি
অনেক কিছুই মেলেনি তার, যা মিলেছে তবু তো সে নয় তো ফাঁকি।
যতই হোক্ না ছোট আমার পাওয়া
যা পেয়েছি দেখে তোরা হাসিস্ না রে ॥*

সলিল চৌধুরী

২৭৬

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা—
আজ জেগেছে এই জনতা
তোমার গুলির, তোমার ফাঁসির
তোমার কারাগারের পেষণ শুধবে তারা ওজনে তা
এই জনতা।
তোমার সভায় আমীর যারা
ফাঁসির কাঠে ঝুলবে তারা
তোমার রাজা-মহারাজা করজোড়ে মাগবে বিচার
ঠিক জেনো তা এই জনতা ॥

তারা,　　নতুন প্রাতে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে
তারা,　　ক্ষুদিরামের রক্তবীজে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে
তারা,　　জালিয়ানের রক্তস্নানে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে
তারা,　　ফাঁসির কাঠে জীবন দিয়ে প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে
নিঃস্ব যারা সর্বহারা তোমার বিচারে
সেই　নিপীড়িত জনগণের পায়ের ধারে
ক্ষমা তোমায় চাইতে হবে নামিয়ে মাথা হে বিধাতা
রক্ত দিয়ে শুধতে হবে নামিয়ে মাথা হে বিধাতা
ঠিক জেনো তা　　এই জনতা ॥

সলিল চৌধুরী

২৭৭

চারণ আমি গান বেঁধেছি রুদ্রবীণার ঝংকারে,
প্রলয়-নাচে মাতে ভোলা,—　সেই সুরেরই টঙ্কারে ॥
যে গান শুনে সাগর দোলে,　ঝড়ের গতি মেঘের কোলে,
কালনাগিনীর নৃত্য খোলে,　সেই সুরেরই হুঙ্কারে ॥
সুর শুনেছি অনেক বটে হাল্‌কা রসের প্রেম-গানে,
দেশটাকে আজ ডুবিয়ে দিল　ক্লীবতারই মাঝখানে।
ঝেড়ে ফেল্‌ ঐ প্রেমের ফাঁসি　হাসরে জোরে অট্টহাসি,
আমার সুরে সুর মেলালে　দূর হবে ভয় শঙ্কা রে ॥

সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়

২৭৮

আমার মধুর বাংলা ভাষা !
এপার ওপার দু'পারে তাই একই মোদের ভাষা ॥
এপারে উদাসী বাউল ধরে মধুর তান,
ঐ ভাষাতেই পূবের মাঝির ভাটিয়ালি-গান,
এপার ওপার সেতু গড়ে ঐ　ভাষার ভালবাসা।
আমার মধুর বাংলা ভাষা ॥

হিন্দু-মুসলিম বাংলা দেশের আমরা দু'টি ভাই,
দুঃখ-সুখে 'বেশ'-চেহারায় কোনই প্রভেদ নাই,
ঐ ভাষার টানেই এপার ওপার তাইতো যাওয়া আসা।
একই সাথে করবো পূজা বঙ্গবাণীর চরণ,
একই সাথে ভাষার লাগি করবো মরণ বরণ,
এগিয়ে যাবো দূর ক'রে সব বাধার পাহাড়-নাশা।
আমার মধুর বাংলা ভাষা ।।

সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়

২৭৯

শত বরষে জাতির প্রণাম লহ গো ভগিনী নিবেদিতা।
স্বদেশ-মন্ত্রে চেতনা জাগালে, তাই তুমি চির-বন্দিতা ।।
বিবেকানন্দ-মানসকন্যা! তোমারে লভিয়া এ দেশ ধন্যা,
তুমি যে সাগর পারের কমল, পুণ্য ভারতে বিকশিতা ।।
দীপশিখা সম আপনারে জ্বালি', ভারতী-চরণে নিবেদিলে ডালি।
উড়িছে আজিকে তব জয়ধ্বজা, মহাতপা, তুমি মহাতেজা,
তব আদর্শে বিবেক-মন্ত্রে জাগুক ভারতে জাতীয়তা।

সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়

২৮০

মধুময় মম জীবন করেছে যাদের অমিয় ধারা,
কালের শয়নে শান্ত স্বপনে ঘুমায়ে পড়েছে তারা ।।
যারা মম মালঞ্চে এনেছে ফাগুন, হৃদয়ে জ্বেলেছে বিরহ-আগুন
তারা নাই আজ আমার গগনে, দূর নীলিমায় তারা কটি 'তারা' ।।
থেমে গেছে আজ হৃদয়মঞ্চে সুমধুর কলরব,
অলকনন্দা শুকায়েছে হৃদে, থেমে গেছে উৎসব।
সেদিনের সেই মধুময় স্মৃতি আজিকে দিতেছে বেদনা-প্রীতি,
মম শাওন-ধারায় সিক্ত তারা যে আমার 'আঁখির-তারা' ।।

সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়

২৮১

যেন সার্থক হয় এ জীবন মম মায়ের নাম করিয়া,
যেন প্রতি শ্বাসে-শ্বাসে রসনা আমার 'মা' নাম যায় গো জপিয়া ॥
কত যে করুণা, কত যে দয়া,
'মা' নামেতে তার আছে স্নেহ ছায়া,
একবার ও নাম করিলে রসনা, সকল বিপদ যায় যে কাটিয়া ॥
চিন্ময়ীরূপে, বরাভয় হাতে,
দাঁড়ায়ে জননী কৃপা বিলাইতে,
কে আছ সন্তান, ডাকো ডাকো মাকে, মন প্রাণ দাও সঁপিয়া ॥

সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়

২৮২

রিণিকি ঝিনিকি রিণি কংকন কিনি কিনি
মধুর মধুর শুনি বাজে,
মনে কি না বনে বুঝি ভিতরে বাহিরে খুঁজি
স্বপন কি জাগরন মাঝে।
মাতাল মধুপ-মনে গুন গুন গুঞ্জরণে
কি যে সুর বাজে অনুক্ষণ.
বাণীতে না পড়ে বাঁধা সুরে নাহি যায় সাধা
নিশিদিন দোলে তনুমন।
জোছনার মায়ালোকে চকিতে বা পড়ে চোখে
কভু রূপে অপরূপের সাজে
ধরিলে না ধরা যায় দিশাহারা খুঁজি তায়
মন নাহি লাগে কোন কাজে ॥

পান্নালাল বসু

২৮৩

ভুলে যেতে হয় যেয়ো ভুলে আমি আপন ভোলা
সমুখে আমার সীমাহীন পথ দুয়ার খোলা।

সেদিন রজনী ছিল কিছু বাকী   ঘুমের মাঝারে গেলে তুমি ডাকি'
পথ-চলা-গানে লেগেছিল প্রাণে   দোদুল দোলা।
তারপর হতে ভুলে ভুলে গেছি   করেছি ভুল
ফেলে ফেলে গেছি পথ হ'তে তোলা   পথের ফুল।
পাথেয় যাহার পথের দু'ধারে   ভুল করে সেই ভুলে যেতে পারে
সে জানে আবার ভ'রে যাবে তার   শূন্য ঝোলা॥

পান্নালাল বসু

২৮৪

আমায় তোমার লাগলো ভালো   কি যে এখন করি,
দেবার মতন নেই তো কিছু   সেই ভয়েতে মরি।
দৃষ্টি তোমার সুধায় মাখা   সেই চোখে মোর ছবি আঁকা
তার সাথে মোর কি মিল আছে   কিই বা দেবো ধরি!
লজ্জা আমার অঙ্গ ঘিরে   যেন পরায় বাস
তোমার বাহুর বন্ধনে মোর   ধরা দেবার আশ।
ওগো মধুর হায় গো প্রিয়   আমায় তুমি সাজিয়ে নিও
যেথায় যত শূন্যতা মোর   নিও পূর্ণ করি'॥

পান্নালাল বসু

২৮৫

ঘুম চোখে নেই!
হাজার ভাবনা মনে এসে শুধু ভিড় করে।
শুয়ে শুয়ে মন, কাল কি যে হবে স্থির করে॥
দুঃখে দৈন্যে গ্লানিতে   পাক খেয়ে মরি ঘানিতে,
স্বপ্ন-সৌধে বার বার শুধু চিড়্ ধরে॥
হিসাব খাতায় সারা জীবনের গরমিল।
জীবন-ছন্দ হলো দিনে দিনে সর্পিল।
শূন্য জঠরে থাকবো—   সাজে না ললিত কাব্য,
নীল-দিগন্ত ঢাকা পড়ে যায় পিঞ্জরে॥

তারক ঘোষ

২৮৬

প্রথম-পরশ লাগা লাজ-ভীরু মন,
দোলে হাওয়ায় যেন মাধবী কানন ॥
অজানা খুশী এসে ঘিরেছে কি আবেশে,
সূর্যমুখী পেল সূর্য-কিরণ ॥
এ যেন নতুন কোন ফাগুন এলো।
বকুল পারুল বুঝি খবর পেলো!
মধুর মাধুরী মাখা আকাশে কি ছবি আঁকা!
সে-ছবির রঙ বুঝি পেয়েছে নয়ন ॥

তারক ঘোষ

২৮৭

কালী নামের কালি মেখে কালের ভয় যে ভুলে থাকি।
করে দিয়ে করতালি কালী ব'লে মাকে ডাকি ॥
আসুক শমন, ভয় কি আছে?
কি নেবে আর আমার কাছে?
(আমি) লুটের ভয়ে সবি-যে গো মায়ের পায়ে দিয়ে রাখি ॥
গায়ে কালি, মুখে কালী, মনে যে রয় রক্ষাকালী,
ঘরেতে মোর থাকনা আঁধার, মনের মাঝে হয় দেওয়ালী।
ভোগের শেষে যোগের সাধন,
হাসির পরে করবো কাঁদন,
(ওরে) এ কাঁদন যে চড়তে কোলে, মায়ের সঙ্গে তাই চালাকি ॥

তারক ঘোষ

২৮৮

তন্দ্রা এলো, বল জাগি কেমন করে?
ঘুমের দেশে পরী এসে নিল আপন ক'রে।
খেলার সাথী আশা দিল, "ভুলবো না কো",
প্রিয়া কানে কয়ে দিল, "ছাড়বো না গো",
রাখতে মোরে পারলো না ধরে।
ঘুমের দেশে পরী এসে নিল আপন ক'রে।

ভাবি এখন আমিই কি 'সেই আমি' আছি,
ঘুমের দেশে স্বপন মাঝে ডুবে গেছি।
নতুন-খেলা সাথীরে মোর ভুলিয়ে দিল,
নতুন-প্রিয় প্রিয়ারে মোর ভুলিয়ে দিল,
ভুলবো আমি ভুলবো মোরে।
শুধু ঘুমের দেশের পরী এসে নেবে আপন ক'রে ॥*

দিলীপ সরকার

২৮৯

ওগো তন্দ্রাহারা,
নিশি কি যাপিছ প্রহর গণিয়া,
গণিয়া রাতের তারা ?
কেন গো তোমার বাতায়ন তলে এখনো সন্ধ্যাদীপখানি জলে
শূন্য শয়নে একেলা কি শুধু ঝরিছে নয়নধারা ?
ওগো পলাতকা আকাশের চাঁদ
একটুকু ফিরে চাও,
বিরহী বঁধুরে স্বপনের ছোঁওয়া দাও।
ওগো শুকতারা দেখ না কি চেয়ে সঙ্গিনী তব ধরণীর মেয়ে
উষার আশায় তোমারই মত জাগিছে যে সাথীহারা ॥*

দিলীপ সরকার

২৯০

আজও কি গো, আজও কি ফিরে
মনে পড়ে খেলাঘর আর খেলার সাথীটিরে ?
সেই পুতুলের বিয়ে আর সেই লুকোচুরি নদী-তীরে ?
ডুব-সাঁতার আর চড়ুইভাতি দোল-গাজনে মাতামাতি
শালুক তুলে দিতে আমায়, আমি দিতেম শালিক ধ'রে ?
আজও কি গো মনে পড়ে ?

সেই পুরানো বটের ছায়ায়; গাঁয়ের মাঝির পারের খেয়ায়,
আমার হাসি, তোমার সে গান আজও আছে তাদের ঘিরে'।
আজ পরবাসে আছি আমি পর-ঘরণী যে তুমি,
তবু কে আপন আর কে পর গো, বোঝনি কি আঁখিনীরে?
আজও কি গো মনে পড়ে?*

দিলীপ সরকার

২৯১

কোন দূর বনের পাখি বারে বার মোরে ডাক দেয়,
বলে, ঘর ছেড়ে তুই আয় না ওরে ঘর যে তোর তরে নয়॥
ওই চাঁদ ডুবে যায় গো নীল-সাগরের সীমানায়,
কেন আপনারে তুই বাঁধিস তোর পিঞ্জরের সীমানায়
ভেঙে আয় ছুটে মোর পাশে, ওরে আয় রে খোলা হাওয়ায়॥
ভ্রমরা গুনগুনায় গো সেথা কমলিনী-পাশে
সেথা পাখনা মেলে কত রাঙা-প্রজাপতি আসে,
কত স্বপ্নপরী নামে সেই ফাল্গুন-মধুমেলায়॥*

দিলীপ সরকার

২৯২

তোমার মাঝে পেলাম খুঁজে আমার পরিচয়,
আমার ভুবন তাইতো আজি এমন মধুময়॥
বনের কুহু ডাকলো মম অন্তরে,
মনের ঘুমও ভাঙলো যে কোন মন্তরে,
এই তরুশাখে সেই ডাকে কি জাগলো কিশলয়?
লজ্জা তোমার সাজায় বধূবেশে,
শয্যা মোদের পাতবো নিরুদ্দেশে।
ফুলে ফুলে হয়তো চলে কানাকানি
তোমায় পেয়ে কলঙ্কে আর কি হার মানি?
আজ তোমার সনে গানে গানে করবো ভুবন জয়॥*

দিলীপ সরকার

২৯৩

কাটফাটা রোদে পিচ্ ঢালা পথে
ঝড় বাদলেতে শীতের রাতে
রিক্সা চালাই মোরা রিক্সাওয়ালা ।।
ঠুন-ঠুন-ঠুন ঠুন-ঠুন-ঠুন ঘণ্টি বাজে,
সওয়ারী হাঁকে, 'এই জলদি চালাও'
ওরা বোঝে না যে—
পেটের টানে মোরা পিঠে মানুষ বই
তবু জোটে কই হু'টি বেলা ?
যদি আঁটা মোদের এই পিঠে
ফুটপাতে শুয়ে যে রাত কাটে
মোদের বাসা নাই যে।
সারা জনম মোরা ভাড়া খেটে যাই,
বাঁচাটাও যেন গাড়ি ঠেলা।
এমন ভাবে মোদের জীবন কাটে
গরু-ঘোড়ার মত মানুষ খাটে,
কেউ ভাবে না যে,—
বসে খায় কেউ, কেউ খেটেও শুকায়
এ কি শুধু নিয়তির খেলা ?*

দিলীপ সরকার

২৯৪

কে যায়—

সাথীহারা মরু সাহারায় সর্বনাশা পথের ইসারায়।
সপ্ত ডিঙাব পাল তুলে' সিন্ধু-তুফান হেলায় ভুলে
হুর্গম কান্তার হুস্তর পারাবার পারায়ে
শৈল-শিখর চুড়ে সৈনিক যায়।
মরণ খেলার মাতনে আজ জীবন বাজি রাখবি কে ?
সুখের ঘরের শয্যা ফেলে শূন্য হাতে আসবি কে ?

রাতের আঁধার টুটবে গো　　বাঁধন ছিঁড়ে ছুটবো গো,
আলোর দেশে হাওয়ার দেশে　　নিরুদ্দেশে যাবি আয় ॥*

দিলীপ সরকার

২৯৫

হায় ছলনা—
তুমি ফুলের আড়ালে থাকো কাঁটা হয়ে
তুমি মৃণালে জড়ায়ে থাকো সাপ হয়ে
রূপের ঘোমটা-ঢাকা প্রাণহীনা ললনা!
মরীচিকা তুমি মায়ামৃগ　　আলেয়া শুধু আলো না গো
প্রেমের ফাঁদ পেতে ছুরিকা হানো　　এ কেমন রীতি তব বল না?
তুমি রাজকন্যা হয়ে রাজকুমারের
সাথে খেলা খেল কত অভিসারের
বিষ-কন্যা হয়ে রাতে　　বিষ কি গো ঢাল না?
নিশি রাতে তুমি নিশি ডাকো　　মায়াবিনী চোখে যাদু আঁকো
খেলা ফুরালে দু'পায়ে দলো　　তোমার সাধের খেলনা ॥*

দিলীপ সরকার

২৯৬

রাত যায় যাক্,　　শুধু জেগে থাক
স্বপ্নজড়ানো দুটি আঁখি।
হয় হোক্ ভোর,　থাক্　গন্ধে বিভোর
মোর দেওয়া ফুল-রাখী ॥
সুরের আবেশে কেঁপে ওঠে মন
শিশির শিহরি ওঠে দূর-বন,
ক্ষমা করো মোরে　　যদি ভুল ক'রে
হাতের 'পরে হাত রাখি ॥
কি জানি এখন কত বা প্রহর হবে
শুধু অতন্দ্র চাঁদ জাগে দূর নভে।

থাকো যদি পাশে আরো কিছু'খন
পৃথিবীর তাতে ক্ষতি কি এমন,
শুধু অনুভবে, বিনিময় হবে,
যত কথা থাক বাকী ॥

সুধীন্দ্রনাথ মিত্র

২৯৭

ঝরবেই জানি ঝরবে ফাগুনের এই ফুলদল,
তবু সৌরভে মন ভরবে।
রঙে রাঙা হবে দূরের আকাশ মন্থর হবে ব্যাকুল বাতাস
যে গান ঘুমায়ে রয়েছে মরমে তারে সে মুখর করবে।
তুমি আর আমি কি করি বল তো আকুল প্রাণ
ক্ষণিক দিনের উৎসবে গাই সে কোন্ গান।
ফুলে ফুলে অলি, সারা বনময় সুরে সুরে আজ কোন্ কথা কয়,
কত প্রজাপতি প্রদীপের প্রেমে মধুর মরণে মরবে ॥

সুধীন্দ্রনাথ মিত্র

২৯৮

চাঁদ কত সহজেই দেখে গো তোমায় ফুল কত সহজেই ছুঁয়ে যায় মন
ঝিরি ঝিরি হাওয়া তব কাজল কেশে দোল দিয়ে যায় এসে যখন তখন ॥
সময় তোমায় ছুঁয়ে উঠছে দুলে নির্ঝর ঝরঝর চরণ-মূলে
এতো যার অনুরাগী সেই তুমি আর মোর পানে ফিরে চা'বে, সময় কখন ॥
চাওয়ার বেদনা লয়ে দিন বয়ে যায়
আমার এ প্রেম কাঁদে মরু-সাহারায়।
সুরভি সোহাগে মন উঠছে দুলে কাঁটার বেদনা তবু মালার ফুলে
নিয়তি আমারে লয়ে খেলিছে খেলা প্রেম শুধু দহে মোর রাহুর মতন ॥

সুধীন্দ্রনাথ মিত্র

২৯৯

এই পৃথিবীতে এসে কতই যে হেসেছি,
এ মাটিরে ভালবেসে কত আমি কেঁদেছি,
মলয় জেনেছে আর প্রলয় জেনেছে শুধু সে কথা।

কত মন কত প্রেম কত প্রীতি দিয়েছি,
মায়াভরা ধরণীতে কী যে আমি নিয়েছি,
ফাগুন জেনেছে আর আমারি হৃদয় জানে সে কথা।
হাজার মরণে মরে আবার দিয়েছি ঝাঁপ আগুনে,
ভ্রমরার মত গেছি মহুয়ার বনে মধু ফাগুনে,
প্রদীপের মত পুড়ে' নিজেরে কত যে আমি জ্বেলেছি,
আমার গোপন প্রিয়া হয়তো বা জানে শুধু সে কথা ॥
রেখে যাই গানে গানে, কবিতা, কথায়, তার পরিচয়,
জীবনের ইতিহাসে যদি কভু রয় তাহা মণিময়।
আমার প্রেমের কথা প্রিয়া জানি কইবে না লজ্জায়,
তবুও তা লেখা রবে বসন্তে অশোকের সজ্জায়,
রাতের চামেলি আর প্রভাতের শিউলিরা
চিরদিন কয়ে যাবে সে কথা ॥

ফণীভূষণ ভট্টাচার্য

৩০০

বিদায় নেবার ক্ষণে,—
আমার কবিতা হাতে তুলে দিতে ভুলে যদি যাই প্রিয়,
বুঝোনাকো ভুল, কোরোনাকো অভিমান,
মোর মুখ চাহি শেষ ক্ষমাটুকু দিয়ো ॥
এ জীবনে মোর বেদনার যত গান
তোমারেই চাহি পেয়েছিল তারা প্রাণ,
তোমার কাঁদনে কাঁদিয়া নিশুতি রাতে
গেঁথেছি যে মালা, কণ্ঠে তুলিয়া নিয়ো।
সারাটি জীবন ভুল বুঝে দিলে ব্যথা,
বোঝোনি তো কেন সাগরে ডুবিতে তটিনীর আকুলতা।
অবুঝের মত যদি কোনদিন
ভেঙে দিয়ে থাকি তব মনোবীণ,
আমার নিয়তি সমাধি দেউলে সে অপরাধ ক্ষমিয়ো ॥

ফণীভূষণ ভট্টাচার্য

৩০১

মহুয়া মৌ মন মাতালো, মন যে বাঁধন সয়না।
ফাগুন-ফাগের-ফানুস ফাঁকি, এই আছে এই রয়না ।।
কনক চাঁপা রঙ শাড়ি
যায় চলে যায় কার ঝিয়রি,
চপল চোখে কারে খোঁজে, মনের মানুষ পায় না ।।
এ দুনিয়া মরীচিকা, শুধু মায়ার জাল বোনা,
চৈতি দিনে শাওন রাতে মিছে আশার কাল গোনা।
চাতক কাঁদে জল চেয়ে,
বিফল নিশি যায় বয়ে,
'বৌ কথা কও' ডাকে পাখি, বৌ কথাটি কয় না ।।

ফণীভূষণ ভট্টাচার্য

৩০২

অন্তবিহীন নহে গো অন্ধকার
কঠিন আঘাতে ভাঙিবে বন্ধ-দ্বার ।।
সাধন-সূর্য রাঙায়ে পূর্বাচলে, জীবনে জাগায়ে মুক্তির শতদলে
বিশ্বে বিলাবে অতুল গন্ধভার ।।
প্রলয় ভেরীতে করে গেছে আহ্বান,
হৃদয়ে জেগেছে মানবেরি জয়গান।
সংশয়-ভরে মিথ্যা থেকোনা সরি' বৃথা সংকোচে আপনারে হীন করি',
মিলিত শক্তি ঘুচাবে দ্বন্দ্ব তার ।।*

শ্যামল গুপ্ত

৩০৩

একই বাংলার দুটি নয়নের অশ্রুর দুটি ধারা
কত স্মৃতি নিয়ে কত প্রীতি নিয়ে
আজো বয়ে চলে তারা ।।
এই গঙ্গা, সেই পদ্মা, হাসি কান্নায় দুটি বিন্দুর
আমি ডুবলাম, শুধু ডুবলাম যাকে চাইলাম সে কদ্দুর !

যদি বৃষ্টির মেঘ হয়ে ঝরতাম
ঝাঁপ দিয়ে বুকে তার পড়তাম
দুহাতে জড়িয়ে কাছে টেনে নিয়ে হতাম সোনালী যদি রদ্দুর !
আজ আমি যত ক্লান্ত যদি সে গো জানতো
আমার পিয়াসী মন প্রেমের সুধায় হত শান্ত ;
যদি স্বপ্নের সেতু দিয়ে বাঁধতাম
গান হয়ে প্রাণে তার কাঁদতাম
ভেঙে দিয়ে লজ্জা পেতে' ফুলশয্যা পরাতাম সোহাগের সিন্দুর ।।*

শ্যামল গুপ্ত

৩০৪

হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে
বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে
টেনেছে দু'দিক দিয়ে বুক-ভরা ভালোবাসা
আবার দু'হাত যেন বাড়িয়ে ।
দেখেছি আকাশ নীল সাদা সাদা মেঘ
শিউলি-গন্ধে-দোলা হাতিয়ার আবেগ
পুরোনো দিনের চেনা ঐ বনছায়া পথ
লুকোচুরি খেলা খেলে হারিয়ে ।।
অনেক জমানো কথা সুরের সোহাগ পেয়ে
গান হয়ে মন ছুঁয়ে গেল
কী যেন একটি সুখে অভিমান ব্যথা জ্বালা
আঁখি-জলে সব ধুয়ে গেল ।
আবার দেখেছি ঐ ভেজা ভেজা চোখ
এনেছে ক্লান্তি-ভোলা সোনার আলোক
শুনেছি তোমার ডাকে জীবন ডাকছে যেন
মরণের সীমানাটি ছাড়িয়ে ।।*

শ্যামল গুপ্ত



ও আমার মন যমুনার অঙ্গে অঙ্গে

ভাবতরঙ্গে কতই খেলা

বঁধু কি, তীরে বসেই মধুর হেসে

দেখবে শুধু সারা বেলা ॥

ও রূপের মিথ্যে গরব অমন যদি নীরব থাকে,

ও গুণের কি দাম বলো, লাজেই যদি আগুন ঢাকে,

কবে আর আসবে সময় বাসবে ভালো

ভাসবে ময়ূরপঙ্খী ভেলা।

কী অতো, বিচার করা অবিচারের ভয় ক'রে যে,

কী অতো, হিসাব করা বেহিসাবের ভুল ধ'রে যে।

এখনো, ডুব না দিলে করবে সিনান হায় গো কবে।

গাগরী ভরার বেলা অবহেলায় সাঙ্গ হবে

মনের ওই সোনা যে হয়, আনমনা গো,

দিন গোণাতে, মাটির ঢেলা ॥*

শ্যামল গুপ্ত

৩০৬

হৃদয়ে মোর রক্ত ঝরে,

ব্যথায় দুটি নয়ন ভরে

শিল্পী আমি, আমায় তবু গাইতে হবে গান

পাবার কিছু নেই শুধু মোর দেবার থাকে দান ॥

বসন্ত মোর কেঁদে লুটায় মনের মধুবনে,

না-মেটা সাধ, ভাঙা-আশা, দুখের প্রহর গোনে,

আনন্দে তা ও ভরিয়ে দিতে হবে সবার প্রাণ ॥

যার প্রেমে হয় শ্যামল ধরা

ফুলের বুকে গন্ধ ভরা

সেই ধরণী ধূসর ক'রে ফুল ঝরায়ে দেবে

যে দিল মোর কণ্ঠ সুধা সেই তা' কেড়ে নেবে।

সে দিন আমার রেখে-যাওয়া গানের বাঁশি দেখে
নতুন কোন বাঁশুরিয়ায় নেবে সবাই ডেকে
না-জেনে তার কাছেই জানি শুনবে আমার গান ॥*

শ্যামল গুপ্ত

৩০৭

মনে পড়ে যায় কত স্মৃতি মায়া-ভরা
মধু জোছনায় শুভযামিনী আলো-করা।
অবগুণ্ঠন খালি খুলে' চেয়েছ প্রথম আঁখি তুলে
অধরে কথার কলি সরমে পড়েনি ধরা
মনে পড়ে যায় ॥
তোমায় নতুন নামে জীবনে ডেকে
সিঁথিতে দিলাম আমি সিঁদুর এঁকে।
মন-মঞ্জরী মৃদু হেসে মেলেছে পাপড়ি ভালবেসে
বেজেছে মিলন বাঁশি সোহাগেরি সুর ঝরা···
মনে পড়ে যায়।*

শ্যামল গুপ্ত

৩০৮

এক জনমের, ওগো, ছোট এ জীবনে
ভালবেসে, বধুয়া, তৃষ্ণা মেটেনা,
সবটুকু মন জুড়ে তুমি তো রয়েছ
স্বর্গ পেলাম, কেন, অমৃত মেলে না?
ধরেছ ফাগুনে প্রাণেরি পেয়ালা
রূপেরি জোয়ারে ভেসেছে নিরালা
হৃদয় নিঙারি কত মধু ঢালা
নয়নে নয়নে কত দীপ জ্বালা
বধুয়া···বধুয়া···বধুয়া···।
এই আমি এই তুমি চিরকাল ধরে
গঙ্গা-যমুনা হয়ে কেন যে মেশে না?

তুমি তো এনেছ শ্রাবণের ধারা
পেয়েছি তোমাতে সবুজেরি সাড়া
কি ক'রে হবো গো আমি দিশাহারা
আঁধারে হয়েছ তুমি ধ্রুবতারা ;
বধুয়া···বধুয়া···বধুয়া
বুক ভরা প্রেম নিয়ে তুমি আছ বুকে,
আমারি অপূর্ণতা ভ'রেও ভরে না ॥*

শ্যামল গুপ্ত

৩০৯

আমি চলে গেলে পাষাণের বুকে লিখো না আমার নাম,
বিদায়ের আগে শুধু ওগো এই মিনতি করে গেলাম ॥
সারাটি জীবন চেয়েছি কেবল
কারো নয়নের এক ফোঁটা জল,
একটি দীর্ঘ নিশ্বাস আমার সকল গানের দাম ॥
আমি যে দেখেছি মধু বসন্তে মরা ফুল আছে প'ড়ে,
সবুজ বনের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঘর ভেঙে গেছে ঝড়ে।
আমি যে শুনেছি সুখের বাসরে
দুখের রাগিনী হাহাকার করে,
যে ব্যথা মহান তারি পায়ে আমি জানায়ে গেছি প্রণাম ॥*

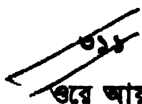
শ্যামল গুপ্ত

৩১০

সামনেও পথ, পিছনেও পথ মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে
তবু, কী করে গেলাম হারিয়ে।
আজ ধ্রুবতারা দেখেও পাই না আলোর ঠিকানা খুঁজে,
অথচ সে দিনও আলোর ভাষাটি সহজে নিয়েছি বুঝে
কত ভোর এসে আমায় জড়িয়ে ধরেছে দু'হাত বাড়িয়ে,
খুশীতে হাসিতে কান্না ভেজানো শিউলির শাখা নাড়িয়ে ॥
চেনা চেনা আজ গানের পাখিরা এখানে আসে না আর,
বাতাসের ডাক পড়ে না এখানে কোন ফুল ফোটাবার।

আমিও চেয়েছি, পুরানো দিনের ভাবনা ছ'পায়ে মাড়িয়ে,
এই বার আমি নিজেকে চিনবো চেনার সীমানা ছাড়িয়ে।
তবু, কী করে গেলাম হারিয়ে ॥*

শ্যামল গুপ্ত



ওরে আয়।
আমাদের ছুটি ছুটি চল নেবো লুটি ঐ আনন্দ ঝর্ণা
সোনা ঝরা খুশি ভরা মিষ্টি আলোর ওড়না।
ঐ সাত রঙা, রামধনু থেকে
প্রজাপতি রঙ মেখে মেখে
ফুলে ফুলে স্বরলিপি লেখে।
ঐ দূরে রাখালী সুরে যেন বাঁশি
পাহাড়ে তুলেছে ঢেউ
নীল সবুজের কোলে দুলে দোদুল দোলে
শিখে তা নে না রে কেউ।
ঐ নীল পাখি মিল খুঁজে ফেরে
গানে গানে তোর প্রাণে যে রে
দু'চোখ আকাশ ভ'রে নে রে ॥

শ্যামল গুপ্ত

৩১২

বাঁশী শুনে আর কাজ নাই সে যে ডাকাতিয়া বাঁশী,
সে যে দিন-দুপুরে চুরি করে রাত্তিরে তো কথা নাই ॥
শ্রবণে বিষ ঢালে শুধু বাঁশী পোড়ায়ে প্রাণ গরলে,
ঘুচাবো তার নষ্টামী আজ সঁপিবো তায় অনলে—
সে যে দিন-দুপুরে চুরি করে রাত্তিরে তো কথা নাই ॥
বাঁশেতে ঘুণ ধরে যদি কেন বাঁশীতে ঘুণ ধরে না,
কত জনায় মরে শুধু পোড়া বাঁশী কেন মরে না—
চোরা দিন-দুপুরে চুরি করে রাত্তিরে তো কথা নাই ॥*

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

৩১৩

গানে মোর—
কোন ইন্দ্রধনু আজ স্বপ্ন ছড়াতে চায়, হৃদয় ভরাতে চায়
প্রাণে মোর ॥
মিতা মোর কাকলি কুহু
সুর শুধু যে ঝরাতে চায়,   আবেশ ছড়াতে চায়—
প্রাণে মোর ॥
মৌমাছিদের গীতালি   পাখায় বাজায় মিতালি
মীড়-দোলানো সুরে আমার কণ্ঠে মালা পড়াতে চায়
গানে মোর ॥
বাতাস হ'লো খেয়ালী   শোনায় কি গান হেঁয়ালী,
কে জানে গো তার বাঁশী আজ কি সুর প্রাণে ধরাতে চায় ॥

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

৩১৪

মোর-অশ্রু সাগর কিনারে রয়েছে বেদনার এই খেয়া
পথ চাওয়া আঁখি তবুও নিমেষহীন,
আজ নেই শুধু সেই সে হারানো দিন ॥
গন্ধের ভারে মন্থর বায়ু অন্তর ছুঁয়ে যায়—
মনে হয় শুধু হায়,
সবকিছু ভুলে তুমি আজ উদাসীন ॥
প্রণয়ের মধু-মৃণাল বাঁধনে আছি যেন তবু বাঁধা,
তব, হৃদয়ের সুরে মোর নাম আজও আছে কি গো সাধা।
স্বপ্নের তীরে অপলক আঁখি কি যেন খুঁজিতে চায়
বুঝিতে পারি না হায়
তাই   চির বেদনায় আমি অনন্ত লীন ॥*

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

৩১৫

পাখি জানে ফুল কেন ফোটে গো   ফুল জানে পাখি কেন গান গায়
রাত জানে চাঁদ কেন ওঠে গো   চাঁদ জানে কার পানে রাত চায় ॥
তাই বুঝি সুর আসে বাঁশীতে   সেই সুরে মন চায় হাসিতে

রবি চায় সাগরে যে মিশিতে সাগর নদীরে তাই কাছে পায় ॥
তবু কেন ওঠে ঝড় হায় হায় গো খেলাঘর মোর ভেঙে ভেঙে যায় গো।
সীমার বাঁধনে আমারে বাঁধতে চাও
সব ব্যথা মোর নীরবে ভুলিতে দাও
ধুলির যা আছে ধুলিতেই থাক পড়ে
ঝরা মালাখানি রেখে গেনু তব পায় ॥*

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

৩১৬

না না না আজ রাতে আর যাত্রা শুনতে যাবো না।
শুনেছি চৌধুরী বাড়িতে না কি বসেছে আসর
এসেছে কলকাতারই নাম করা সেই নট্ট কোম্পানি
'যে পালাটি করবে তারা, তার নামটি তাসের ঘর। বুঝলে নটবর ? ॥
রঙ মেখে আর মুখোশ প'রে, পরি যে পরচুলো,
আমরা যা নই তাই সেজে সবার চোখে যে দিই ধুলো।
ছক-বাঁধা এই জীবন পালা-য় নেই তো অবসর। বুঝলে নটবর ? ॥
এই যাত্রা-ই দেখছি রোজই খোঁজ রাখে কে তারই
(আমার) জীবনটা যে সেই যাত্রা-দলের অধিকারী
আমার মনটা যদি সিরাজ সাজে, ভাগ্য মির্জাফর। বুঝলে নটবর ? ॥

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

৩১৭

নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী আর পৃথিবীর 'পরে ওই নীলাকাশ
তুমি দেখেছ কি ? আকাশ আকাশ শুধু নীল ঘন নীল নীলাকাশ
সেই নীল মুছে দিয়ে আসে রাত, পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়ে ; তুমি দেখেছ কি ?
তুমি রাতের সে নীরবতা দেখেছ কি ? শুনেছ কি রাত্রির কান্না
বাতাসে বাতাসে বাজে, তুমি শুনেছ কি ?
নিবিড় আঁধার নেমে আসে, ছায়া ঘন কালো রাতে কলরব কোলাহল থেমে যায়
নিশীথ প্রহরী জাগে, তুমি দেখেছ কি ?
এই বেদনার ইতিহাস শুনেছ কি ? দেখেছ কি মানুষের অশ্রু
শিশিরে শিশিরে ঝরে, তুমি দেখেছ কি ?

অসীম আকাশ, তারই নীচে চেয়ে দেখ ঘুমায় মানুষ
জাগে শুধু কত ব্যথা হাহাকার
ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট আশা—কে রাখে খবর তার ; তুমি দেখেছ কি ?
আর শুনেছ কি মানুষের কান্না বাতাতে বাতাসে বাজে, তুমি শুনেছ কি ?

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

৩১৮

তীরভাঙ্গা ঢেউ আর নীড়ভাঙ্গা ঝড়
তারই মাঝে প্রেম যেন গড়ে খেলাঘর ।
চাঁদ হাসে তাই বুঝি উল্লাসে ওই রঙের মাধুরী নিয়ে ফুল হাসে ওই,
নিকটের পানে চাহি দূর কাঁদে গো অদেখার বাঁশরীতে সুর জাগে গো,
অন্তরে ধূ ধূ করে শুধু বালুচর ।
এরই মাঝে প্রেম শুধু গড়ে খেলাঘর ।।
তৃষ্ণারে কাছে ডাকে মরুমায়া গো ক্লান্তিরে মুছে দেয় তরুছায়া গো,
চিরদিনই রয় ব্যথা বন্ধনে হায়, হাসি যেন মিশে আছে ক্রন্দনে হায় ।
সৌরভে গৌরবে ধূপ জ্বলে ওই আলো আর আঁধারের খেলা চলে ওই
সব শেষে পল্লবে জাগে মর্মর
তারই মাঝে প্রেম যেন গড়ে খেলাঘর ।।*

*

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

৩১৯

পৃথিবীটা সুন্দর তুমি সুন্দর ব'লে,
ভালবেসে তবে কি এত সুন্দর হ'লে ।
সূর্যমুখী-মন সূর্যকে চেয়েছে, এত ভালবসো বল কে কবে পেয়েছে,
তোমার ও রূপ দেখে মেঘের আড়াল থেকে হিংসায় চাঁদ মরে জ'লে ।।
ময়ূরেরও আছে রূপ তবু তার কেকাধ্বনি বিষ ঢালে কানে,
কুহু এত কালো তবু সুরভরা ভালবাসা আছে তার গানে ।
ভালবেসে যত সুখ সেই তো রূপেরই দাম,
তাই বুঝি প্রজাপতি সুখের আর এক নাম ।
রূপসী চাঁদের আলো তাতে পুড়ে মরা ভালো,
মরণেও ভয় মন ভোলে ।।*

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

৩২০

সারা দিনমান তটিনীর ঢেউ গাহে যে তোমারই জয়,
যে জোয়ার আসে তোমার লীলায় সেও শেষে ভাঁটা হয় ।।
অকূলের খেয়া কূল খুঁজে খুঁজে হাওয়া ভরা পালে চলে,
তোমার প্রকাশ চারিধারে প্রভু আকাশে বাতাসে জলে ।
তবু, তীরে এসে যবে ভরা-তরী ডোবে চেয়ে তুমি দেখো না কো,
ওগো ভগবান, বলো গো তখন কোথায় বা তুমি থাকো ?
পান্থশালায় শাকী সেজে তুমি সুরা বয়ে আনো হাতে,
তোমার লীলায় নাচঘরে প্রভু কত সুরে প্রাণ মাতে ।
যে প্রদীপ জ্বলে অনলে সে তার তোমারই করুণা বহে,
তব আহ্বানে প্রজাপতি হই অনলে নিজেরে দহে ।
তবু, প্রজাপতি যবে মরণে ঘুমায় চেয়ে তুমি দেখো না কো
ওগো ভগবান, বলো গো তখন কোথায় বা তুমি থাকো ? ।।*

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

৩২১

ফুলে গন্ধ নেই এতো ভাবতেও পারি না,
সুরে ছন্দ সেই এতো ভাবতেও পারি না,
তোমায় কাছে টেনে, নিজের জেনে,
পারব না বাঁধতে কোন বন্ধনেই ?
আকাশ ভরা ওই তারা সাক্ষী হয়ে আছে,
ওরাই যে জানে গো কে তুমি আমার কাছে ।
দু'জনে মুখোমুখী কত যে সুখী,
ফুরাবে সব হাসি, ক্রন্দনেই ? ।
নেই যে-পাখির পাখা উড়তে সে কি পারে,
জ্বললে আগুন জলে না তো, নিভালে সে বাড়ে ।
যা বলো মানবো আমি, এত কি জানবো আমি,
আকাশ আছে সূর্য-চন্দ্র নেই ? ।।*

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

৩২২

রবির দেশ ছবির দেশ কবির দেশ বাংলা দেশ
গানের দেশ প্রাণের দেশ ধানের দেশ বাংলা দেশ
উল্লাসে ফুল হাসে, সৌরভের গৌরবের
নেই তো শেষ বাংলা দেশ ॥
মন দেয়ার কোন খেয়ার পাল তুলে হাল খুলে
যাই ভেসে পাই শেষে কি আবেশ বাংলা দেশ।
ধানের দেশ প্রাণের দেশ গানের দেশ বাংলা দেশ।
হাসির দেশ বাঁশির দেশ চাষীর দেশ বাংলা দেশ।
বধুর মুখ মধুর সুখ জাগায় যে লাগায় যে
প্রাণে সুর আনে দূর কাছেই তো আছেই তো
গানেই সে কানেই সে বাজায় বেশ বাংলা দেশ ॥
প্রভাময়ী শোভা অয়ি চারু সাজে কারু কাজে
রূপ ভারে উপহারে লাগায় বেশ বাংলা দেশ ॥*

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

৩২৩

শোন, একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রণি—বাংলা দেশ, আমার বাংলা দেশ ॥
সেই সবুজের বুক-চেরা মেঠো পথে আবার যে ফিরে যাবো,
আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো,
শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে হায় রে এমন সোনার খনি ॥
বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলা দেশ,
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নেই কো শেষ।
'জয় বাংলা' বলতে, মন রে আমার এখনো কেন ভাবো,
আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো
অন্ধকারে পুব আকাশে উঠবে আবার দিনমণি ॥

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

৩২৪

পথে যেতে যেতে দেখিলাম তারে, চলেছে একেলা সে,
বড় চেনা চেনা মনে হল, চেনে কি আমারে, সে ?
ডাকিলাম তারে নদীটির নাম ধ'রে,—"মধুমতী,
হৃদয় কি ভ'রে দেবে কূলে-কূলে, মধুমতী" ?
কহিল না কথা সে।
শুধু মনে হল, অধরে মিলালো হাসিখানি আভাসে ॥
ডাকিলাম তারে রাগিনীর নাম ধ'রে,—"সাহানা" ?
শুনিল না।
সুরভি-জড়ানো নামে ডাকিলাম,—"হাস্নুহানা" ?
সাড়া দিল না।
ডাকিলাম প্রিয়-তারাটির নাম ধ'রে,—"অরুন্ধতী,
দীপ জ্বালাবে কি মরম-আঁধারে, অরুন্ধতী" ?
কহিল না কথা সে।
শুধু মনে হল, দু'নয়নে যেন 'থির-বিজুরী' হাসে ॥

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৩২৫

হঠাৎ ঝড়ের মুখোমুখি দাঁড়ালাম
দু'জনে।
ঘনালো আকাশে অন্ধকার, যাত্রার শুভ খণে ॥
থমথমে মেঘে ঘন কালো ঘিরে ঘোর-ঘটা জমকালো,
ঝলকে বিজলি চমকালো, হাওয়া ছুটে এলো উদ্দাম
প্রলয়ের গরজনে ॥
ঝমঝম ধারা-বর্ষণে, পথরেখা দিল মুছে,
দৃষ্টি হারালো, দিগ্‌-দিশা গেল ঘুচে।
দুর্যোগ দেবে জোর হানা, ঝঞ্ঝা দোলাবে কালো ডানা
সে তো আমাদের ছিল জানা, মোরা, সামনে পা বাড়ালাম
হাতে হাত রেখে সাবধানে একমনে ॥

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৩২৬

মাধবী, তোমার সেদিনের কথা আজিও কি মনে পড়ে ?
হারিয়েছিলাম সেই যে দু'জনে ক্ষণ-প্রহরের তরে ॥
সে এক পাহাড়, অঘ্রাণ রোদে নিরালা সেই দুপুর,
প্রপাতের ধ্বনি প্রতি-ধ্বনি মিলে সে এক ধ্রুপদী সুর,
শালবন-শিরে উত্তর হাওয়া মুখরিত মর্মরে—
কী সুগম্ভীর মন্দ্র-মধুর মৃদঙ্গ-রব করে ॥
নির্ঝর চূড়ায়, নিজেরে মাধবী কত বড় মনে হয়।
ভীরু হৃদয়ের ভীরু সাধগুলি মাথা তোলে নির্ভয়।
তুমি হেসে এক পাথরের 'পরে লিখিলে প্রীতম-নাম,
তারই কোল ঘেঁষে আমিও আমার প্রিয়া-নাম লিখিলাম,
নির্বাক দোঁহে কি পুলকে মোহে মুখোমুখি হাত ধ'রে।
সব কথা বুঝি ফুরায় সেখানে গভীর জলের স্বরে ॥

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৩২৭

একা একা জেগে থাকা সারা রাত ভাল লাগে না !
মেঘে মেঘে ঢেকে রাখা, চতুর্দশীর চাঁদ
আজো বুঝি দেখা যাবে না ? জানি না ॥
কথা ছিল, গানে গানে—
জোছনা জোয়ারে যাব ভেসে চলে সুরের অমরাপানে,
সে কি এ জীবনে হবে না ? জানি না ॥
আপনার মনে সুরগুলি নিয়ে ভাঙা-গড়া খেলা খেলি, একা গুনি !
বেদনার পারাবারে ঢেউ ওঠে-পড়ে,
বসে বসে একা গুনি !
ঘুমে আঁখি পড়ে ঢুলে',
সে কি তন্দ্রা ভাঙায়ে বীণাটি আমার নেবে না কো কোলে তুলে !
শাওন-ধারার রিমঝিম-মীড়ে ঝঙ্কার জাগাবে না ?
জানি না, জানি না ॥

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৩২৮

রাত হ'ল নিঃঝুম বাইরে
চাঁদ ভাবে ঘুম যাই যাই রে
যাক্ না যাক্ না চলে ভাবনা নেই তা বলে
আঁখি-কোণে জ্বলে রোশনাই রে।
গাই রে, গাই রে, গান গাই রে, তালি, তাইরে তাইরে বাজে তাই রে ॥
সারাটি জীবন যারে চাই রে,
শুধু মরীচিকা পিছে পিছে ধাই রে,
সে যদি দাঁড়ায় এসে মালা দেয় ভালবেসে
অধরে অ-ধরা স্বাদ পাই রে।
গাই রে, গাই রে, গান গাই রে, তালি, তাইরে তাইরে বাজে তাই রে ॥
এ পৃথিবী চলা-থেমে-নাই রে।
তারি, ছন্দে ছন্দে পা মেলাই রে।
সময় যেতেছে বয়ে, সে বেদনা বুকে সয়ে
ক্ষণিকের কুসুম কুড়াই রে!
গাই রে, গাই রে, গান গাই রে, তালি, তাইরে তাইরে বাজে তাই রে ॥

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৩২৯

এই তো বেশ, গানের শেষে, সমে এসে থেমে যাওয়া।
ভিজে দুটি আঁখির পানে ভিজে চোখে হেসে চাওয়া ॥
বিবশ নিশা দিশাহারা, ডুবেছে চাঁদ, ডোবে তারা,
প্রহর শেষ, সুরের রেশ, মেখে উদাস ভোরের হাওয়া ॥
(সমে এসে থেমে যাওয়া, এই তো বেশ)
বাঁশিখানি সুরে পুরে, দিলে তুলে আমার হাতে,
গানে গানে, ভরে দিলেম আঁধার রাতি জোছনাতে!
বিভোর প্রেমে আপনহারা মোছো ওগো নয়নধারা,
রবে মনে বিদায়-ক্ষণে, পেয়েছিলাম পরম পাওয়া ॥
(সমে এসে থেমে যাওয়া, এই তো বেশ।)

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৩৩০

তোমার হাসি আমার হাসি সবার হাসি মিলে—

আনন্দে উচ্ছল,

নতুন ভোরে দিনগুলি হোক, সূর্যকরোজ্জ্বল ॥

বাধার প্রাচীর ভেঙে গিয়ে দ্বারে আগল খুলে দিয়ে,

অভয় মনে সবাই মিলে খুশীর কোলাহল ॥

আশাগুলি সফল হয়ে ভ'রে তুলুক প্রাণ !

গানে লাগুক স্বপ্নসফল ভোরবেলাকার তান !

কোটি কুসুম এই বিতানে ফুটে উঠুক আলোক-স্নানে,

সুবাস ছুটুক ভুবন জুড়ে, ভরুক গগন তল ॥

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৩৩১

পুনর্মিলন মেলা

হারিয়ে যাওয়া কিশোর সে কোন, প্রাণেরই মাঝখানে

হঠাৎ জেগে উদাস করে গানে।

কিশোর-দিনের তীর্থভূমির স্মরণ মনে আনে ॥

অমৃত সেই স্বাদের আশে বারেক ফিরে আসি,

বয়স ভুলে হৃদয় খুলে উচ্চরোলে হাসি,

মিলন-মেলা সাজিয়ে খুশী-আনন্দে গান গাই,

ক্ষণেক ফিরে পাই—

যে দিনগুলি হয়েছে লীন দিগন্তে দূর পানে ॥

তোমার কাছেই পেয়েছিলেম জীবন মন্ত্রখানি,—

জ্ঞানের আত্মবোধন-বাণী, তুলনা না জানি !

ভাঙলে মেলা, যাবার বেলা বলবো,—"প্রিয় আসি" ?

কেউ বা দূরে, কেউ বা কাছে কেউ বা পরবাসী,

কেউ বা মান্য, কেউ সামান্য,

কেউ পদাতিক, কেউ বা রথিক,

জীবন মহাঙ্গনে—হাস্যমুখে একাত্ম এক-মনে

কালের চাকা ঘুরিয়ে, যাবো নব-দিনের পানে ॥

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৩৩২

বন্ধ দুয়ার দু'হাতে দু'ধারে খুলে, চলে যাব একদিন ।
হে জীবন, আমি শোধ ক'রে যাব, যা কিছু তোমার ঋণ ॥
চরণে চরণে বিফল বেদনা ব'য়ে,
আহত হৃদয়ে শত শরাঘাত স'য়ে,
দুরাশা আমার হাসে আজো র'য়ে র'য়ে, নয়ন স্বপ্নলীন ॥
দিনগুলি মেঘে মেঘে ছাওয়া মোর, রজনী বিছানো-অমা ।
আমি, -ধরণীর কাছে শিখেছি 'সহন', -জননীর কাছে 'ক্ষমা' ।
কুঁড়িগুলি জানি ফুটবেই রাঙা ভোরে,
পথখানি দেবে রঙে সুরভিতে ভরে,
হাসিটি মাখানো রবে অধরের কোণে,—
কান্নার রেশ পিছনে মিলাবে ক্ষীণ ॥

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৩৩৩

[শ্রীদিলীপকুমার রায়ের একটি প্রবন্ধ পাঠের পর]

পায়ে পায়ে পেরিয়ে এলেম পথ অনেক দূর,
কত নতুন নামে, সাড়া দিলেম বারেবার ।
মা গো, তোমার দেওয়া নামটি আমার সুধা-সুমধুর
আমি ভুলে গিয়েছি, সে নাম মনে নেই আমার ॥
তোমায় ছেড়ে চলে আসার দিনে
মাগো, যে নাম ধ'রে আমায় ডেকেছিলে,
অশীষ-ভরা হাত দু'খানি মাথায় রেখেছিলে,—
আমি ভুলে গিয়েছি, সে নাম মনে নেই আমার ।
নানা নামের ভীড়ে, সে নাম মনে নেই আমার ॥
হেথা কারো আমি নয়ন-নিধি কারো বুকের ধন,
বন্ধু কারো, সঙ্গী কারো, কেউ বলে স্বজন,
কেউ ডাকিলে সোহাগ ভরে—খুশীর কূল হারাই,
আবার কেউ গালি দেয় যে নামে
থাক্, সে ব'লে আর কাজ নাই !

আমার, ঘরে ফেরার দিনে—
মা গো, যে নাম ধ'রে আমায় ডেকে নেবে,
কপোল ছুটি চুমায় ঢেকে কোল বিছায়ে দেবে,
আমি ভুলে গিয়েছি, সে নাম মনে নেই আমার।
নানা নামের ভীড়ে, সে নাম মনে নেই আমার ॥

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৩৩৪

ভোরের বাতাসে এসো ওগো বসি তরুণ শাখার তলে,
ব'সে ব'সে গান শুনি ভৈরবী বন-বিহাগের গলে ॥
দেখ না কেমন শীত পরশন পেয়েছে শিশিরে এ ছু'টি চরণ,
কত শিহরণ জাগে মনে মনে এই নবারুণ-পলে ॥
আকাশের ছবি রাঙা হয়ে ওঠে, পরাণ-পদ্ম হাসে,
যেন নীলিমার কত নীল-আশা পৃথিবীরে ভালবাসে।
সুদূরের পানে মেলে দাও আঁখি, মিলিবে যা ছিল এ জীবনে বাকি,
জুড়াবে জীবন, গান গাবে পাখি রাঙা পলাশের দলে ॥

হিমেন নস্কর

৩৩৫

কত নামী দামী থাকতে কুসুম, জবার ভাগ্য এমন হয়
পেলো, মায়ের চরণ হেসে হেসে, করলো মায়ের চরণ জয় ॥
না হলে মায়ের কৃপা, কবে,
হয়েছে এমন ভাগ্য কোথা ভবে,
ধন্য জবা রাঙা জবা ধন্য হ'লি, নিমেষে তোর সূর্যোদয় ॥
মায়ের রাঙা চরণ তারি তলে, কত চন্দ্র সূর্য কেঁদে ফেরে
কত মুনি ঋষির দিবস-নিশি চিন্তা শুধু চরণ ঘিরে।
ধন্য জীবন জবা রে তোর,
চরণ তলে জীবন ভোর
ও তুই মায়ের ভালবাসায় রাঙা মায়ের কৃপায় না আছে ক্ষয় ॥

হিমেন নস্কর

৩৩৬

ভবের হাটে বসে বসে দেখি কত ভোজবাজি,
মনে মনে হাসবো কত দেখে সে কি কারসাজি ॥
গুদামে যার মাল রয়েছে
ফন্দি ফিকির সেই করেছে,
হাঁকছে যে দাম হাঁকাই মেরে, হতে হবে তাতেই রাজি ॥
মালের বড় টান ধরেছে, যা আছে তাও লুকিয়ে গেছে,
'নেই নেই' রব তুলেছে, ও ভাই অন্ধকারে সবই আছে।
ভবের হাটে হেটো যারা,
ভাবে বসে, একি হল তারা,
'তারা' নামের সুরেলা তার দেয় ছিঁড়ে মা ক'টা পাজি ॥

হিরেন নস্কর

৩৩৭

যদি বলতে না পারো, 'তোমাকেই ভালবাসি'
তবে কাছে থেকে চিরদিন তবু হয়ে রবে পরবাসী ॥
যদি চরণ নূপুর হারায়,
তবে কখনো গানের ধারায়
বাজবে না কোন অজানা জনের মনের বেতস-বাঁশি ॥
যদি আপন মনেতে থাকো,
ভুলে দুয়ার বন্ধ রাখো,
তবে পথ ভোলা দাঁড়াবে না কেউ, বন্ধ দুয়ারে আসি' ॥

শৈলশেখর মিত্র

৩৩৮

শ্যামল মাঠের আলো ছায়ায় শিউলি তুমি জোনাকি,
তোমায় দেখে মেঘের ফাঁকে আকাশ মাখে সোনাকি ? ॥
তোমায় দেখে রাত্রি বেলায় খুশির আবেশ তারার মেলায়,
তোমায় দেখেই গানে আমার সুরের এ জাল বোনা কি ? ॥
গন্ধভারে আঁচল তোমার লুটিয়ে পড়ে প্রান্তরে
তোমাকে কি গান শোনাতেই বনের পাখি গান ধরে ?

উদাস বাতাস তোমায় দেখে   পথ হারানোর পত্র লেখে

তোলে সে তার বাদল দিনের বিরহ কাল গোনা কি ? ॥

শৈলশেখর মিত্র

৩৩৯

প্রেমের আকাশে শুকতারা তুমি লায়লা, মজনু প্রিয়া,

তোমার বিরহে কাঁদে প্রতি মনে   মজনু-চাঁদের হিয়া ॥

লায়লা ! লায়লা ! কাঁদে তব প্রিয়

কি করুণ সুরে শুনেছ তুমিও ;

নিখিল বিরহী-হৃদয় কাঁদিছে   তোমার ব্যথা নিয়া ॥

প্রেম চিনেছিল যদি সে তোমার কোন্ অতীতের কবি

বোঝে নি গো সে কি তোমাদের ব্যথা, এঁকেছ বিরহ-ছবি ?

এ চির-বিরহ তবু লাগে ভালো,

ব্যথার তিমিরে চিরদীপ জ্বালো—

তাই তো তোমায় মনে রাখি,   কত মিলন ভুলিয়া গিয়া ॥

সরিৎ সেন শর্মা

৩৪০

জল দাও প্রাণ যায়, প্রাণ যায় ! জল দাও ।

বৃষ্টি এনে দাও ও মেঘ, বৃষ্টি এনে দাও !

কাঠায় মেপে পাওনা তোমার ধান দেবো—বৃষ্টি এনে দাও ॥

এই যে মাটি আমরা কাটি,

ফলাও ফলাও আটি আটি, তোমার জলের ধান

নইলে পরে কান্নাকাটি   চোখের জলে ডাকবে বুঝি বান

ও মেঘ,   বৃষ্টি এনে দাও ॥

কাঁদবে বুড়ি, কাঁদবে বুড়ো,   কাঁদবে পিসি কাঁদবে খুড়ো

কাঁদবে ছেলে ভাত না পেলে,

ছেলে কোলে মায়ে-ঝিয়ে বৌ যে দেবে প্রাণ

ও মেঘ,   বৃষ্টি এনে দাও ॥

পরনে বাস নেই   বাসেরও ঘর নেই;

ঘরে যে চাল নেই চালে যে খড় নেই,

বুলবুলিরও ধান নেই শূন্য মরাই
ও মেঘ, মরাই বুঝি গতি হ'ল তাই,
তুমি মুখের পানে চাও, বৃষ্টি এনে দাও।
কি দেবো গো জামাই এলে, পড়শী এলে রাখবো কোথায় মান
কাঁদবে সে, আর কাঁধ বেয়ে যার ঘাম ঝরে হায়—
কাঁদবে সে জোয়ান
তুমি মুখের পানে চাও, বৃষ্টি এনে দাও ॥*

সলিৎ সেন শর্মা

৩৪১

ঝিরি-ঝিরি ঝিরি-ঝিরি বর্ষা এলো রে বর্ষা এলো
ধানের শিশু আঁখি মেলো, বর্ষা এলো রে বর্ষা এলো।
বাঁচবে এবার বাঁচবে রে ধান, বাঁচবে রে মান, বাঁচবে রে প্রাণ—
ধানে ধানে ঢেকে যাবে ভরা ভাদরের বান
আসবে আবার সোনার-ই অঘ্রাণ,
কার্তিকেতে ঘরে ঘরে আকাশ-পিদিম জেলো।
আহা, বরষা এলো রে ঐ বরষা এলো!
পৌষলক্ষ্মী আসবে ঘরে বসতে দেবো পিঁড়ে
পড়শী এলে পানের আগে শালিধানের চিঁড়ে।
সোঁদা মাটির গন্ধে আহা, প্রাণ ভ'রে ওঠে
মোরা তুলব রে ধান গোলা ভ'রে ধান তুলব রে
আহা, বরষা এলো রে ॥
সুদ-আসলে চুকে যাবে মহাজনের দেনা
অকালে আর চাষীরা কেউ মরবে না মরবে না।
সোনার সে-ধান জড়িয়ে বুকে ঘুমাবো রে সুখে
মোরা মরব না, মরব না—মরব না।
মোরা কি বলবো, শাড়ি শাঁখা-সিঁদুর, নবান্ন আর, আর কতদূর
থাকবে ছেলে দুধে ভাতে মনও ভরসা পেলো—
আহা বরষা এলো ঐ বরষা এলো ॥*

সলিৎ সেন শর্মা

৩৪২

রানার

রানার ছুটেছে তাই ঝুম ঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে, রানার চলেছে রানার।
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানেনা মানার।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।
রানার! রানার! জানা-অজানার বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই-জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে ;
রানার চলেছে বুঝি ভোর হয় হয়
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
তার জীবনে স্বপ্নের মত পিছে স'রে যায় বন
আরো পথ, আরো পথ—বুঝি হয় লাল ও পূর্ব কোণ।
অবাক রাতের তারারা আকাশে মিট্ মিট্ করে চায় ;
কেমন করে এ রানার সবেগে হরিণের মত যায়!
কত গ্রাম কত পথ যায় সরে সরে
শহরে রানার যাবেই পৌছে ভোরে।
হাতে লণ্ঠন করে ঠন্ ঠন্ জোনাকিরা দেয় আলো
মাভৈঃ রানার! এখনো রাতের কালো।
এমনি করেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে
পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌছে দিয়েছে 'মেলে'।
ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে।
অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।
রানার! রানার! এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে?
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?
ঘরেতে অভাব! পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া,

রাত নির্জন পথে পথে ভয় তবুও রানার ছোটে
দস্যুর ভয় তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।
কত চিঠি লেখে লোকে—
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে
এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোন দিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,
এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।
দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটি মিটি,—
এ-কে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি—
রানার! রানার! কি হবে এ বোঝা ব'য়ে?
কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে?
রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে—আকাশ হয়েছে লাল
আলোর স্পর্শে কেটে যাবে কবে এ দুঃখের কাল?
রানার! গ্রামের রানার! সময় হয়েছে নতুন খবর আনার!
শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর অগ্রগতির 'মেলে',
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি—নেই দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে দুর্দম, হে রানার ॥*

সুকান্ত ভট্টাচার্য

৩৪৩

অনুভব

১৯৪০ ॥ অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি!
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি।
অবাক পৃথিবী! আমরা যে পরাধীন
অবাক, কী দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন;
অবাক পৃথিবী! অবাক করলে আরো—
দেখি এই দেশে অন্ন নেইকো কারো।

অবাক পৃথিবী ! অবাক যে বারবার
দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার ।
হিসেবের খাতা যখনি নিয়েছি হাতে
দেখেছি লিখিত—'রক্ত খরচ' তাতে ;
এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী ! সেলাম, তোমাকে সেলাম ।*

সুকান্ত ভট্টাচার্য

৩৪৪

১৯৪৬।।

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তার দিন-পঞ্জিকা লিখে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ ;
স্বপ্ন-চূড়ার থেকে নেমে এসো সব –
শুনেছ ? শুনছ উদ্দাম কলরব ।।
নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট,
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট ।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত ।
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত ;
তাদেরই দলের পেছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি ।
তাইতো চলেছি দিন-পঞ্জিকা লিখে
বিদ্রোহ আজ ! বিপ্লব চারিদিকে ।।*

সুকান্ত ভট্টাচার্য

৩৪৫

ও কে যায় চলে কথা না বলে দিও না যেতে,
তাহারই তরে আসন ঘরে রেখেছি পেতে ।
কেন সে সুধার পাত্র ফেলে
চলে যেতে চায় অবহেলে
রামধনু রথে বিদায়ের পথে উঠেছে মেতে ।

বঙে বঙে আজ গোধুলি গগন—
নহেকো রঙিন, বিলাপে মগন।
আমি কেঁদে কই যেয়ো না কোথাও,
সে যে হেসে কয় মোবে যেতে দাও।
বাড়ায়ে বাহু বিরহ রাহু চাহিছে পেতে ॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য

৩৪৬

টাকা দিয়াও ঢাকার শহর আব দেখব না সুন্দবী।
হিন্দুস্থান পাকিস্তান হইচে, বইল দূরে ধলেশ্বরী ।।
এইখানেতে দেখবা গঙ্গা কোথায পাইবা বুড়িগঙ্গা,
সদব ঘাটের কামান থানা রইব শুধু মন জুড়ি ।।
বাংলা বাজাব নলগোলা. এই জনম রইল তোলা।
শাঁখাবিবাজাবেব শাঁখাব পাইবা না আর চুড়ি ।।
চকবাজারেব সোনা মিঞা আইব না আর ইলশা নিয়া
'খান ভাইজান' কইবো না আব আইনা আমেব ঝুড়ি ।।
'আইসেন, আইসেন মিঞা' কইয়া ডাকবো না দোকানি ভাইয়া,
এখন শুনবা 'এসুন বসুন' খাইবা পোস্তব চচবী ।।

অবনী সাহা

৩৪৭

গাছ ভাইঙ্গা আইচে ইবার আম আমি কেমনে একা খাই।
দিন গেলো মাস গেলো তবু বন্ধুর দেখা নাই ॥
আমি কেমনে এ আম তুলি মুখে
তার কথা যে বাজে বুকে লো'
কার কাছে বল্ ও সজনী বন্ধুর খবর পাই ॥
দুজনাতে বুইনা ছিলাম কাঁচামিঠের চারা।
হা বে ! সেই-না-বৃক্ষে ধইবাছে ফল
আমি কাইন্দা সারা।
কাসুন্দি মাখিয়া সে যে, খাইতে ভালবাসতো কী যে,
বাসতো ভালো আমের আচার, রাইখ্যা দিলাম তাই ।।

অবনী সাহা

৩৪৮

আমি বাসর ঘরের রজনীগন্ধা ফুল ;
রজনীর শেষে কে আমায় মনে রাখে ?
ঐ সুবাস-হারানো ঝরা পাপড়িতে
আমার বেদনা মরমে লুকায়ে থাকে ॥
আমি মিলন তিথির চেনা নহবৎ সুর,
লগনের শেষে কার বল মনে থাকে ?
তবু স্মৃতি হয়ে জাগি হারানো দিনের মাঝে ;
অলস প্রহর তারি ছবি শুধু আঁকে ॥
আমি বাসর রাতের সোহাগের মালাখানি
বাসি হয়ে গেলে মোর কোন দাম নাই ;
তাই প্রিয়া-কণ্ঠের সোহাগ-পরশ নিয়ে
ভোরের বেলায় নীরবে ঝরিয়া যাই ।
বল গন্ধ-হারানো বাসি ফুল মালিকায়
তিথি হলে শেষ কার আর মনে থাকে ?
তবু আমার বেদনা পরশের স্মৃতি মাঝে
শত অনাদরে চিরদিন বেঁচে থাকে ॥

প্রভাতকুমার গোস্বামী

৩৪৯

আমি যদি হতেম পদ্মকলি, তুমি যদি হতে মধুকর,
পাপড়িগুলি ছড়িয়ে দিতাম দীঘির জলের প'র ।
সারা গায়ে পরাগ রেণু মেখে
শীতের রাতে শিশির ভেজা চোখে,
তোমার তরে কাটতো চেয়ে চেয়ে আমার দীর্ঘ অবসর ॥
রাতের শেষে সোনার কিরণ মেশে
আসতে তুমি আমার পাশে হেসে ।
গন্ধে আমার বাতাস মাতাল হতো,
তোমার গানে জাগতো চরাচর ;
গন্ধে-গানে মধুরাতির মধু জমতো প্রাণের 'পর ॥

প্রভাতকুমার গোস্বামী

৩৫০

রাতের আঁধার মিলাল ধীরে আকাশে নিভলো সকল তারা ;
এলে লজ্জা-রাঙানো ঘোমটা খুলে ছড়িয়ে আলোর ঝরণা-ধারা ।।
ওই সিঁদুর টীপের আলোক-ছটা আনলো নূতন সাড়া,
ওড়নি খানি নীল আকাশের বুকে উড়লো বাঁধন হারা ।।
এলে তুমি, থাকবে না তা জানি,
ও রূপের পরশ রেখে যাবে
তাই নিয়ে জাগবে বসুন্ধরা
মাঝে তার তোমায় খুঁজে পাবে ।
আজ ভোরের পাখীর যত গান, ফুলের সুবাস-ধারা,
মিলিয়ে যাবে তবু জানি মনে হয়নি তাহার সারা ।।

প্রভাতকুমার গোস্বাম

৩৫১

বৈরাগী সুরে বেণু বাজে মনের গহনে সকাল-সাঁঝে ।।
কোন্ উদাসীর এক-তারা আমায় করেছে পাগল পারা,
শতেক কাজের মাঝে ।।
ভৈরবী সুর ক্লান্ত দিনের শেষে বৈরাগী হ'য়ে পূরবীতে মেশে ।
মমতা জড়ানো প্রাণের পিপাসা মিটে যায় সাথে যায় সব আশা ;
শুধু সেই সুর খানি বাজে ।।

প্রভাতকুমার গোস্বামী

৩৫২

খবর না দিয়ে কেন এলে,
যখন রয়েছি একা অন্ধকার মেলে,—
পূর্ণিমা-চাঁদ বলো কি করি এখন,
কোথায় বসতে দেবো তোমার আসন
চারিদিক আগোছলো, বাসি ফুল দিয়েছি যে ফেলে ।।
বইগুলো এলোমেলো, ছিঁড়ে গেছে সেতারের তার,
কি ক'রে আসতে বলি, চারিদিকে ধুলার পাহাড় ।
ফাল্গুনী হাওয়া, বলো কি করি এখন,

কিছুই নেইতো হাতে দেবার মতন,
চারিদিক এলোমেলো, ভাঙা মন, নেবে কি সে পেলে ॥

অরুণ গুপ্ত

৩৫৩

আমি যদি হই পাখি, খাঁচাটাকে দিয়ে ফাঁকি
স্বপ্নের পাখা মেলে উড়ে যাই।
আমি যদি হই নদী, সাগরের টানে দূরে বয়ে যাই ॥
যেখানে শুধুই গান, ফোটে ফুল নিশিদিন,
যেখানে শুধুই আলো, ভালবাসা অমলিন,
আমি যদি হই মেঘ,—হাওয়ার সঙ্গী হয়ে চলে যাই ॥
ওই দূর পাহাড়ের, সবুজের রঙ মাখি,
মৌমাছি হয়ে করি বনে বনে ডাকাডাকি,
আমি যদি হই গান, সব ব্যথা-অপমান ভুলে যাই ॥

অরুণ গুপ্ত

৩৫৪

বিদায় সাগর, বিদায় বন্ধু, এবার দাও বিদায়।
শুধু স্মৃতি থাক, আমিও ছিলাম
সঙ্গী কখনো এই খেলায় ॥
আমিও পেয়েছি তোমার নিবিড় আলিঙ্গন,
দু'চোখে এঁকেছি নীলাঞ্জন,
নীল তরঙ্গে আমিও ভেসেছি, খুশীর হাওয়ায় চপল পায় ॥
বিদায় সাগর, বিদায় বন্ধু, ফুরালো ছুটির অবসর,
শুধু স্মৃতি থাক, আমিও কখনো এই কূলে এসে বেঁধেছি ঘর।
আমিও তুলেছি দুঃখ আশায় অনির্বাণ,
হৃদয়ে ভরেছি তোমার গান,
কখনো রঙ্গ, হাসি-বিভঙ্গ, কখনো বেদনা, মেঘ ছায়ায় ॥

অরুণ গুপ্ত

৩৫৫

মন চায়, একবার কাছে ডাকি,

লজ্জা বলে, ওগো ডেকো না।

আঁখি চায়, সারা'খন শুধু দেখি,

ভয় বলে—না, না, অতো দেখো না ॥

অকারণ এই ভীরু ভয়—এ জীবন করে মধুময়।

হাসি চায়, কিছুক্ষণ ঢেকে রাখি,

কান্না বলে, বেশি রেখো না ॥

তবু নদী ছুটে চলে সাগরে,

ফুলে ফুলে অলি কয়, জাগো রে!

পতঙ্গ তবুও সে ধায় প্রদীপের রাঙানো শিখায়,

মিলন, মিনতি করে বিরহকে

এর মাঝে তুমি আর থেকো না ॥

অনল চট্টোপাধ্যায়

৩৫৬

ক্লান্ত যে আমি জীবন-বীণায় স্থর বেঁধে

ছেঁড়া তার কত জোড়া দিই বলো

স্থর যদি না পাই সেধে ॥

স্থরের আধার তুমি কোথা কত দূরে

আলো নেই, মরি আলেয়ার পিছু ঘুরে

হারানো স্মৃতির বালুচরে ফিরি দিবানিশি কেঁদে কেঁদে ॥

পথ হারিয়েছি হতাশার কুহেলীতে

প্রভাতের আলো নিভেছে আমার বিষাদের গোধূলিতে।

হারানো ফাগুন সোনার-স্বপনে ভরো,

জীবন-তরীর ছেঁড়া পাল তুলে ধরো,

আশার আলোর ঝলকানি দিয়ে দু'নয়ন দাও ধেঁধে ॥*

অনল চট্টোপাধ্যায়

৩৫৭

তোমার সুরে সুর মিলায়ে আমার বীণা বাঁধতে দাও
তোমার দুখের নয়নধারে আমায় অঝোর কাঁদতে দাও ॥
তোমায় পাওয়ার সাধনাতে স্বপ্ন আসুক আঁখিপাতে,
তোমার সুখে সুখী আমি এটুকু শুধু ভাবতে দাও ॥
নদীর জীবন পূর্ণ যেমন সাগর-বেলায় এসে,
আকাশ মাটির মিলন যেমন বাদল ধারায় মেশে।
তোমায় ছাড়া আমার ভুবন হৃদয় ভাঙা ব্যাথায় মগন
তোমার মনের গোপন যে গান, আজকে আমায় সাধতে দাও ॥

অনল চট্টোপাধ্যায়

৩৫৮

তুমি আসবে বলে তাইতো বসে আছি পথের পানে চেয়ে
মেঘের কোলে চাঁদ উঠেছে আকাশ গেছে ছেয়ে।
কে জানে গো কেমন করে পেলেম তোমায় হৃদয় ভ'রে।
তাইতো আমার মনের ভ্রমর উঠলো সে গান গেয়ে ॥
আমি যেন উছল নদী উপল-বাধা টুটে,
আমার খুশীর আলোর ধারায় উঠছি কেমন ফুটে।
ভুলে যাওয়ার ব্যথা কত বুঝবে কে আজ আমার মত,
তুমি এলে হৃদয় কূলে সুখের উজান বেয়ে ॥

অনল চট্টোপাধ্যায়

৩৫৯

আকাশ জুড়ে স্বপ্ন মায়া চাঁদের জোছনায়
অঝোর ঝরে ঝর্ণা তারি মাটির আঙিনায়।
ধানের শিশু চোখ মেলেছে সোনার ক্ষেতেতে.
ঝিলিমিলি উতল হাওয়া ঘুম পাড়ানী গায় ॥
আয় আয় ময়নামতি গাঁ আয় আয় রে,
থৈ-থৈ নাচন দেখে যা, আয় আয় রে,
লাল লাল পলাশ ফুটেছে আয়, আয় রে,
দল দল ভোমরা জুটেছে আয়, আয় রে ॥

অথৈ সুনীল স্বপ্ন মায়া সাগর-সীমানায়—
মনের ময়ূর বাঁধন হারা মেঘের ইশারায়।
কত দিনের রিক্ত-হিয়া আজকে ভরেছে,
কত আশার সুর মিলেছে মনের কবিতায়।
আয়, আয় ময়নামতির গাঁ আয়, আয় রে—
থৈ-থৈ নাচন দেখে যা, আয় আয় রে—
লাল লাল পলাশ ফুটেছে, আয় আয় রে—
দল দল ভোমরা জুটেছে, আয় আয় রে—
আকাশে আর বাতাসে তার কানাকানি শোনা যায়॥*

অনল চট্টোপাধ্যায়

৩৬০

ও বকুল বকুল বকুল গো—মন যে আমার আকুল গো।
তোমার গানে আমার প্রাণে ফোটাও আশার মুকুল গো॥
বকুল বকুল গন্ধে তোমার বন্যা এলো যে
ভাঙা এ প্রাণ সুরের রঙে রাঙিয়ে দিল যে
দখিণ হাওয়া উতল হল, উছল নদীর দু'কূল গো॥
ও বকুল বকুল এমন করে কেন ঝরে যাও
কেন কবির কাব্যে তুমি কল্পনা মাখাও।
বকুল বকুল অমর হল কত কাহিনী
তোমার কথা তাদের মাঝে কই তো পাইনি,
বিলিয়ে দেবার মাঝে তুমি এতই কেন ব্যাকুল গো॥*

অনল চট্টোপাধ্যায়

৩৬১

জীবনের ঘুরপাকে ঘুরছে যারা   ঘূর্ণিপাকেই তারা আত্মহারা
দুঃখে যাদের শুধু হৃদয় ভরা   এদের কথা বলো কে ভাবছে।
এরা অন্ধকারে খোঁজে মনের আলো   মনকে বিলিয়ে দিয়ে বাসছে ভালো
করুণ আঘাতে শুধু ভেঙ্গোনা প'ড়ে   পলকে মোছে তারা অশ্রুধারা॥

যারা বুকের মাঝে রাখে মরুর তৃষা   দুচোখে পায়না তারা পথের দিশা
সুখের আশায় দিন গুনছে তারা।
এরা বদ্ধ ঘরে ব'সে স্বপ্ন দেখে   স্বপ্নে বিভোর হয়ে দুঃখ ঢাকে
হিসাব মেলাতে শেষে পারেনা ব'লে লোকের চোখে এরা ছন্নছাড়া ॥*

সুনীল বরণ

৩৬২

ও তোর কোলের ছেলে যাবে বলে কাঁদিস কেন মা
হাসিমুখে বিদায় দে মা ফিরে ডাকিস না।
মায়ের মত মা হয়েছিস দুঃখ কিসের বল্
ও তোর রক্ত-ধোয়া পায়ের তলে ফুটবে শতদল
জনম হলে মরণ হবে তুই তো জানিস মা ॥
একটি ছেলে যাক না চলে   জয়ের তিলক নিতে
সপ্তকোটি রইল ছেলে   শিকল খুলে দিতে,
রাতের পরে হবে যে ভোর   দুঃখ করিস না ॥

সুনীলবরণ

৩৬৩

নদী চলে যাবেই জানি সাগরের টানে
আমি শুধু একা হবো চেয়ে রবো পথ পানে ॥
আমায় দিল না ডাক   সে ব্যথা হৃদয়ে থাক
ছোট ছোট স্মৃতি হয়ে
সে কথা লিখেছি জীবনের প্রতি গানে ॥
শেষের কবিতা এখন হলো যে শুরু
সময় তবু তো আজ   দুস্তর এক মরু।
কোথাও মেলে না সুখ   হারানো সে এক মুখ
পথে পথে যায় স'রে
সে ছবি ভুলেছি সকরুণ অভিমানে ॥*

সুনীলবরণ

৩৬৪

বন্য বন্য এ অরণ্য ভালো   অন্ধকারে সূর্য সোনা আলো
অন্যমনে জনারণ্যে বন্দী হয়ে থেকে কি হবে, কি পাবে—
নিজেকে হারাবো।
বন্ধ ঘরে ঘুরে ফিরে যাবো না আর হারিয়ে
স্বপ্ন দেখার সঙ্গী হ'তে দিও না হাত বাড়িয়ে
ভয়ের সঙ্গে ভাব করেছি, ভয় দেখিয়ে ডেকো না ॥
অন্ধ লোভে লোকালয়ে থাকো তোমরা জড়িয়ে
শূন্য হৃদয় নিয়ে শুধু ছিন্ন সুখে ভরিয়ে
অনেকটা পথ পার হয়েছি থমকে যাবো ভেবো না ॥*

সুনীলবরণ

৩৬৫

ননদী বিষের কাঁটা   অহরহ দেবে খোঁটা
তা বলে কি পরের ঘর করবে না ?
সারা দিন বঁড়শী হাতে   ধরবে দোষ হাতে-নাতে
তা'বলে কি সুখের স্বর্গ গড়বে না ?
অঙ্গে ছিটিয়ে কালি   চোখে দেবে নোনা বালি
শুনবে না কো কথা বলাবলি
একা দেবে হাতে তালি
তা'বলে কি সিঁথেয় সিঁদুর পরবে না ?
নিন্দে আতস বাজী   জেলে দিয়ে রাতারাতি
করবে কত মাতামাতি
মন্দ হবে মতিগতি
তা'বলে কি বধূর বেশ ধরবে না ?*

সুনীলবরণ

৩৬৬

টাপুর টুপুর সারা দুপুর নূপুর বাজায় কে ?
যেন এক কাজলা মেয়ে
কাজল কাজল মেঘের আঁচল শুধুই ওড়ায় কে ?
যেন এক কাজলা মেয়ে।

যেন তার বাদলা মনে শাপলা ফুলের একটি কলি
ওঠে আজ অকারণে ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চলি
চরণে রিণিক ঝিণিক ঝরণা ঝরায় কে ?
যেন এক কাজলা মেয়ে।
কত অভিমানে মানের পালা সঙ্গে করে যায়
নতুন নতুন ছন্দ কোথা শুধুই ভেবে পায়।
যেন তার মেঘলা দিনে একলা মনের কতই খেলা
ভেবে তাই নিরিবিলি আলো ছায়ায় যায় রে বেলা
মনেতে ক্ষণিক আলোয় আঁধার ভরায় কে ?
যেন এক কাজলা মেয়ে ॥*

সুনীলবরণ

৩৬৭

বলতে পারো কেন এমন হয়
কোন কিছুই হয়না বলা, মনেই শুধু রয়।
কত মধুর স্বপ্ন আঁকি তোমায় ঘিরে ঘিরে
লাজে আবার মুখটি ফেরাই তোমায় পেয়ে ফিরে।
জানি শুধু তোমার সাথে একটু পরিচয় ।।
হারিয়ে যাওয়ার লগ্ন বুঝি এলো।
হিয়ায় খুশীর হাওয়া এলো মেলো।
তাই তো এ মন তোমার ছবি আঁকে অনুক্ষণ,
এ কোন্ রঙে রঙিন হল আমার পলাশ-মন।
দিকে দিকে আজকে শুধু ফাগুন কথা কয় ।।

মণ্টু সরকার

৩৬৮

বলো ওগো বলো,
এমনি করে আর কতকাল কাঁদবো বলো,
অমন করে কেন তবে তাকিয়ে ছিলে
আঁখি করে ছলো ছলো

কেমন করে ভুলি বলো সেদিনের সেই কথা,
বুঝিনি তো সারা জীবন দেবে শুধু ব্যথা।
কোথায় প্রিয় আজকে তুমি আমায় বিনে একা একা চলো
বলো ওগো বলো ॥

মণ্টু সরকার

৩৬৯

আকাশ মাটি যেথায় করে দিবারাতি জল্পনা
সেথায় আমার স্বপ্ন বাসর কল্পনা ॥
বাতাস যেথায় এলোমেলো সবুজ ধানের প্রান্তরে
পিয়াল শাখায় দোয়েল যেথা মিষ্টি সুরে গান ধরে।
ঝিলের ধারে মাছরাঙারা যেথায় এসে ভীড় করে
মেঘের বুকে রবি যেথায় আঁকে আল্পনা
সেথায় আমার স্বপ্ন বাসর কল্পনা ॥
চাইনে আমি গল্পে শোনা তেপান্তরের শুকশারী।
নাই বা হল পক্ষীরাজে ক্ষীরসায়রে দূর পাড়ি।
শ্যামল মাটি তোমায় আমায় যেথায় ডাকে প্রাণভরে
পথ হারানো মাঠের বাঁকে মন হারানো প্রান্তরে।
সেথায় চলো ময়নামতীর পায়ে চলা পথ ধরে
যেথায় বসে কিষাণ বধূ নদীর ধারে আনমনা
সেথায় আমার স্বপ্ন-বাসর কল্পনা ॥*

অরিন্দম বন্দোপাধ্যায়

৩৭০

এখনি ক্লান্ত নয়ন কেন পথ যে অনেক বাকি
হে সাথী, তোমায় ঘুমঘোর হতে তাই বারে বারে ডাকি ॥
পথ যে এখনো অনেক দূর
এ রাত লাগেনা তাই মধুর,
পিয়াল শাখায় এখনো জাগেনি ভোরের পাখি ॥
এখনি তন্দ্রা নয়নে কেন, ঘুমের এ রাত নয়
আঁকা বাঁকা পথ পায়ে চলায় আমাদের পরিচয়।

তোমার আমার চলায় পাওয়ার সুর বাজে
শ্রান্তিহরা গান বাজে হৃদয় মাঝে
সোনালি আভায় রঙিন আকাশ, আশায় থাকি ।।*

অরিন্দম বন্দোপাধ্যায়

৩৭১

আকাশে আজ রঙের খেলা মনে মেঘের মেলা
হারালো সুর হারালো গান ফুরালো যে বেলা
আমার মনে মেঘের মেলা ।।
অনেক ব্যথার অনেক ঝড়ে মনের আকাশ শুধুই ভরে
আসে না দিন বাজে না বীণ নীরব অশ্রু ফেলা ।।
হৃদয়ে আজ বাউল বাতাস উদাস হ'য়ে ফেরে
মেঘের আঁচল কেমন ক'রে স্বপ্নকে তার ঘেরে ।
চলার পথে চরণ থামে অঝোর ধারায় বাদল নামে
কোথা সে দিন ছিল রঙিন মিলন স্বর্গ খেলা ।।*

সুধীন দাশগুপ্ত

৩৭২

চার দেয়ালের মধ্যে নানান দৃশ্যকে
সাজিয়ে নিয়ে দেখি বাহির বিশ্বকে ।
আকাশ ক'রে ছাতটাকে বাড়াই যদি হাতটাকে
মুঠোয় ধরি দিনের সূর্য্য তারার রাতটাকে
বিশ্বরূপের দৃশ্য দেখাই চোখের অবিশ্বাস্যকে ।।
কলম ঘিরে ছায়ার মত সঙ্গিনীরা আসে
কাব্য ক'রে সঙ্গী খুঁজে মেলাই সঙ্গহীনা সর্বহীনা
মৃত্যুহীনার পাশে ।
আমার মনের দরজাতে খিল দিয়ে মন আটকাতে
সঙ্গিনী কেউ আসে নি তো প্রেমের প্রদীপ হাতে
কবে যে তার পড়বে মনে আমার মতো নিঃস্বকে ।।*

সুধীন দাশগুপ্ত



৩৭৩

কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে যেন আমায়
কে ডাকে আয় চলে আয়।
ছায়া নীল সীমানায় ছড়ায় সোনা সূর্য মেঘের গায়
ডাকে আয় আয় রে আয়।।
কোন পাখী তার দুঃসাহসের ডানা মেলে
যায় হারিয়ে অন্ধমনের আঁধার ঠেলে
এই মন সঙ্গী ক'রে আকাশের নীল নগরে
আমিও যাবো রে তারই পাখায়।।
চেনা-অচেনার পারে
ডেকে ডেকে যে আমাকে
নিয়ে যায় অজানায় অভিসারে।
হয়ত ফিরেও দেখবে না এই ফেরারী মন
ঘর ছেড়ে ঐ শূন্যে ওড়া পাখীর মতন
যাবো দেশে বিদেশে যেখানে স্বপ্ন মেশে
সে যদি সামনে এসে দু'হাত বাড়ায়।।

সুধীন দাশগুপ্ত

৩৭৪

তুমি যে আশা নদী
একূলে ওকূলে মনেরই কি ভুলে হারিয়ে গেলে যদি
আমি যে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে রয়েছি নিরবধি।।
এখানে আমাকে একা ফেলে পায়ে পায়ে তুমি চলে গেলে
ফিরে এলে দেখা হবে বলে এলে না সে অবধি।।
তখন হৃদয়-কূলে এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলে ভালবেসে
এখন মনের বেলা শেষে কোথা গেলে দরদী।।
নেচে নেচে তোমার পায়ের নূপুর দুচোখে দেখেছে কি সমুদ্দুর
তুমি তো চেয়ে দেখনি সুদূর এমনই সে জলধি।।

সুধীন দাশগুপ্ত

৩৭৫

হয়তো তোমারই জন্য   হয়েছি প্রেমে যে বন্য
জানিই তুমি অনন্য   আশার হাত বাড়াই।
যদি কখনো একান্তে   চেয়েছি তোমায় জানতে
শুরু হতে শেষ প্রান্তে   ছুটে ছুটে গেছি তাই ॥
আমি যে নিজেই মত্ত   জানি না তোমার শর্ত
যদি বা ঘটে অনর্থ   তবুও তোমায় চাই ॥
আমি যে দুরন্ত   দু'চোখে অনন্ত
ঝড়ের দিগন্ত জুড়ে স্বপ্ন ছড়াই।
তুমি তো বলোনি মন্দ   তবু কেন প্রতিবন্ধ
রেখোনা মনের দ্বন্দ্ব   সব ছেড়ে চলো যাই ॥

সুধীন দাশগুপ্ত

৩৭৬

তোমার দেহের ভঙ্গীমাটি যেন বাঁকা সাপ
পায়ে পায়ে ছড়িয়ে রাখো যৌবনেরই ছাপ ॥
আমি   বেদের মতো সম্মোহিত   আশায় হৃদয় আলোকিত
তোমায় ধরার ইচ্ছাটুকু উঠছে ধাপে ধাপ ॥
তোমার   সন্ধানী চোখ ভরা যে সন্দেহে
জানি না কি আগুন তোমার সর্বনাশী দেহে।
কাছে গেলেই তুমি হও উদ্যত   বোঝোনা প্রেম-বিষ বোঝো কত
তোমার হৃদয় ভরা শুধু শীতের নিরুত্তাপ ॥*

সুধীন দাশগুপ্ত

৩৭৭

ছায়া ছায়া আঁধার যখন   খুঁজে খুঁজে তোমায় তখন
জ্বলে নেভে জোনাকী মন   ভালবাসা আলো আশা
সবই যেন ছায়ার মতন ॥
অন্ধ এ রাত নিঃশব্দেই আসে   সঙ্গী হয়ে দুঃস্বপ্নের পাশে
পার হতে চাই তবু দাঁড়াই
এ হাত বাড়াই কোথায় এখন ॥

হয়তো জীবনেই বন্ধু, পাবো না দেখা তোমার,
জলে জলেই যে মরণ, সে মরণ শুধুই আমার।
নিঃস্ব তারার মতো সন্ধানী চোখে দীর্ঘ প্রতীক্ষার যন্ত্রণালোকে
বন্দী হয়ে এ মন নিয়ে
তোমায় দিয়ে যাবো কখন ॥

সুধীন দাশগুপ্ত

৩৭৮

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি।
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি।
যে মাটির চির-মমতা আমার অঙ্গে মাখা,
যার নদীজলে ফুলে ফলে মোর স্বপ্ন আঁকা,
যে দেশের নীল অম্বরে মন মেলেছে পাখা।
সারাটি জীবন সে মাটির দানে বক্ষ ভরি ॥
মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ কবি।
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি।
মোরা একখানা ভাল ছবির জন্য যুদ্ধ করি।
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি ॥
যে নারীর মধু-প্রেমেতে আমার রক্ত দোলে,
যে শিশুর মায়া-হাসিতে আমার বিশ্ব ভোলে,
যে গৃহকপোত সুখ-স্বর্গের দুয়ার খোলে—
সেই শান্তির শিবির বাঁচাতে শপথ করি।
মোরা একটি ফুলকে বাঁকাবো বলে যুদ্ধ করি ॥

গোবিন্দ হালদার

৩৭৯

এক সাগর এ রক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা,
আমরা তোমাদের ভুলবো না।

দুঃসহ এ বেদনার কণ্টক পথ বেয়ে
শোষণের নাগপাশ ছিঁড়লে যারা,
আমরা তোমাদের ভুলব না ॥
যুগের এ নিষ্ঠুর বন্ধন হ'তে
মুক্তির এ বারতা আনলে যারা,
আমরা তোমাদের ভুলব না ॥
কৃষাণ কৃষাণীর গানে গানে
পদ্মা-মেঘনার কলতানে
বাউলের একতারাতে আনন্দ ঝঙ্কারে
তোমাদের নাম ঝঙ্কৃত হবে।
নতুন স্বদেশ গড়ার পথে
তোমরা চিরদিন দিশারী হবে।
তোমাদের আমরা ভুলব না ॥

গোবিন্দ হালদার

৩৮০

ইছামতীর নদীর ধারে সেই সে কন্যার বাড়ি রে।
তারি লাইগ্যা নায়ে আমার ধরি উজান পাড়ি রে ॥
আসতে যাইতে নদীর ধারা ছলছলাইয়া যায়।
ঝপাক ঝপাক দাঁড়ের বৈঠা পড়ে তাহায় গায় রে।
পাল তুলে দে ওরে মাঝি, চল্ যাই তাড়াতাড়ি ॥
আশমানে ম্যাঘ গুড় গুড় করে উথাল পাথাল বায় রে।
গহীন গাঙে নাও ডুবিলে হবে বিষম দায় রে।
সেই কন্যার লাগি প্রাণ্‌ডা আমার আন্‌চান্ করে ভারি ॥
এক ঘাঁটি পথ গেলে কন্যার গাঁয়ের কাছে যাব।
হিজলতলীর ঘাটে তাহার হয়ত দেখা পাব রে।
সেই রূপবতী কন্যা আমার মন লয়্যাছে কাড়ি রে ॥

গোবিন্দ হালদার

৩৮১

গুরু তোমার চরণ বিনে পার নাহি যে ভবপারে।
অকূল নদীর তুফান দেখে প্রাণ কাঁপে যে বারে বারে ।।
কিছু ত নেই পারের সম্বল, জীবনতরী হয় টলোমল।
হয়ত আমার সব ডুবিবে নিমেষ মাঝে কিনার ধারে ।।
চরণ তরী দাওনা আমায় হও তুমি মোর প্রাণের মাঝি।
গুরু গো আমায় তুমি করবে চালন, হবে সকল কাজের কাজী।
তোমায় বিনা এ মন যেন বিলিয়ে না দিই যারে-তারে ।।
অন্ধ আমি না পাই আলো নয়নে মোর আঁধার কালো,
এবার জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো আপন হাতে শতধারে ।।

গোবিন্দ হালদার

৩৮২

ছল্‌কে পড়ে কল্‌কে ফুলে মধু যে আর রয়না,
চাঁপার বনে গান ধরেছে ভিন্‌দেশী কোন ময়না ।।
পশ্চিমে ঐ সিঁদুর ঢেলে পূবের আকাশ কালো।
হীরে মতি সন্ধ্যাতারার নয়নে নীল আলো,
এমন সময় বাঁশি যে আজ তোমার কথা কয়না ।।
কোন সুদূরে আছো বন্ধু কোথায় পরবাসে
পদ্মকলি নয়ন আমার আব্‌ছা হয়ে আসে।
ফাগুন এলো ঘর ছাড়া ঐ মৌমাছিদের ডাকে
অবুঝ এ মন সবুজ হয়ে তোমার ছবি আঁকে,
এমন দিনে বন্ধু তোমার অ-দেখা আর সয়না ।।*

প্রবোধ ঘোষ

৩৮৩

চেনা জানা অনেক আপনজন সবাই গেছে দূরে
তবু তোমার স্মৃতি আজও জেগে আছে
রিক্ত হৃদয় জুড়ে ।।

তারা এলো ঝোড়ো হাওয়ার মত
আমার প্রাণের তারে আঘাত দিল কত,
তুমি এলে দক্ষিণ হাওয়াতে
ক্লান্ত শীতের নয়ন ঝুরে ঝুরে ॥
কাছে এলেও তুমি আমার, দূরে গেলেও তুমি আমার,
সুখেও তুমি, দুঃখেও তুমি, মিলে মিশে একাকার।
ফিরে এলো দক্ষিণ হাওয়া সেই
এ মন, ব্যাকুল হল তোমার আশাতেই,
এবার এসো কাল বোশেখীতে
মেঘের মতন রৌদ্রের তাপে পুড়ে ॥

প্রবোধ ঘোষ

৩৮৪

হারিয়ে গেল জীবন আমার মাটির পৃথিবীতে
আকাশ যেথায় নেমে আসে ভালবাসা নিতে
আমার দুটি আঁখির নীলে তোমার স্বপন ছড়িয়ে দিলে,
হৃদয় খানি ভরিয়ে দিলে মনের মাধুরীতে ॥
যেখানে ঐ মৌমাছিদের ছন্দ মধুর মেলা
সেখানে আজ দুটি মনের চাওয়া পাওয়ার খেলা।
জানিনা, মন কি আজ পেয়ে স্বপ্নে আকুল, কি গান গেয়ে
উধাও হল কোথায় যেন ব্যাকুল বাঁশরীতে ॥*

প্রবোধ ঘোষ

৩৮৫

রাধার মন গিয়েছে চুরি হয়ে বাঁশরিয়ার বাঁশিতে
ও বাঁশী আদালতের শমন হয়ে বাঁধলো তারে ফাঁশিতে।
রাধা যে ঘরনী বধূ, এ জীবনে তাই,
সোনার পরাণ তার দেবার উপায় নাই,
তাই, লুকাতে চোখের জল, দুঃখ ঢাকে হাসিতে ॥
রাধা বলে, দিলাম তারে আমার গলার রতন হার,
তার বাঁশি আজ ফাঁসি হয়ে কণ্ঠে হল অলংকার।

চাঁদের কলঙ্ক লাগে রাধার সোনার অঙ্গে,

মিলন হয়েছে তার বিরহের সঙ্গে,

মন, বলিস তারে একটি বার—চোখের দেখায় আসিতে ॥*

প্রবোধ ঘোষ

৩৮৬

আমি তো মরেছি সখী, মরণের আগে।

যে আগুনে পুড়ে মরি, তাকেই ভাল লাগে ॥

কি করি, কি করি সখী, কি করি উপায়,

মরি মরি, ও কালোরূপ ভোলাই হল দায়,

পরাণও যে কালি হল তারি কালো দাগে ॥

আগুনে পতঙ্গ তবু পুড়ে যেন বাঁচে

এ-জ্বালা কেমন জ্বালা বলি কার কাছে।

কি জানি, কি জানি সখী, কি জানি কারণ,

মানা করি তবু যে মন মানে না বারণ,

নয়নে ফেরালে তবু স্বপনে জাগে ॥ *

তপেন্দ্র দেব

৩৮৭

যবনিকা পড়ে গেল,

একে একে নিভে গেল আলোর শিখা;

এখন নায়ক কে, কে বা নায়িকা ॥

জীবনের কিছুটা সময়

কখনও স্বপ্ন দেখে হয় মধুময়,

তাই নিয়ে কল্পনা গল্প কবিতা লেখে,

সংলাপে ভরে তোলে কত নাটিকা ॥

জীবনের যবনিকা তবু কতবার

শেষ থেকে শুরু করে জীবন আবার;

প্রেম এক ধার করা হার

যারই কণ্ঠে দোলে তখন সে তার

তবুও তো ভালবাসা কাঁচটিপ পরে ভাবে

এই বুঝি সিঁদুরের জয়টিকা ॥

তপেন্দ্র দেব

৩৮৮

বয়স আমার ষোল তখন হঠাৎ মনে হলো।
আমি একটি যেন নদী বয়ে চলছি নিরবধি
তাতে হঠাৎ জোয়ার এলো! আমার বয়স এখন ষোল!
মনে এলো কিশোর বেলা।
সেই মল বাজিয়ে ফুল ছিটিয়ে লুটিয়ে হাসার খেলা
এখন পাহাড় থেকে নেমে আমার সে বেগ এলো থেমে
আমার চপলতা চঞ্চলতা গভীর কী সুর পেলো?
এখন বয়স সবে ষোলো!
এখন সাগর আমায় ডাকে—আমি চিনতে পারি তাকে—
কখন সেই বিশালের দূর অতলের স্বাদটি হৃদয় পেল
পেয়ে হঠাৎ জোয়ার এলো
এখন বয়স সবে ষোল ॥

কবিতা সিংহ

৩৮৯

এখন বয়স আমার ঠিক সতেরো, জানো?
আমার লাগছে এত ভালো
যেন সম্ভাবনায় থরো থরো আনন্দেতে ভরো ভরো—
বন্ধ কুঁড়ি, হঠাৎ দেখি আলো!
আমার ভিতর থেকে উঠছে নতুন গানও!
আমি উঠেছি আজ জন্মদিনের ভোরে—
দেখছি কেমন সূর্য ওঠে আকাশকে লাল করে
ঐ পূষণ আমার সব কালোকে ভরিয়ে দেবেন তাঁর আলোকে
হৃদয় জুড়ে উঠবে খুশীর বানও
তোমরা মানো বা নাই মানো!
আমি যাবই যাবো জানতে অচেনা কে
আমি ফুল ফোটাবো রিক্ত যত শাখে
আমি আমার গানে ভরিয়ে দেবো কান্না-ব্যাকুল প্রাণও
তোমরা মানো বা নাই মানো ॥

কবিতা সিংহ

৩৯০

আঠারো বছর কী যে সুন্দর !
যেন দূর নীলে   সাগর সলিলে   একটি জাহাজ ছাড়ে বন্দর—
কী যে সুন্দর, কী যে সুন্দর !
ভেসে চলে যায়   পিছে ফেলে হায়   কত গিরিদরী মরু কন্দর—
আঠারো বছর কী যে সুন্দর !
এমন বয়সে কে বা ঘরে থাকে ?
অবাক পৃথিবী বাহু মেলে ডাকে—
এ বয়স ছেঁড়ে নিষেধের রশি পিছে পড়ে-থাকা বাধা-বন্ধর
এ বয়স জানো কান্নায় লোনা,
এ বয়স জলে যেন খাঁটি সোনা,
এ বয়স হাসি-অশ্রুতে বোনা একটি শিল্প ভালো-মন্দর—
আঠারো বছর কী যে সুন্দর ।।

কবিতা সিংহ

৩৯১

এই শহর তলির এক অন্ধগলির—
কোন কৃষ্ণকলির শোনো গল্প বলি !

যার সকাল হারায়
যত ঘরের কাজে
যার দুপুর গড়ায়
ছেঁড়া রিপুর কাজে
রাঙা বিকেল বেলায়
তবু আলসে ধ'রে
শোনে চুপ্‌টি করে
সারা হৃদয় ভরে
দিন শেষের ফেরা
পাখিদের কাকলি ।
সেই কৃষ্ণকলির
শোনো গল্প বলি ।।

সারা দিনের ব্যথা
ভরা দুখের পাতা
তবু উল্‌টে সে যায়
যত রাত্রি ঘনায়
একা স্বপ্ন বোনায়
কত আশার কথা
বুকে পাপড়ি ফোটায়
রাঙা পরম কথা,
সেই স্বপ্ন দেখে
যায় দুঃখ ভুলি ।
সেই কৃষ্ণকলির
শোনো গল্প বলি ।।

কবিতা সিংহ

৩৯২

সুখের পাখি খুশির পাখি উড়িয়ে দিলেও, ফুরোয় না
উষ্ণ নীড়ের ভালবাসা ছড়িয়ে দিলেও জুড়োয় না।
পাখির পালক রঙিন পালক হঠাৎ খুশির সোনার আলোক
হলুদ দুপুর রোদের নূপুর বৃষ্টি ধারায় টাপুর টুপুর
রঙীন ফুলে মনের ভুলে ভ্রমর-ওড়া ফুরোয় না।
দেহের বীণা ক্লান্তিহীনা যে সুর বাজায়, ফুরোয় না!
হৃদয় ভরা খুশীর ধারা আকুল করা বাঁধন হারা
পূর্ণমাসীর চাঁদের হাসি ঝরিয়ে দিলেও ফুরোয় না!
উষ্ণ নীড়ের ভালবাসা ছড়িয়ে দিলেও ফুরোয় না।

কবিতা সিংহ

৩৯৩

কলকাতা!
আমার কলকাতা!
তুমি আমার সকল খেলার সাথী ছিলে ছোটবেলার
তুমি আমার কিশোর দিনের প্রথম লেখা নীল খাতা!
কলকাতা!
তুমি আমার কাণাগলির টবে ফোটা প্রথম কলির
ঘুম ভাঙানো সোনার কাঠি চিল্‌তে রোদের রূপকথা!
কলকাতা!
এই শহরের জন-অরণ্যে হারিয়েছি দিশা অচিন কন্যে
যত খুলে ফেলি তত ঘিরে ধরে জটিলতা!
কলকাতা!
মানুষ মানুষ মিছিল মিছিল কখনো কলহ কখনো বা মিল
প্রাণের বন্যা শিরায় শিরায়, রক্তে তরুণ উচ্ছলতা!
কলকাতা!

কবিতা সিংহ

৩৯৪

মাটিতে জন্ম নিলাম মাটি তাই রক্তে মিশেছে
এ মাটির গান গেয়ে ভাই, জীবন কেটেছে ॥
আকাশের অঝোর ধারে, বনানীর শ্যামল ভারে,
অরুণের সোনার রঙে, আমার মাটি আজ সেজেছে ॥
এ মাটি ছিনিয়ে নিতে—কতবার ঝড় এসেছে।
এ মাটি ভাসিয়ে দিতে—কতবার বান ডেকেছে।
কত যে বুকের পাঁজর আড়াল ক'রে রুখলো সে ঝড়,
কত যে শোনিত ঢেলে ঊষর মাটি প্রাণ পেয়েছে ॥*

প্রবীর মজুমদার



ও তোতা পাখি রে—
শিকল কেটে উড়িয়ে দেবো মা-কে যদি এনে দাও।
আমার মা-কে যদি এনে দাও।
ঘুমিয়েছিলাম মায়ের কোলে—কখন যে মা গেল চলে,
সবাই বলে,—'ঐ আকাশে লুকিয়ে আছে, খুঁজে নাও' ॥
কেউ বলে, 'মা ভোরের বেলায় চাঁপার বনে ফুলের মেলায়
ফুল কুড়িয়ে কখন যেন ঠাকুরঘরে আসে,'
ভোরের আলো ফোটার আগে জেগে কত খুঁজি মা-কে
চাঁপাতলায় ঠাকুর ঘরে বাড়ির আশে পাশে।
আমাকে মা ভুলেই গেছে পাইনা তাকে আর কোথাও ॥
কেউ বলে, "রোজ নিশুত রাতে তারার দেশের আঙিনাতে
মা দেখা দেয় চুপি চুপি আলোছায়ার মাঝে।"
রোজই ভাবি জেগে থাকি মা-কি আমায় দেবে ফাঁকি ?
কখন যে ঘুম জড়িয়ে আসে, বুঝতে পারি না যে।
পাখি, তুমি লক্ষী, আমায় মায়ের কাছে নিয়ে যাও ॥*

প্রবীর মজুমদার

৩৯৬

বলতে পারিস মা, ? পূজোর ছুটির পরেই কেন পরীক্ষাটা আসে ?
আমোদ ভরা দিনগুলো সব চোখের জলে ভাসে ?

মা গো মা, একটুখানি অদল বদল ক'রে দে না মা,
আনন্দটাই থাকে যেন সারা ছুটির মাসে ॥
সপ্তমী অষ্টমী আর নবমী পার হলে—বিসর্জনের বাজনা যখন বাজে
বিজয়ারই আলিঙ্গনের মাঝে,
হঠাৎ যখন চোখ পড়ে ঐ পড়ার বইয়ের তাকে
বুকটা কেন ছাঁৎ করে মা ওঠে
মন চলে যায় ইস্কুলের ঐ চার দেওয়ালের ক্লাসে ॥
আর কিছুদিন পরেই আসে লক্ষ্মীপুজোর পালা
মনটা আবার পড়ার ঘরে ঝুলিয়ে দেয় তালা।
পূর্ণিমা পার হয়ে আবার অমাবস্যার রাতে
দেয়ালী আর আতশবাজির ধোঁয়ায়,
ভাই-দ্বিতীয়ায় বোনের স্নেহের ছোঁওয়ায়,
হঠাৎ যখন চোখ পড়ে ঐ ক্যালেণ্ডারের পাতায়
ভূত দেখে মা আঁৎকে কেন উঠি
সব ভুলে যাই দুদিন পরেই পরীক্ষারই ত্রাসে ॥
একটুখানি অদল বদল করে দেনা মা,
আনন্দটাই থাকে যেন সারা ছুটির মাসে ॥*

প্রবীর মজুমদার

৩৯৭

এখনও এই রাত অনেক বাকি, ওগো, এই তো বেশ !
দুজনে শুধু আজ স্বপ্ন আঁকি, ওগো, এই তো বেশ ॥
কখন মেঘ ডানা মেলে দিল, দুটি মনের কোণে রঙ ঢেলে দিল,
সেই রঙের খেলা, আকাশে সারাবেলা
দুজনে তার পানে চেয়েই থাকি, ওগো, এই তো বেশ ॥
এই যে জল জ্বল শুকতারা—দূরে জ্বলছে
মেঘ কি চুপি চুপি তার কানে—কিছু বলছে ?
কখন বিহগেরা জেগে ওঠে, রাঙা ভোরের ছোঁওয়া পেয়ে ফুল ফোটে।
তাইতো শুকতারা এখনো ঘুমহারা
দুজনে আজ তারে জাগিয়ে রাখি, ওগো এই তো বেশ ॥*

প্রবীর মজুমদার

৩৭৮

সারাদিন বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি,—আর ভাল লাগে না।
একা একা জানালাতে বসে ভাবি
কে বলেছে এমন দিনকে মিষ্টি,—আর ভাল লাগে না।
কোথাকার ছন্নছাড়া মেঘ ঢেকেছে ঐ আকাশটাকে,
দিল সে বন্ধ করে কাজ মধুমাখা বাতাসটাকে,
শুধু আজ অলস মনে
মিথ্যে কাব্য সৃষ্টি,—আর ভাল লাগে না ॥
মনে মনে দেখছি শুধু স্বপ্ন, আর ভাবছি, এমন বর্ষাতে
বুঝি কেউ আসছে ঐ আসছে, সে কি আসছে আমার ভরসাতে
যদি কেউ ভিড়ায় তরী আজ—আমার এই নদীর কূলে,
একা কি ফিরেই যাবে সে—হয়তো বা আমার ভুলে,
হতাশার তেপান্তরে
এম্‌নি শূন্য দৃষ্টি আর ভাল লাগে না ॥*

প্রবীর মজুমদার

৩৭৯

নীল নির্জন সাগরে—
এলোমেলো ঢেউয়ে গান গাওয়া, সুরের খেয়ালে তরী বাওয়া
জেগে জেগে শুধু চোরা হাওয়া সেই গান শোনে।
তোমার আমার এই রাত—শুধু অনুভবের
আলোয় রাঙানো এই রাত—তারি উৎসবের
সে আলোর স্রোতে ভেসে যাই চলো দূর দিগন্ত অঙ্গনে ॥
সাগরের বুকে ঢেউয়ের বাসরে তারাদের মালা ছড়ানো,
বাতাসের সুরে পাতায় পাতায় কানাকানি কথা জড়ানো।
তোমার লাজুক নয়নের আজ নিমন্ত্রণ,
আমার আঁখিতে এঁকে দাও—প্রেম নীলাঞ্জন,
চুপি চুপি ঐ ছায়াপথ বেয়ে স্বপ্ন এসেছে আনমনে ॥*

প্রবীর মজুমদার

৪০০

ও কলসে জল ছলকায় ভরে গেছে ও তোর গাগরী
এখনও এলো না তার তরী, বেলা বয়ে যায় ।।
বলেছিল ও কলসে মিটাবে সে তৃষা
তৃষিত পথিক বুঝি হয়েছে বে-দিশা,
অন্য কোন ঘাটে যদি তরী সে ভিড়ায়, বলো কি হবে উপায় ।।
যমুনাতে ভরা কোটাল, তোর কলসে লাগে
অসাবধানী, জোয়ার এসে ভাসিয়ে নেবে তাকে,
কথার যখন দাম নেই তার, তবে কিসের দায়
সখী, আয়রে উঠে আয় ।।

প্রবীর মজুমদার

৪০১

নগর জীবন ছবির মত হয়তো
তবু, ভাবলে চোখে বন্যা আসে নেমে,
এখানে হৃদয় বাঁধবে না কেউ শকুন্তলার প্রেমে ।।
নিয়ন আলোয় চাঁদের আলোর ঝড়,
সাওয়ারে শুনছি ঝর্ণার কলস্বর ।
রাজপথে পোষা কৃষ্ণচূড়ায় বসন্ত আসে নেমে ।
তবু এখানে হৃদয় বাধবে না কেউ শকুন্তলার প্রেমে ।।
পাষাণ নগরে হৃদয়ের দাম নেই যত রঙ সব যাবে হারিয়েই ।
বিজলী-পাখায় তোলে ভ্রমরের স্বর, ন'তলার ছাদে হাওয়ার সমুদ্দুর,
নগর-নটীর মদির নয়নে কালিদাস গেছে থেমে ।
আহা, এখানে হৃদয় বাঁধবে না কেউ শকুন্তলার প্রেমে ।।*

অমিয় দাশগুপ্ত

৪০২

তোমার ঐ সাগর চোখে নাইতে এসে ডুবে মরিলাম
তুমি তো দেখলে না তো জানলে না তো আমার নাম ।
সারাদিন একটি ভুটি করি, আহা, বকুল হয়ে ঝরি
আমি যে আঁধার হয়ে তোমার তরে জীবন সঁপিলাম ।।

তুমি তো চিনলে না তো, তুমি তো দেখলে না তো ফিরে
আমি যে আগুন হয়ে জ্বলি রাতের অনেক তারার ভীড়ে।
জীবন-প্রদীপ নিভে গেলে আহা তোমার দেখা মেলে
আমি যে তোমার পাষাণ ঘাটের শিলায় শুকিয়ে রহিলাম ।।*

অমিয় দাশগুপ্ত

৪০৩

হংসপাখা দিয়ে, ক্লান্ত রাতের তীরে নামটি তোমার লিখে যাই
তুমি তো আমার কাছে নাই, তুমি নাই,
তাই হংসপাখা দিয়ে নামটি তোমার লিখি ।।
উধাও ছায়াপথে বাউরী আমার মন
তোমাকে যে খুঁজে খুঁজে সারা।
আমি যে অবাক এক তারা'
সারা রাত সারাক্ষণ মণি দীপ জ্বালি তাই,
হংসপাখা দিয়ে নামটি তোমার লিখি ।।
হংসপাখা দিয়ে রাতের প্রতীক্ষার—
প্রহর ভরাই আমি প্রহর ভরাই লিখে লিখে
অথৈ আঁধার দিকে দিকে।
রিক্ত হৃদয় জুড়ে নিত্য নতুন শুনি
নিদ্রাহারা এই রাতে আমি যে কাঁদি বেদনাতে
অকরুণ অকারণ এ আঘাত কেন পাই,
হংসপাখা দিয়ে নামটি তোমার লিখি ।।*

অমিয় দাশগুপ্ত

৪০৪

সবাই চলে গেছে,
শুধু একটি মাধবী তুমি এখনো তো ঠিকই ফুটে আছো,
কেন? কত আর
চেয়ে চেয়ে দেখে যাবে আমার চোখের জলের একাকার!
হাওয়া নেই, রাত নেই হায়, দিনও যে মেঘে ঢেকে গেছে।
*এখন, একটি মাধবী তুমি তোমার চোখের করুণা দিয়ে
কতটুকু ভরাবে বলো আমার?

একা একা বেশ আছি। কেউ নেই
কারো তরে অজস্র চিন্তার ঢেউ নেই।
তুমিও যদি চাও আজ, আমাকে ছেড়ে যেতে পারো ;
আমি চাই যে একলা হতে আরো
এখন, একটি মাধবী তুমি তোমার অসীম করুণা দিয়ে
মায়াভরা বাঁধনে বেঁধোনা কো আর ॥

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪০৫

হয়তো তোমার অনেক ক্ষতি করেছি কাছে এসে, ভালবেসে,
হয়তো তোমার ঘরের হাজার বাতি, জ্বালাতে গিয়ে
নিবিয়ে দিয়েছি শেষে। কাছে এসে।
হয়তো তোমার থামিয়ে দিয়েছি চলা,
দিয়েছি থামিয়ে জীবনের কথা বলে,
হয়তো তোমার স্বপ্ন দিয়েছি ভেঙে,
তুমি আঁধারে গিয়েছো ভেসে। কাছে এসে।
তবু জেনো ওগো তোমার ক্ষতি তো চাইনি,
শুধু তোমার পথের পথ করে দিতে
পথ খুঁজে খুঁজে পাইনি।
তবু যদি চাও, হতে পারে ছাড়াছাড়ি,
তুমি সুখী হলে দূরে চলে যেতে পারি,
তবু, অমানিশা শুধু আসেনা তো যেন
তোমার রাতের দেশে। কাছে এসে ॥

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪০৬

এমন একটা ঝড় উঠুক
কোনদিন যেন কোনও ফুল আর ফুটতে পারে না।
এমন একটা মেঘ করুক
যেন মেঘ ছিঁড়ে কোনদিনও চাঁদ উঠতে পারেনা।

সাঁই সাঁই এই হাওয়াগুলো যেন শ্বাস রোধ করে রাখে,
কোনও দিন যেন সুখ-স্বপ্নের ছবি কেউ না আঁকে,
হৃদয়ের রাঙা সূর্য যেন চিরদিন ডুবে থাকে,
শুক-সারী যেন একসাথে আর জুটতে পারে না ॥
তবু, দুনিয়াটা কিছু পাল্টানো গেলে পরে
হয়তো বা কিছু হয়,
ভালবাসা মনে নাও হতে পারে
বেহিসেবী পরিচয়।
নিয়মের এই নিক্তি ওজনে হৃদয়ের দাম কত—
পথে ফেলে দেওয়া খড়কুটোগুলো মূল্য পেয়েছে যত,
তাই, হিসেবের মত ভালবাসা হয়ে যাক সংযত,
কিছুতেই যেন কারো খুশী কেউ লুটতে পারে না।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪০৭

সাগাপানিসানি, সানিপাগাসানি
শঙ্করা রাগে রাগে, কখনও এ মন বাজে
পাঙ্কাগামাগা কখনও বেহাগ রাগে বাজে
মাণিধাণিধাণি, পাধানিসানিসা
কখনও বাজে খাম্বাজে ॥
কড়ি ও কোমলে সপ্তকে রাগে   অন্তরে সুর রঙে-রঙে জাগে
হয়তো বিরাগে নয় অনুরাগে   আঁধার আলোর মাঝে ॥
বেহাগ, বাহার, মাপাজ্ঞামাণিধা, ইমন
বড় মেজাজের রাগ দেশ   নানা পর্দার নানা পরিবেশ।
তারি মাঝে সুর করে আসা যাওয়া
জীবনে জীবনে হারানো ও পাওয়া
নোতুন দিনের আলো আর হাওয়া
নানা ছন্দে বিরাজে ॥

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪০৮

তাল সুপারী তাল সুপারী সারি সারি সারি সারি
নৌকা বেয়ে যাচ্ছে দাঁড়ি যাচ্ছে দাঁড়ি।
ঘরের বউটি পিদীম জ্বালায় রোজ সন্ধ্যায় তুলসী তলায়
আহা, কৃষ্ণ প্রেমের প্রণাম জানায় প্রণাম জানায়।
এ সব ছবি মরবে না মরবে না
ঝড়ে-ঝরা ফুলের মত ঝরবে না ঝরবে না॥
গাঁয়ের চাষী নিত্য যাবে লাঙ্গল কাঁধে,
পাড়ার গায়ক গাইবে খেয়াল সিংহনাদে,
হাটের পথেব ব্যাপারীদের আনাগোনা
জেলে বউয়ের নিত্য মেছো জাল বোনা,
এ সব জীবন পাথর চাপা পড়বে না।
এ সব ছবি মরবে না মরবে না॥
অনেক জীবন অনেক দিনের জোয়াল ঠেলে
নিষ্ঠা-শুচির নিত্য প্রদীপ দিচ্ছে জ্বেলে,
এই ভারতের প্রাচীন আদি সভ্যতার
নিশান ছেঁড়ে, এমন আছে সাধ্য কার ?
এই দেশে তাই সূর্য ঢাকা পড়বে না,
স্বপ্নগুলো সত্যি হবে, মরবে না॥

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪০৯

সারাদিন তোমায় ভেবে হ'ল না আমার কোন কাজ
হ'ল না তোমাকে পাওয়া, দিন যে বৃথাই গেল আজ॥
সারাদিন গাছের ছায়ায় উদাসী দুপুর কেটেছে।
যা শুনে ভেবেছি এসেছো,—সে শুধু পাতারই আওয়াজ॥
হাওয়ারা হঠাৎ এসে জানালো
তুমি তো আমার কাছে আসবে না, একই হৃদয় হয়ে ভাসবে না।
তবে কি একাই থাকবো, তবে কি আমার কেউ নেই,
সারাদিন যেমন কেটেছে,—তেমনি কি যাবে গো সাঁঝ॥*

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪১০

স্বষ্টির রূপকার—

তুমি সুখ তুমি দুঃখ তুমি দ্বন্দ্ব তুমি ছন্দ
সব মিলে তুমি আনন্দ তুমি আনন্দ তুমি পরমানন্দ ॥
চড়াই-উতরাই জীবনের পথ
যেথা, সহজেই চলে শুধু সত্যের রথ
সেই, রথের সারথী তুমি, তুমি মহাসত্য
তুমি আত্মার বিকাশের কুসুমের গন্ধ।
তুমি আনন্দ তুমি আনন্দ তুমি পরমানন্দ ॥
তুমি সকল কবির কবি সকল মনের মন
জনম-মরণ মহাকাল জুড়ে সবার আপন জন !
স্বষ্টির রূপকার ধ্বংসও তুমি
তুমি ব্রহ্মাণ্ড তুমি অনু তৃণভূমি,
আমি আমার মনের ধ্যানে তোমাকেই স্মরি
সঁপি তোমার চরণে মোর সব ভালমন্দ !
তুমি আনন্দ তুমি আনন্দ তুমি পরমানন্দ ॥

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪১১

এক একে এক—দুই একে দুই
নামতা পড়ে ছেলেরা সব পাঠশালার ঐ ঘরে
নন্দী-বাড়ির আটচালাতে কুমোর ঠাকুর গড়ে।
মন বসে কি আর ?
আ-হা-হা চণ্ডীতলায় বাদ্যি বাজে ঢাক্ গুর গুর,
ঘা ঘিনা তাক্ তা ধিনা—তাক্ তা ধিনা
তাক্ কুর কুর—কুরুর কুরুর তাক্।
দুই একে দুই—দুই দুগুনে চার, তিন দুগুনে ছয়—চার দুগুনে আট,
ভালো লাগে না পূজোর সময় পাঠশালার এই পাঠ
গুরুমশাই বসে আছেন চশমাটি আঁটসাঁট।

কে জানে এতক্ষণে হয়ত মায়ের মুখ হলো রং করা,
আনমনা ঐ ছেলেরা সব—থাক না এবার পড়া
মন বসে না আর।
আ-হা-হা চণ্ডীতলার ঢাকের আওয়াজ মিষ্টি মধুর।
তিন এক্কে তিন—তিন দুগুনে ছয়, চার একে চার—পাঁচ দুগুনে দশ
ভুল হয়ে যায় পুথির পড়ায় মন মানে না বশ,
পড়ার কথা ভাবলে চোখে জল পড়ে টস্ টস্।
কে জানে এবার বোধ হয় সিংহরাজের কেশর দিল জুড়ে
অসুর বোধ হয় বেরিয়ে গেছে মোষের পেটটি ফুঁড়ে,
মন মানে না আর।
আ-হা-হা কতক্ষণে যাবে যে সব দেখবে ঠাকুর।*

রঞ্জিত দে

৪১২

কপালে সিঁদুর সিঁদুর টিপ্ পরেছ, পরেছ শঙ্খদ্বীপের শাঁখা
বেলেয়ারী চুড়ির ছটায় ঝিলিক লাগে ॥
তুমি তো জানলে না আজ এই মনে কার ছন্দ জাগে!
তোমার ঐ আটপৌড়ে সাজটি ছেড়ে এই যে দুলিয়ে দিলে,
কণ্ঠে চিকন-পাটির হার, তাইতো এ মন আমার
খুশীতে উছলে ওঠে তোমার অনুরাগে ॥
রূপোর ঐ পাঁয়জোরাটি পরলে তুমি আলতো পায়ে—
কপালে সিঁদুর দিলে রাজহংসের পালক দিয়ে;
আকাশে-রঙের শাড়ী পরলে তুমি সেও তো ভালো,
আজকে এ মন দিলাম তোমার রূপের চমক নিয়ে।
তাইতো তোমার অথৈ মনের ঝিলে
আমার এই মাছরাঙা-মন জানো না বসলো কখন এসে,
ক্লান্ত বেলা শেষে—এ মনের আশার আলো মিলায় অস্তরাগে ॥* ৩১

রঞ্জিত দে

৪১৩

ময়ূরপঙ্খী মন মোর সপ্তরঙের মন, আমি তোমায় দিতে চাই।
আকাশ ছোঁয়া দৃষ্টি তোমার ভরিয়ে নিতে চাই ॥

এই ফাগুনে আগুন ছড়ায় কৃষ্ণচূড়ার বন,
আর আমার মনে ঝিম্ ধরালো মিষ্টি তোমার মন।
একটু আশার কোন প্লাবনে আজকে ভেসে যাই ॥
এতদিন এ রিক্ত প্রাণে কেউ তো আসে নি—
মিষ্টি হাসির একটু ছোঁয়ায় ভালোবাসে নি।
আজকে আমি নতুন করে এ গান ধরেছি,
আর, হঠাৎ খুশীর ঝলকানিতে উছলে পড়েছি!
এমনি রঙের সমারোহে লাগছে ভালো তাই।*

রঞ্জিৎ দে

৪১৪

একটি রজনীগন্ধা ছুঁয়ে কথা দিলে মনে রাখবে,
সুখে আর দুখে, মিলন-বিরহে কাছে কাছে তুমি থাকবে।
এত ফুল ফুটে রয় কেন জানো?
এত তারা জ্বালে দীপ কেন জানো?
তারই ছোঁয়া নিয়ে আবেশে আমায় বারে বারে তুমি ডাকবে ॥
এই যে হাওয়া কানাকানি করে শিরীষ বনে,
মনের নদীতে ঢেউ ওঠে তাই আনমনে।
এতো কথা গান হয় কেন জানো?
এত সুর খুশীভরা হয় কেন জানো?
তারই ছোঁয়া নিয়ে তুমি যে ওগো ক্ষণে ক্ষণে ছবি আঁকবে ॥*

রঞ্জিৎ দে

৪১৫

কখনো আমার চোখে জল দেখে
তুমি তো তখনো ভাবোনি এ ব্যথা আমার কতখানি!
আমার এ চোখে রং ছড়ালে
তখনো তুমি তো বোঝনি আমার এ খুশী কতখানি!
আমি তোমার সুখের ঘরে সাজানো ফুল মূল্যহীনার মত পড়ে,
বেলা শেষে যাবো আমি ঝরে!
আমার ফাগুন কেন আগুন হয়েই জ্বলে তুমি তো কখনো দেখ নি!

খেলার পুতুল ভেবে সাজালে যে আমায়,
সজনী বোঝে না মন করি কি উপায়।
আমি নিজের মনের ঘরে বন্দী পাখি ক্লান্ত দিনের গান শেষে,
অবহেলা পেয়েছি যে এসে !
আমার এ প্রেম তবু একদিন ফুল হবে, সেদিন মূল্য পাবে জানি !*

রঞ্জিৎ দে

৪১৬

প্রশ্ন ক'রোনা মোরে, 'কতটুকু ব্যথা আমি পেয়েছি
কেন আমি ভুলে গেছি এমন করে, এ জীবনে যত গান গেয়েছি।'
চাঁদ কি কখন বলে, 'মোর তরে নয়,
সবারে ছড়াতে আলো, হই আলোময়'
ধুপ কি কখন বলে, 'দহি নিজে পলে পলে
গন্ধে ভুবনখানি ছেয়েছি ॥'
ফাল্গুনে ফুল বনে সোহাগ তুলে দখিনা যদি বা গান গায়,
ডানা ভাঙ্গা ভ্রমরের আহত বুকে সেই সুর কি ব্যথা ছড়ায়।
মরীচিকা মায়াময় যেমন ক'রে
মৃগ দলে কাছে এনে নিরাশ করে
তৃষ্ণায় কাতর তবু ঢলে পড়ে মরুতে, আমিও তো সেই মত হয়েছি ॥

জীবনময় গুহ

৪১৭

এই তো গো বেশ আছি আঁধারেই দু'জনায়
স্বপ্ন আবেশ চোখে, আঁখি মেলো না।
আলোকের মুখোমুখি ভেঙে দিতে সব ভুল
তোমার প্রদীপখানি যেন জ্বেলো না ॥
আমার দিয়েছি সব যা কিছু দেবার
তোমার প্রাণের গান শোনাও এবার
যেটুকু পেয়েছি স্বাদ তাই মনে থাক
ফুলের গন্ধ সেথা আর ঢেলো না ॥

এ জীবনে দেখা যদি নাই বা হ'লো,
নাই বা পেলাম কাছে আর কোনদিন,
কল্পনা রঙে রঙে সাজানো বাসর খানি
থাকে যদি মনে মোর আঁকা চিরদিন।
হাত ভরে বেশি কিছু পাবার আশায়
মিছে এ লগন মন ভেঙে দিতে চায়
আকাশ কুসুমে গড়া পথ পড়ে থাক,
তোমার চরণ দু'টি সেথা ফেলো না ॥

জীবনময় গুহ

৪১৮

সময়ের হাত ধরে পায় পায়
সকাল দুপুর নামে সন্ধ্যায়
দিন বদলের দিন আসুক যত
তুমি চিরদিন থেকো আগের মত ॥
শীতের পাতার মত শাখায় শাখায়
আগামী সকালে যদি সূর্য তাকায়
ঋতু বদলের পালা চলুক যত
তুমি চিরদিন থেকো আগের মত ॥
এমনি করেই যুগে যুগান্তরে
হয়তো হারাবে মন রূপান্তরে
ভয় হয়, তুমি যদি হারাও পাছে
তোমাকে রেখেছি তাই অনেক কাছে।
কালের চলার পথে সবই হারায়
হয়তো ফুটবে রাত নতুন তারায়
রঙ বদলের পালা চলুক যত
তুমি চিরদিন থেকো আগের মত ॥*

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৪১৯

কত রাজপথ জনপথ ঘুরেছি মরুভূমি সাগরের সীমানায়
সাতটি সে পৃথিবীর বিস্ময় তুমি তারও চেয়ে বেশী মনে হয় ॥

আজ ইতিহাস কত কথা বলছে
মাটি আর নেই, চাঁদে চলছে
পরাজিত হিমানীশ হিমালয় তুমি তারও চেয়ে বেশী মনে হয়।
এই পৃথিবীর যত কিছু সুন্দর দেখেছি যা বিস্মিত বিস্ময়
তুমি তারও চেয়ে বেশী মনে হয়॥
ঐ দুরন্ত নদী হার মানছে
আর, বারে বারে, অজানাকে জানছে
দুই চোখে সে তো আজ কিছু নয় তুমি তারও চেয়ে বেশী মনে হয়॥*

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৪২০

যদি হৃদয় না থাকতো
বর্ণালী মেঘে রাঙা স্বর্ণাঙ্গী-সন্ধ্যা
তবে কি অত ভাল লাগতো? যদি হৃদয় না থাকতো?
নীল লাল ফুলেদের রাজ্যে
রামধনু-রঙ-আঁকা প্রজাপতি-পাখনায় সুরে সুরে দিলরুবা বাজছে
আর, তাই দেখে এই মন উন্মন হয়ে কি
রঙে রঙে নানা ছবি আঁকতো? যদি হৃদয় না থাকতো॥
এ হৃদয় আছে বলে সব কিছু ভাল লাগে
শ্রাবণের ঝরঝর বৃষ্টি, মধুময় মনে হয় সৃষ্টি।
এই রাত ছায়াছবি আঁকছে
তারাদের টিপ পরে আঁধারের প্রান্তে মনে মনে ইসারায় ডাকছে,
আর তাই দেখে এই মন উন্মন হয়ে কি
রঙে রঙে নানা ছবি আঁকতো? যদি হৃদয় না থাকতো॥*

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৪২১

সরস্বতী বিদ্যেবতি তোমায় দিলেম খোলা চিঠি
একটু দয়া কর মা গো বুদ্ধি যেন হয়।
এ সব কথা লিখছি তোমায় নালিশ করে নয়॥

শুনলে তোমার দুঃখ হবে মা গো
কোন্ দেশেতে ধান বেশী হয়, কোন্ দেশেতে গম
মনে আমার থাকে না যে কোথায় হনলুলু,
ভূগোল দেখে তাই মনে হয় বুক টিপ-টিপ্ যম।
দোষ বল কার পরীক্ষাকে যদি করি ভয় ? ।।
সত্যি করে বলছি তোমায় মা গো
গুরুমশাই যখন তখন কানটা ধরেন এসে
বলেন, "পাজি, হা ডু ডু কেবল খেলা খেলা
অঙ্ক ভূগোল ইংরাজীতে গোল্লা খাবি শেষে।"
শুনলে তোমার দুঃখ হবে মা গো
অঙ্ক মাথায় ঢোকে না যে নতুন ধারাপাত
'কিলো-মিলো,' 'হেক্টা-ডেকার' ধাক্কা খেয়ে শেষে
'লিটার-মিটার' 'গ্রাম' নিয়ে সব ধুলোয় কুপোকাত
ছোট্ট মাথায় কত ধরে। তাইতো লাগে ভয় ।।*

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৪২২

এই দুনিয়া চিড়িয়াখানা রঙ-বেরঙের মানুষ নানা
'হ-য-ব-র-ল' এর দেশে হাসবে হাসি ? হাসতে মানা ।।
ও ভাই, ঘূর্ণি চাকায় ঘুরছে সবাই
কেউ বা বেশী কেউ কিছু কম
টাকা-আনা-পাই খোঁজে কেউ কেউ বা খোঁজে চাল-চিনি-গম
এ দেশ সে দেশ বিদেশ জুড়ে খুঁজছে কি যে নেই ক'জানা ।।
আজব দেশের আজব ব্যাপার ঘটছে কত পথে ঘাটে
এই দুনিয়ায় কাটিয়ে যাব আমরা দু'দিন হাসির হাটে।
ও ভাই, রকম-সকম হরেক রকম ঘুরছে মানুষ ফানুস ঘুড়ি
কেউ পায়ে পায়ে পথ চলছে হেঁটে, মোটরে কেউ মারছে তুড়ি
মনের মাণিক হারিয়ে মানুষ ছায়ার পিছে দিচ্ছে হানা ।।

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিস্তীর্ণ দু'পাশের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও, নিঃশব্দে নীরবে
ও গঙ্গা তুমি বইছো কেন ?
নৈতিকতার স্খলন দেখেও মানবতার পতন দেখেও
নির্লজ্জ অলসভাবে বইছো কেন ?
জ্ঞান-বিহীন নিরক্ষরের খাদ্য বিহীন নাগরিকের
নেতৃবিহীনতায় নীরব কেন ?
সহস্র বরষার উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের
সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী ক'রে তোল না কেন ?
ব্যক্তি যদি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্ব রহিত
তবে শিথিল সমাজকে ভাঙ না কেন ?
স্রোতস্বতী কেন নাহি বও, তুমি নিশ্চয় জাহ্নবী নও
তাহলে প্রেরণা দাও না কেন ?
উন্মত্ত ধরার কুরুক্ষেত্রের শরশয্যাকে আলিঙ্গন করা
লক্ষ কোটি ভারত বাসীকে জাগালে না কেন ?

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৪২৪

আমি জন্মে শুধু কান্না নিলাম তোমার কোলে এসে
দু'চোখ ভ'রে অশ্রু নিলাম তোমায় ভালবেসে ॥
তোমার আকাশ-বাতাস কান্না ঝরায় ওগো জননী,
চোখ মেলে চাই, ভোর হল না আঁধার রজনী
আমার পা চলে তো মন চলে না কাঁটায় ছাওয়া দেশে ॥
আবার ভাসাই নতুন করে গাঙের জলে ভেলা
তোমার কোলে যাওয়া আশা চিরন্তনের খেলা।
শাপলা শালুক বকুল ফোটার নেই যে অবসর
ঝোড়ো হাওয়ার মাঝেই যখন বাঁধতে হবে ঘর।
চোখের জলে স্বপ্ন যে আজ ব্যথায় গেল ভেসে ॥

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৪২৫

গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা
দুই চোখে দুই জলের ধারা মেঘনা যমুনা ॥
একই আকাশ একই বাতাস এক হৃদয়ে একই তো শ্বাস
দোয়েল কোয়েল পাখির ঠোঁটে একই মূর্ছনা ॥
আমি এপার ওপার কোনখানে জানি না ও আমি সবখানেতে আছি
গঙ্গাজলে ভাসিয়ে ডিঙ্গা পদ্মাতে হই মাঝি ॥
আমি এপার ওপার কোনখানে জানিনা ও আমি সবখানেতে আছি
শঙ্খচিলের ভাসিয়ে ডানা দুই নদীতে নাচি।
একই আশা ভালবাসা কান্না হাসির একই ভাষা
দুঃখ সুখের বুকের মাঝে একই যন্ত্রণা ॥*

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৪২৬

তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা যমুনা মেকং ভোল্‌গা ঘুরে
গঙ্গার স্রোত ধরে পেয়েছি চলার নিশানা ॥
কণ্ঠের স্বর কোন মানে না ভাষা
হৃদয়ের ভাষাতেই মেটে পিপাসা
সাত মহাসাগরের উজানে ভেসে আমরা যেখানে আসি সেই সীমানা ॥
যেখানে কান্না আর রক্ত মেখে
আঁধারের বাঁধ ভেঙে সূর্য ওঠে আকাশে আবার,
যেখানে নিশানা আছে এগিয়ে যাবার।
যখন আখের স্বাদ নোনতা লাগে
লবঙ্গ-বনে ঝড়ের হাওয়ারা জাগে
এক বুক ভালবাসা উজাড় করা যেখানে ফসল ফলে প্রাণের সোনা ॥*

শিবদাস বন্দোপাধ্যায়

৪২৭

কোলকাতা কোলকাতা কিছু গান কিছু কথা।
কিছু স্মৃতি প্রেমগীতি ভালবাসা দিয়ে গড়া আধুনিক রূপকথা
কোলকাতা কোলকাতা ॥

হিপি আর হিপিনী মিসিসিপি বিকিনি
আদ্দিস আবাবা বর্মী কি জাপানী
মিলেমিশে একাকার অপরূপ সভ্যতা।
কোলকাতা কোলকাতা ॥

যত মত তত পথ মিছিলেই হাঁটে পথ
আঁধারের গলি আর আলোকের রাজপথ
মিলেমিশে একাকার যেন এক গল্প তা।
কোলকাতা কোলকাতা ॥*

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৪২৮

হৃদয়ের ফুল যদি ঝরে যায়, শ্রাবণ রাতের গান গেয়ো না।
নয়নের আলো যদি নিভে যায় ঝড়ের দোলায় ভয় পেয়োনা
আমি তো রয়েছি ওগো প্রাণের কাছে
ভুলোনা তখন পাশে বন্ধু আছে
ব্যাকুল প্রাণের ভুলে যেন নিরাশায় যেয়ো না তখন সবে যেয়ো না ॥
তখন বাঁধন হারা শ্রাবণ ধারায়
তখন গহন ঘন রাতের ছায়ায়
সোনার-আলোর গান নিবিড় ভাষায়—
প্রথম দিনের মত শোনাবো তোমায়।
জেনেছি বাদল ঘন রাতের শেষে
নিমেষে সোনার আলো উঠিবে হেসে
তখন আমার প্রাণে ব॰ হাসি গান ভোলাবে ধূসর মত বেদনা ॥

প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪২৯

আবার ফিরে আনবে ভেবে দুয়ার খুলে রাখি,
আজ হৃদয়ে সুদূর-তমা তোমার ছবি আঁকি ॥
এই অবেলায় কী উচ্ছ্বাসে করুণাহীন প্লাবন আসে
এই ছায়াময় দিনের শেষে তোমায় কাছে ডাকি ॥

আজ অকরুণ তোমার স্মৃতি জানায় একী মধুর প্রীতি।
আজ হৃদয়ের সকল ঘরে ছায়া বিহীন আলোক ঝরে,
এই অপরূপ অলোর স্রোতে জাগরণেই থাকি ।।

প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৩০

সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলঙ্কার
কে জানে তার এ রূপ দিল সে কোন্ মণিকার ।।
বিনিয়ে বেণী একাকিনী সে যায় বহুদূর
চরণরেখা না যায় দেখা বাজে না নূপুর।
মাঝে মাঝে কনকচাঁপা ছড়িয়ে পথে তার ।।
ও তার হাসি বিষের বাঁশি বাজায় কতবার,
সকাল সাঁঝে কাজের মাঝে লুটায় ফুলহার।
এমন করে বেদন দিয়ে কোথায় চলে যায়
বসন্তেরই যৌবনে সে পাপড়ি দলে যায়।
আঁচল খানি লুটিয়ে পড়ে ধুলায় একাকার ।।

ভাস্কর বসু

৪৩১

খোলা জানালার ধারে মাথা রেখে
কত শিশির পড়েছে কবরীতে
কেন উষার আলোকে মিশে আমি
আহা পারিনি তোমায় ডেকে দিতে ।।
বুঝি সারাটি রজনী ছিলে ভুলে, কত হিমানী জমেছে কালো চুলে,
উতলা উষসী অনিমিখা কোন কোকিলা বধুর মিনতিতে
কেন ভোরের বাতাস হয়ে আমি
আহা পারিনি তোমায় ডেকে দিতে ।।
খোলা জানালার ফাঁকে আলোছায়া
দেখ, তোমার নয়নে খেলা করে,
শুধু মাধবীলতার ফুলগুলি
ওই ঘুমের আবেশে ঢুলে পড়ে।

ভিজে মাটিতে ঘাসের হিমকণা   কত সাজায় জলের আল্পনা,
রাতের কুয়াশা যায় মুছে   কত   অরুণ আলোর সোনালিতে,
কেন ভোরের পাখির গান হয়ে
আহা পারিনি তোমায় ডেকে দিতে ।।*

ভাস্কর বসু

৪৩২

রূপকাঠি গাঁয়ে শ্যামলী মেয়েটি পথ চলে,
নদী ছলছল হাওয়া ঝিরঝির কথা বলে ।।
রাঙা পথে ওই হাটে যায় কারা, বেলা গেল ।
কাজল মেয়ে গো ভরা ঘট নিয়ে ঘরে চলো,
নয়নে হাসির ফোয়ারা চমক দীপ জ্বলে ।।
রূপকাঠি গাঁয়ে যদি কোনদিন পথ ভুলে
ওই বাঁকা পথে যদি চাও তুমি আঁখি তুলে
যেখানে আকাশ ধরা দিল এই ধরাতলে
রূপকাঠি গাঁয়ে শ্যামলী মেয়েটি পথ চলে ।।
কত যুগ আমি খুঁজেছি তোমায় কত নিশি ।
কত না জনম কত না মরণে গেছে মিশি ।
যদি কোনদিন দেখা মেলে তার ছায়াতলে
আমাকে সে দিন দিও সে গাঁয়ের পথ বলে ।।*

ভাস্কর বসু

৪৩৩

উঠ উঠ মা গৌরী, হিমানী আর নাই
সোনামতী রাঙা রোদে গাঙ সিনানে যাই ।
গৌরী গৌরী ফিরে চাও ঘাটে এলো সপ্ত নাও ।।
হলুদ বরণ গৌরী যাবে বরণ-দোলায় চড়ে
সিঁদুরে চন্দনে মুখে রাঙা রোদ পড়ে ।
কত রহুড়ী কত ঝিউড়ী শঙ্খ বাজালো
গৌরী যাবে অনেক দূরে আকাশ করে আলো ।
গৌরী গৌরী ফিরে চাও ঘাটে এলো সপ্ত নাও ।।

এত কালের মাটি তোমায় অন্ন দিল তুলে
তারে তুমি রেখো মনে যেয়ো না মা ভুলে।
নদী তোমায় জল দিল, তরু দিল ছায়া;
আমি দিলেম স্নেহ যখন ছিলে অসহায়া।
পোড়া আঁখি জলে ভাসে হাসি টানি মুখে
লক্ষ্মী হয়ে থেকো যেন সবারই সম্মুখে।
গৌরী গৌরী ফিরে চাও ঘাটে এলো সপ্ত নাও ॥*

ভাস্কর বসু

৪৩৪

সজলপুরের কাজল মেয়ে নইতে নেমেছে
চিকন চিকন চুলগুলি সে ঝাড়তে লেগেছে।
যখন গাঙের জলে সোনার বরণ রোদ চিকমিক করে
আর সজল পুরের কাজলা মেয়ের রূপ দেখে মন ভরে ॥
সজলপুরের নিলাজ মেয়ে নাইতে নেমেছে
কে দেখেছে রাজার কুমার চলতে দেখেছে।
রাজার কুমার চলেছিল পলাশ দিঘী দিয়ে
আজ কুমারের ধুলা খেলা কাল কুমারের বিয়ে।
সজল পুরের কাজল মেয়ে নাইতে এসেছে
নোটন নোটন পায়রাগুলো ঝোটন বেঁধেছে
কুমার ডাকে শোনো ওগো সজলপুরের মেয়ে
তাই শুনে সে পালিয়ে গেল পলাশ দিঘি বেয়ে।
সজলপুরের মেয়েটি আর নাইতে আসে না
রুমুঝুমু চুলগুলি তার ঝাড়তে লাগে না।
কাজল বরণ মেয়েটিকে দেখতে যদি পাও
বোলো তারে, আজও কুমার বেঁধে আছে নাও ॥*

ভাস্কর বসু

৪৩৫

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান
সেই বানের জলে ভাসলো পুকুর ভাসলো সোনার ধান॥

আকাশ ভেঙে নামল ধারা বর্ষা সর্বনাশা,
ভেসে গেল মাঝ দরিয়ায় আমার ভাঙা বাসা।
ফসল বোনা জমি গেল চাষার গেল ধান
হায় আগুন-নেভা উনুনে দিন হবে কি গুজরান ?
বানের জলে ভাসলো পুকুর ভাসলো গোলার ধান ॥
ঘন ঘন গুরু গুরু বাজেরে ডম্বরু,
লিক-লিক-লিক সাপের মত বিজলী সরু সরু,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যা দান
আমার ঘরের কন্যা কাঁদে তার কেমনে হয় আহার যোগান ॥

ভাস্কর বসু

৪৩৬

কী দেখি, পাইনা ভেবে গো—
ওই মেঘের কালো বরণ, না কি তোমার দুটি কাজল কালো নয়ন ॥
কী ভালো, পাই না ভেবে গো—
ওই ঝর্ণা ধারায় চলন, না কি তোমার দুটি নূপুর-বাজা চরণ ॥
দূরে ওই নীল আকাশে লক্ষ তারা জ্বালা,
কাছে এই নীলাম্বরী চুমকি-জরি-ঢালা।
অপরূপ চন্দ্রকলা, না তোমার চন্দ্রহারের গড়ন ॥
তোমার কুমকুম-লাল টিপ, না কি বনের দোপাটি,
প্রজাপতির পাখা না কি তোমার খোঁপাটি ॥
দূরে ওই দখিন হাওয়া ছন্দে বাজায় বাঁশি
কাছে এই তোমার মুখের মিষ্টি মধুর হাসি,
পাখিদের ভালবাসা, না তোমার ভালবাসার স্বপন ॥*

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৩৭

সেদিন চাঁদের আলো চেয়েছিল জানতে,
ওর চেয়ে সুন্দর কেউ আছে কি ? আমি তোমার কথা বলেছি ॥
রূপসী বিজুলী-লতা পারেনি তা মানতে,
বলেছিল, 'এ চমক কারো আছে কি ?' আমি তোমার কথা বলেছি ॥

তারার বাসর থেকে একটি প্রদীপ নেমে এসে

বলেছিল করুণায় হেসে,

কারো খুশী ছড়ায় কি অসীমের প্রান্তে

এত হাসি কোনদিনও কারো আছে কি ? আমি তোমার কথা বলেছি।

'এ শুধু বলার ভুল' – কানাকানি করেছিল কাকলী

আমি শুধু বলে গেছি, 'মেনে নাও, তোমাদের যা বলি।'

ফাগুন-কুঞ্জ থেকে একটি পলাশ ঝরে পড়ে

বলেছিল উপহাস ক'রে

'কে পেরেছে এত রঙ এ জীবনে আনতে,

এত রূপ কোনদিনও কারো আছে কি ?' আমি তোমার কথা বলেছি ॥

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৩৮

ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না, ও বাতাস আঁখি মেলো না

আমার প্রিয়া লজ্জা পেতে পারে

আহা, কাছে এসেও ফিরে যেতে পারে ॥

তার সময় হল আমায় মালা দেবার—

সে যে, প্রাণের সুরে গান শোনাবে এবার,

সেই সুরেতে ঝর্ণা তুমি চরণ ফেলো না ॥

ও পলাশ ফিরে চেয়ো না ও কোকিল তুমি গেয়ো না

লাজুকলতা হয়তো গো লাজ পাবে তার, মুখের কথা বুকেই রয়ে যাবে ;

তার, অনেক ভীরু-স্বপ্ন জাগে আশায়

আহা, হৃদয়-মাঝে সুরের খেয়া ভাসায়

দোহাই বকুল, ছন্দে তাহার গন্ধ ঢেলো না ॥*

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৩৯

নেবোনা সোনার চাঁপা কনকচাঁপা ফেলে

সোনাতেই খাদ মেলে গো, ফুলে সুবাস মেলে ॥

যে বাতাস যায় গো ঝড়ের বেগে

ঝরে ফুল তারই আঘাত লেগে,

নদী যে হয়না গভীর ঝর্ণা হয়ে গেলে ॥

দীপালীর চেয়েও ভালো জোনাক জ্বলা রাত।
খোঁপাতে পদ্ম দিও, চাই না পারিজাত।
যে-দীপের আলোয় কাঁপন লাগে
সে-প্রদীপ নেভে সবার আগে।
চাই না বেদের বাঁশি, মুখের হাসি পেলে ॥*

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৪০

না যেও না তুমি যেও না, থামবে এ ঝড় থামবে,
এখনি বৃষ্টি নামবে, রুক্ষ এ দিন শেষ হবে ॥
চেনা আকাশের রঙ যত এখন বদলে গেছে, যাক্ না
ওখানে পাখিরা পাড়ি দিতে ভাঙবে না হয় কিছু পাখনা।
তবুও নতুন এক নীলাকাশ ভরবে কলরবে ॥
স্বপ্নের পথে যত যাই স্বপ্ন যাক্ না তত দূরে
ক্ষতি কি তবুও যদি চলি সব কিছু বাধা ভেঙেচুরে
আমরা নতুন যেন হয়ে যাই আমাদের অনুভবে ॥*

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৪১

কে প্রথম চেয়ে দেখেছি কে প্রথম কাছে এসেছি
কিছুতেই পাই না ভেবে কে প্রথম ভালবেসেছি।
তুমি না আমি?
ডেকেছি কে আগে কে দিয়েছে সাড়া
কার অনুরাগে কে গো দিশাহারা
কে প্রথম মন জাগানোর সুখে হেসেছি, তুমি না আমি?
কে প্রথম কথা দিয়েছি?
দুজনার এ দুটি হৃদয় একাকার করে নিয়েছি?
শুরু হল কবে এত চাওয়া-পাওয়া
একই অনুভবে একই গান গাওয়া
কে প্রথম মন হারানোর স্রোতে ভেসেছি, তুমি না আমি?

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৪২

ওই কোকিল শোনায় চৈতি হাওয়ার কথকতা।
ওই সবুজ পান্না পরেছে শ্যামল বনলতা।
তবু তাই কি কখনো হয়,
কোকিল কখনো কথা কয়? লতা কি পান্না প'রে রয়?
আহা, গানের লিপিকা সুন্দর করে কত না মধুর মিছে কথা॥
ওই নয়নে ছেয়েছে আঁধার রাতের নীরবতা।
আর, অধরে জড়ানো গোলাপ ফুলের মদিরতা।
তবু তাই কি কখনো হয়,
নয়ন রাতের ছায়া বয়? অধরে গোলাপ-মধু রয়?
আহা, রূপের লাবনী সুন্দর করে কত না মধুর মিছে কথা॥
আজ, আমার হৃদয় হয়েছে বাঁশির মুখরতা।
আর, তোমার স্বপনে মিশেছে স্বপন-আকুলতা।
তবু, তাই কি কখনো হয়,
বাঁশি কি হয় গো এ হৃদয়? স্বপনে স্বপন মিশে রয়।
আহা, প্রেমের কাহিনী সুন্দর করে কত না মধুর মিছে কথা॥*

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৪৩

যখন আকাশটা কালো হয়, বাতাস নীরব থাকে,
পৃথিবী সময় গোনে বৃষ্টি ঝরার,—
পুরোনো সে দিন ভেবে কী যে সান্ত্বনা পাই।
পুরোনো সে বেদনাকে মিষ্টি করার॥
মিটবে না কোনদিন যে-চাওয়া,
এ-জীবনে হারিয়েছি যে-পাওয়া,
তারা সব ফিরে এসে জানায় যে অনুরোধ
সেই খেলা-ঘরখানি সৃষ্টি করার॥
আমার আগের আমি বলে, আমারই দু'হাত ধ'রে,—
আমায় কি মনে পড়ে তুমি দেখতো ভাল করে।

বলবে না কিছু সে গো কখনো
তারি গান শুনি আমি তখনো
কথা তার লিখে রেখে উন্মুখ হয়ে থাকি
সে-কথায় নতুনের দৃষ্টি পড়ার ॥*

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৪৪

দরদী গো কী চেয়েছি আর কী যে পেলাম
সাধের প্রদীপ জ্বালতে গিয়ে নিজেই আমি পুড়ে গেলাম।
সুখ নামে শুক পাখিটায় ধরতে গিয়ে
কিনেছি সোনার খাঁচা যা কিছু সব বিকিয়ে
সোনার শিকল কেটে দিয়ে হায় সে-পাখি আমার যায় উড়ে যায় ॥
ভাবিনি সেই যে আমার এই পরিণাম।
ভুল কী সে না জেনে যাই মাশুল দিয়ে
হিসাবের শূন্য আমার মেলেনি সব হারিয়ে।
ললাট-লিখন লিখে বিধাতা নাম কিনেছেন ভাগ্যদাতা।
রাখি সেই দাতার পায়ে হাজার প্রণাম ॥*

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৪৫

এমন একটা ঝিনুক খুঁজে পেলাম না যাতে মুক্তো আছে।
এমন কোন মানুষ খুঁজে পেলাম না যার মন আছে।
শুনে গেলাম অনেক কথা অনেক গল্প অনেক গাথা
এমন একটা কথা খুঁজে পেলাম না, যাতে সত্যি আছে ॥
পথেই শুধু পথ হারালাম নিরুদ্দেশে গেলাম না।
ভালো বাসা অনেক পেলাম ভালবাসা পেলাম না।
স্বপ্ন অনেক গেলাম দেখে রোদ বৃষ্টি নামলো চোখে।
এমন একটি আশাও খুঁজে পেলাম না, যার অন্ত আছে ॥*

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৪৬

তারপর ?

তার আর পর নেই, নেই কোন ঠিকানা,

যা কিছু গিয়েছে থেমে, যাক থেমে যাক্না।

যা কিছু পেয়েছি কাছে তাই সঞ্চয়,

যা কিছু পেলাম নাকো সে আমার নয়,

পাহাড়-নিষেধগুলো পেরিয়ে দেখি কি আছে আমার পথে পড়ে।

মনে রেখো, আমিও ছিলাম।

ছোট্ট জীবন আর যত হাসি-গান আমি তোমায় দিলাম।

মরণ পেরিয়ে যাবো এমনি করেই,

কোন পিছু ডাকে আর থামবো না।

একটু থেমেই থাকি তোমার কাছে, তুমিও আমার সাথে চল না ।।*

মুকুল দত্ত

৪৪৭

হাজার বছর ধরে কত নদী প্রান্তর পেরিয়ে এলাম।

আমি হারিয়ে গেলাম।

এ চলার মানে তবু বোঝা গেল না।

ঘূর্ণি হাওয়ার মত ঝরা পাতা নিয়ে ঘুরে মরে মন,

যার পথ চেয়ে বসে আছি চলে গেছে সে এসে কখন

এত কাছে দেখে তাকে চেনা গেল না।

সরে গেছে কত পথ, বয়ে গেছে কতটা সময়।

কি হবে তা জেনে নিয়ে,

সব দিয়ে তার বিনিময়।

যদি এসে খোঁজে কেউ কোনদিন ডাক দিয়ে দিয়ে,

বোলো, হিসাব মিলিয়ে গেছে গরমিল দিয়ে,

কত কিছু পেয়ে কিছু পাওয়া হল না ।।*

মুকুল দত্ত

৪৪৮

সে তো নাম ধরে কোনদিন ডাকেনি আমায়।

যার কথা ভেবে ভেবে সব ভুলে যাই,

সে তো চোখ তুলে কোন দিন দেখেনি আমায় ।।

ও যেন বাঁশির সুর দূর থেকে ডাকে বহুদূর,
মনের কথাটি যেন জানায়ে জানায়ে ওগো চুপি চুপি থেমেছে নূপুর ;
যার কথা ভেবে ভেবে সব ভুলে যাই,
সে তো মুখ ফুটে কোন কথা বলেনি আমায় ॥
আমি তো বলি না কিছু কোন দিন কী যে চায় মন,
তবু আমার মনের কথা চুরি করে শোনাল কাঁকন।
ও যেন গো তরু-ছায়া, মনে হয় বসি কিছুখন,
বাঁধেনি লতার মত জড়ায়ে জড়ায়ে, তবু চলে যেতে সরে না তো মন,
যার কথা ভেবে ভেবে সব ভুলে যাই,
সে তো হাত ধরে কোনদিন সাধেনি আমায় ॥*

মুকুল দত্ত

৪৪৯

আমিও পথের মত হারিয়ে যাব।
আমিও নদীর মত আসব না ফিরে আর, কোন দিন।
আমিও দিনের মত ফুরিয়ে যাব, আসব না ফিরে আর, কোন দিন ॥
মন আমার বাঁধলো বাসা ব্যথার আকাশে,
পাতা ঝরা দিনের মাঝে মেঘলা বাতাসে।
আমিও ছায়ার মত মিলিয়ে যাব, আসব না ফিরে আর, কোন দিন।
যাবার পথে পথিক যখন পিছন ফিরে চায়,
ফেলে আশা দিনকে দেখে মন ভেঙে যায়।
চোখের আলো নিভলো যখন, মনের আলো জেলে'
একলা এসেছি আমি একলা যাব চলে,
আমিও সুখের মত ফুরিয়ে যাব, আসবো না ফিরে আর, কোন দিন ॥*

মুকুল দত্ত

৪৫০

ফেরানো যাবে না আর চোখ তার নীল চোখ থেকে।
আকাশের সাথে ওর কোন মিল নেই,
তবু ওর নীল চোখে, কতবার
গোধূলির রঙিন নেশার ঘোরে চলে যায় দিন।
ওই তো ওখানে কতবার রাত নেমে আসে তারায় তারায় ॥

এই তো সেদিন, তার আঙিনার মাঝ পথ দিয়ে,
রাতের আড়ালে ঢেকে, পায়ে পায়ে চলেছিল নিয়ে সে প্রদীপ,
আঁধারের মাঝে তার মুখখানি আলো যেন সাগরের মাঝে কোন দীপ ॥
সাগরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি আমি যেন,
কত ঢেউ, আরো ঢেউ,
ঢেউয়ের পরেতে ঢেউ ফিরে যায়,
তীরের সীমায় এসে, ভেঙে একাকার হয়ে ফিরে যায়।
আমার মনের কথা জানা গেছে বুঝি ॥*

মুকুল দত্ত

৪৫১

ভাবিস না রে কাঁদছি বসে তারে ভালবেসে
দিলে কাজল, চোখে আমার ওম্‌নিতে জল আসে ॥
যন্ত্রণা তো চিরদিনই থাকে আমার বুকে
থাকে নাকো শান্তি মনে থাকি যদি সুখে।
তাই লাগিয়ে আগুন অঙ্গে আমার আছি আমি বসে ॥
ও আমার যৌবন জ্বলে রে জ্বলে রে জ্বলে রে
সে জ্বালায় মন আমার জ্বলে রে জ্বলে রে জ্বলে রে।
কেন লোকে মন্দ বলে বলে রে বলে রে বলে রে।
আমার চোখের জলের কথা আমার বুকের মাঝে রয়
ও আমার মুখের কথার মানে আমার মনের কথা নয়,
ফাগুন মাসেই আকাশ কেন মেঘলা হয়ে আসে ॥*

মুকুল দত্ত

৪৫২

তুমি এলে, অনেক দিনের পরে যেন বৃষ্টি এলো।
তুমি এলে, অনেক কথাই এলোমেলো মনে হ'ল ॥
মনে আছে অনেক আগে প্রশ্ন করেছিলে
তুমি আপনি এসে নিজেই ওগো তারই জবাব দিলে,
এলো, রাতের শেষে চুপিসাড়ে যেন দিনের আলো ॥

দিন যে আমার আজকে হল দিন,
একটু বোসো কাছে আমার, অনেক কথা আছে,
তোমার সময় থেকে কিছু সময় আমায় দিয়ো ঋণ।
হঠাৎ কখন আমার আঁধার রাত্রি হয়ে গেছে,
আমি বুঝতে পারিনি যে, আমি বলতে জানি না যে,
আমার অনেক কাজের মাঝে যেন হঠাৎ ছুটি হ'ল ॥*

মুকুল দত্ত

৪৫৩

জীবনপুরের পথিক রে ভাই কোন দেশে সাকিন নাই
কোথাও আমার মনের খবর পেলাম না।
খেয়াল-পোকা যখন আমার মাথায় নড়ে-চড়ে
আমার তাসের ঘরের বসতি হে অমনি ভেঙে পড়ে।
তখন তালুক ছেড়ে মুলুক ছেড়ে হইরে ঘরের বার। বন্ধুরে…
মন চলে আগে আগে আমি পড়ে রই
সোনার পিঞ্জিরা দিলাম বাসা বাঁধে কই,
(পাখি বাসা বাঁধে কই)
অকুল গাঙে ভাসলাম আমি কূলের আশা ছাড়ি,
তবু কোথাও আমার মনের খবর পেলাম না ॥

মুকুল দত্ত

৪৫৪

এই যে নদী যায় সাগরে কত কথা শুধাই তারে
এত জানে—তবু নদী কথা বলে না—কেন বলে না ?
কেউ যায় রে বন্ধুর বাড়ি নাও বাইয়া উজানে
কেউ শাঁখা ভাইঙ্গা সিন্দুর ধুইয়া ফিরে ভাটির টানে।
কারো আশার-তরী বন্ধু পায় না রে কিনারা
ভালবাসা মরণ হইয়া তারে করে ইশারা।
এত জানে—তবু নদী কথা বলে না…॥
কারো কপাল ভাঙ্গে, যেমন নদী ভাঙ্গে কূল
সারা জীবন বইয়া তবু ভাঙ্গে না তার ভুল।

ব্যথার বিষে অশ্রু মিশে' জেনো ভালবাসা হয়,
কেউ অকূলে কূল পায় যে কারো ভরাডুবি হয়।
এত জানে—তবু নদী কথা বলে না ॥

মুকুল দত্ত

৪৫৪

হে মহারুদ্র দারুণ বহ্নি জ্বালো।
চল্লিশ কোটি হৃদয়ে জ্বালাও শপথ-দৃপ্ত আলো।
ললাটে পরাও বিজয়ের জয়টিকা
আমরা মুছিব মাতৃ-অশ্রুলিখা,
সৈনিক মোরা শোণিতে মোদের বিদ্যুৎ শিখা জ্বালো।
রণসংগীত মহাতরঙ্গে বাজো।
রক্তক্ষরণে ক্রন্দন ভুলে রণদীপ্তিতে সাজো ॥
দুর্গম পথ যত হোক বন্ধুর
অরুণ আলোকে অমানিশা হবে দূর,
মহালগ্নের সংগীত-সুধা বক্ষরক্তে ঢালো ॥

অমিয় চট্টোপাধ্যায়

৪৫৬

আমি বিহঙ্গ তুমি আকাশের প্রান্ত,
ডানা ভেঙে এই নিলীমার নিচে বিরহী আমি যে ভ্রান্ত।
বেদনা আমার কুহেলী-বীণায় বাজে
কুয়াশায় ঢাকা বুকের আঁধার মাঝে
তোমার মনের সুর খুঁজে ফেরা পথিক আমি যে ক্লান্ত ॥
সাগরের সুখে নদীর বুকের ভাষা,
মরু তো পায় না অনেক কেঁদেও সে মনের ভালবাসা।
কাকলি আমার ক্লান্ত নেশায় কাঁদে
হারানো সুরের ব্যথার আর্তনাদে।
একটু সুধার স্বাদ শুধু চাই তিয়াসি আমি যে শ্রান্ত ॥

অমিয় চট্টোপাধ্যায়

৪৫৬

দুনিয়ার হাটে হাটে আমি কবি মানুষের কান্নার,
ছেঁড়া তারে সুর বাঁধা লেখনীর গানে, নেই রং যার।
অশ্রুতে যে কথার ছন্দ কুয়াশায় আলো যার অন্ধ,
তোমাদের আঙিনায় আমি কবি সেই কালো কবিতার॥
কান্নার পারাবত ডানা ভেঙে এ মাটির কালোতে
পাথ্‌নার ভাঙা সুরে সুর বাঁধি কালো আর আলোতে॥
দিশাহারা আমি আজ এ মেলায় সুখ ভাঙা সূর্যের তমশায়,
এ মাটির বুক ছেয়ে ছায়া কেন কান্নার কালিমার॥

অমিয় চট্টোপাধ্যায়

৪৫৭

আমার আঁধার ঘিরে বন্ধু রেখো প্রদীপখানি জ্বেলে,
এ মন জুড়ে ইন্দ্রধনুর পরশ দিও মেলে।
সাগরসম তোমার ভালবাসা হৃদয়কূলে সেই বেদনার ভাষা,
স্বপ্ন হয়ে জ্বলবে আমার আলোর বেলা গেলে॥
পথিক আমি শ্রান্ত দিনের শেষে,
ক্লান্তি আমার বেলা শেষের শেষ গানেতে মেশে।
তোমার গানে আলোর বাঁশি বাজে দীপাবলীব মত আঁধার মাঝে
সন্ধ্যাযূথির ছন্দ নিয়ে যখন তুমি এলে॥

অমিয় চট্টোপাধ্যায়

৪৫৮

নতুন রঙের ঝর্ণা ধারায় সুরের আগুন কে গো ছড়ায়,
প্রজাপতির পাখায় পাখায় নতুন নেশায় স্বপ্ন মেশায়।
সবুজ মনের কোন্ সোহাগে পলাশ রাঙে অনুরাগে
কে সে পথিক প্রাণের খেলায় দখিন হাওয়ায় মাতিয়ে বেড়ায়॥
বনের পথে আলোছায়া চঞ্চলতার ছন্দ আনে,
মৌমাছিরা গুঞ্জরি' গায় কণকচাঁপার কানে কানে।
ফাগুন মায়ায় দোলায় দোলে আপন রঙে আপ্‌নি ভোলে,
মুকুল ঝরা পথে পথে আপন সুধা আপ্‌নি বিলায়॥

অমিয় চট্টোপাধ্যায়

৪৫৯

বেদনার রঙে রঙে আলোর ঠিকানা তুমি লিখেছ
আমার আকাশ জুড়ে সুরের মাধুরী হয়ে মিশেছ।
শ্রান্ত দিনের শেষে সন্ধ্যার মত এসে,
স্বপ্নের স্বরলিপি ক্লান্ত বীণার তারে বেঁধেছ।
ভেঙে যাওয়া বাঁশি আজ অকারণ একি সুরে বেজেছে
পান্থ এ মরু-মন সাগরের গান হতে চেয়েছে।
আলোর তরীতে ভেসে হৃদয় দুয়ারে এসে,
আঁধারের আঙিনাতে একটি তারার দীপ জ্বেলেছ ॥

অমিয় চট্টোপাধ্যায়

৪৬০

শুধু ভুল বুঝেই গেলে—
ফুল নিতে গিয়ে ভুল ক'রে শুধু কাঁটার আঘাত পেলে।
কি তুমি পেয়েছ কিবা হারায়েছ
না বুঝে আমায় কেঁদে কাঁদায়েছ
করেছ পিছিল পথ দুজনার মিছে আঁখি জল ফেলে ॥
যা ছিল আমার দেবার তোমাকে দিয়েছি উজাড় করে,
কেন তবে বলো মিছে অভিমানে ছেড়ে চলে গেলে মোরে।
যে মালা দিয়ে গো মোরে জড়ায়েছ
সে যদি খুলিবে, কেন পরায়েছ
নেভালে কেন যে নিজ হাতে বলো যে দীপ দিয়েছ জ্বেলে ॥

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৬১

আজ নয় না হয় থাক্‌না, লাভ হয় যদি তো থাক্‌না,
আর একদিন না হয় এসো, দূর থেকেই ভালবেসো ॥
তোমার স্বপ্নে না হয় হয়ে লীন
কাটিয়ে যাবো আমি কটা দিন,
পারো তো মেঘে ঢাকা আকাশে বিজুরী হয়ে পলকে হেসো ॥
সাগরের ডাক শুনে নদী কি পারে বলো দূরে-দূরে থাকতে,
সব বাধা ঠেলে সে ছুটবেই, সাগরের মন যে রাখতে।

আবার ফাগুন ফিরে আসবেই
পলাশ পারুলে রঙ লাগবেই,
পারো যদি দখিনা হয়েই এ রঙের বন্যায় ভেসো ॥

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৬২

ও বাঁশি বাজিস নে তো আর
সুখ-পিঞ্জিরায় ঢুকে রে তুই বাড়াস দুঃখের ভার ॥
রাধা রাধা বাজিস বাঁশি রাধা যে কাঁদে,
সে চায়না হতে বাহির তবু ফেলিস যে ফাঁদে,
তোর হাতে তার মরণ-বাঁচন তুই-ই জীবন-সার ॥
পায়ে পড়ি, বাঁশি, ও তুই বাজিস নে রে আর,
থাকে না থির মন উচাটন হ'ল যে আমার।
ভাবি, শুনবো না রে তোরে বাঁশি, তবু শুনি ভুলে,
আমার ভাব-কদমের তলে বাজিস, হৃদয়ের মূলে,
ও তুই অন্তরের মাঝে বাজিস,—এ তো চমৎকার ॥
একা একা বাঁশি ও তুই বাজিস নে রে আর,
সুর শুনে তোর পাগল আমি জীবন অসার।
কালার নিঠুর বাঁশি রে, তোর কঠিন ভালবাসা,
(জানি) জীবন হবে কালি, তবু তোরেই করি আশা,
দুই নয়নে জল, তবু হাসি ; সে-কেমন বোঝা ভার ॥

সদানন্দ শিকদার

৪৬৩

স্বর্গের সিঁড়িখানি ভেবেছিলাম
বেঁচে থেকে গড়ে দেব এ দুটি হাতে ;
সুর্পণখার শোকে রাবণ আমি
সেই হাতে করি রণ রামের সাথে ॥
আমার প্রাণের গভীরে আছে গোপন ক্ষত,
বেঁচে থেকে নিয়তির কাছে নিহত।
যুক্তির হালে বাঁধা রয় না জীবন,
তাই প্রভাত-আলোরে চাই গভীর রাতে ॥

যৌবন গুমরায় ঘরে বিভীষণ,
ইচ্ছাটা কথা যেন শোনে না মোটে,
আশাপাখী শুধু পায় বাধা যে ভীষণ
বদ্ধ খাঁচায় তাই মাথাটি কোটে।
হা-হুতাশ ক্রন্দনে বিবেক বধির,
মুক্তির জন্যই এ মন অধীর ;
ধ্বংসের আয়োজনে মাততে গিয়ে
সৃষ্টির ঋণ শুধি পদাঘাতে ॥

সদানন্দ শিকদার

৪৬৬

ও আমার কৃষ্ণকলি, তোমায় বলি, কাউকে বোলো না,
এত গেরুয়া রঙ মেখেও মন বাউল হলো না ॥
এখনও আকাশনীলে সূর্যমুখীর বেলা
এখনও পুষ্প শাখায় ভোমরা ডাকা মেলা
মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে—পরম সাধন হলো না।
সারা'খন ফেরারী মন কিছু না বুঝে'
দুখেরই ধাঁধায় কাঁদে সুখেরই খোঁজে।
বেধেছি জীবনতরী দুঃখ সুখের কূলে
সেধেছি কান্না হাসির বাঁশি বেসুর তুলে'
বিবাগী হওয়া আমার ভাগ্যে সলো না ॥

অমিতাভ নাহা

৪৬৭

ধরা বাঁধা পথগুলো মুঠোয় নিয়ে
সীমাহীন প্রান্তরে দেবো ছড়িয়ে।
বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াই না একবার
বিপদের ভয়টাকে দূরে সরিয়ে ॥
কি হবে কখন তাই ভেবে, মন—আঁচলে বেঁধে আর হবো না কৃপণ।
কোথায়, কখন, কবে, ভেবে ভেবে দিনগুলো যায় গড়িয়ে ॥

পায়ে পায়ে রাজপথে পিছনে ফেলে
উঁচু নিচু মেঠো পথে পা বাড়ালাম
ঠিকানা মিলেছে ভেবে পিছনে তাকিয়ে
আমি পথ হারালাম।
তবে কি এবার হারিয়ে যাবার পরম লগন এলো নিজেকে দেবার
মরণহরণ পণে চেনা-শোনা-জানাটাকে যাবো নড়িয়ে ॥

অমিতাভ নাহা

৪৬৯

কেউ জেগে নেই।
—সব চোখ পটে আঁকা আর পুতুলেরই মতো ঘোরা ফেরা
দিনরাত নিয়মের কাঁটাতারে ঘেরা ॥
হিসাবের বাইরে পা'বাড়িয়ে ভয় হয় যায় যদি দিক হারিয়ে
পথটাকে মনে হয় অগুনের বেড়া ॥
আমার এ মন যেন কাগজের ফুল রক্তের ছটায় তার দুচোখ ধাধায়
গন্ধ মেশাতে শুধু হয়ে গেছে ভুল।
জীবনের আয়নায় মুখের মিছিল চোখ থেকে মুছে দেয় স্বপ্নের নীল
চেয়ে দেখি কবিতার পাতাটাই ছেঁড়া ॥

অমিতাভ নাহা

৪৭০

আমি এক রাত্রির নির্জনতায়
সোনালী ভোরের ছবি এঁকেছিলাম
আগামী দিনের ঘরে রাখতে গিয়ে
সে ছবির রঙ দেখে অবাক হলাম ॥
হলুদের স্বপ্নকে মুছে নিমেষে ঝড়ের লোহিত রঙ উঠেছে ভেসে
সেই রাত্রির খাঁচা থেকে বাইরে এসে
অন্ধ পাখির মত পথ হারালাম ॥
তারপর থেকে আর ছবি আঁকি না
সেই দিন থেকে আর কোন সুরে তানপুরা বেঁধে রাখি না

রাত আর দিন যদি সব একাকার ভোরের আকাশ এঁকে কি হবে আমার।
যখন দেবার মত কিছু নেই আর
প্রাণ দিয়ে দিতে পারি স্বপ্নের দাম ॥

অমিতাভ নাহা

৪৭১

একটি আলোকরঙা পাখি এসে বসলো
দূরের গীর্জা বাড়ির চূড়োটায়,—
অমনি ঘণ্টা বাজে ঢঙ ঢঙ ঢঙ ॥
বাতাস বল্‌লো শুনে,—
এবার সময় হল বাসন্তী সজ্জার,"
আকাশ মাটি আর ফুল চাইলো তখন মাখাতে তার রঙ ॥
অন্ধ গলির রোয়াকটাতে বসে
মনকে বধি মানার-লাগাম কষে ;
নোনাধরা দেয়ালটাতে—
অবাক ! এ কোন বিদ্রোহ যৌবন।
দু চোখ ঢাকি মিথ্যে, আলোর জোয়ার এলো ঘুমন্ত চিত্তে।
আবার বধির এই অন্তরে সূর্যরাগের আলাপণ ॥

অমিতাভ নাহা

৪৭২

আলোর ঠিকানা আজ চিনিয়ে দিলে তুমি বন্ধু !
আমি ধন্য হলাম।
মন থেকে সংশয় সরিয়ে ফেলে, ওগো বন্ধু !
পথে ছুটেই এলাম ॥
এতদিন দিশাহীন আমি একেলা দ্বিধার আধার ঘরে কেটেছে বেলা,
সমুখের জনপথে অবাক নয়ন মেলে, বন্ধু !
পথ দেখেই গেলাম ॥
আজ থেকে ঝড় হোক মনের মিতা, বিদ্যুৎ-শিখা হোক সুখের চিতা।
অন্ধকারে, মনে সূর্য জেলে, ওগো বন্ধু !
আমি সকাল পেলাম ॥

অমিতাভ নাহা

৪৭৩

আমায় বাজাও-যদি বাজি, আমি ধরতে চরণ রাজি।
তবু জটিলা সুন্দরী আমার করে যে বদনাম।
বল-না বল-না আমার কি নাম ?
দ্বাপরে ছিলাম আমি রাধার পায়ে।
সুর ভুলে গেছি কত তমাল-ছায়ে।
হারিয়ে ফেলেছি আজ সেই ব্রজধাম।
বল-না বল-না আমার কি নাম ? ॥
নীল যমুনার কোলে অবিরত বাঁশরীর সুরে সুরে বেজেছি কত
চন্দ্রাবলী আর রাধার মত, এখোনো রয়েছি আমি বেদনা হত।
তিনটি আখর দিয়ে বাঁধা মোর সুর
সে কোন দরদী নাম দিল যে নূপুর,
হয়তো ভাবেনি সে আমার পরিণাম।
বল-না বল-না আমার কি নাম ? ॥

ভবেশ গুপ্ত

৪৭৪

আমার নাম নূপুর।
আমি বাজলে যাহার, যে পায়ে রাখে তার ॥
ছুন-ছুন-ছুন সুরে বাজি যখন
সময় অসময় থাকে না তখন,
কখনো যমুনা তীরে, কখনো বাঁশির মীড়ে তুলি ঝঙ্কার ॥
আমার নাম নূপুর।
আমি সারাটি দুপুর ঘরে থাকি কেমনে,
পায়ে ধরি তোমার, পায়ে রাখো যতনে।
গুন-গুন-গুন সুরে যেথায় অলি
ফুলের কানে কয় কথাকলি,
সেই সে ব্রজ ধামে বাঁশি যেথা রাধা-নামে কাঁদে বারবার ॥

ভবেশ গুপ্ত

৪৭৫

আমি তোমার সাথে দূরের পথে চলতে পারিনি।
আমি প্রাণের কথা গানে এনে বলতে পারিনি।
তোমায় যখন সবাই দিল মালা
মনে হল তুমি পেলে জ্বালা
আমি মন-ভুলানো কথায় তোমায় ছলতে পারিনি।।
ভেবেছিলেম সবাই গেলে সরে;
আমি নেবো তোমায় বরণ করে।
দিনের শেষে দেখি যখন চেয়ে
তুমি তখন তরী গেছ বেয়ে,
আমি তোমার পথে প্রদীপ হয়ে জ্বলতে পারিনি।।

ভবেশ গুপ্ত

৪৭৬

ফেরা হল না, দিন গেল ভেবেই দূরে চলে।
কথা হল না, রাত গেল ব্যথার প্রদীপ জ্বেলে।।
আজ যদি সে গানের অন্তরা-য়
কিছু না বলে সহসা থেমে যায়
তবে, কেমন করে আমার এ মন, মনের কথা বলে।।
ফেরা হল না আর বেদনা বয়ে
রইল আমার প্রেম ফেরারী হয়ে।
চাঁদ নিবে যাক, থেমে যাক হাওয়া,
ওদের বলে দিই, শেষ হয়ে গেছে চাওয়া,
ছিল যে মোর সাথী, হারিয়ে গেছে আশার মালা দ'লে।।

ভবেশ গুপ্ত

৪৭৭

চোরা বালি দেখে ভেবেছি কিনারা,
এমন হয়েছি আমি দিশাহারা।
তবে কি জীবন এক ফেরারী খেয়া।।

দূরের আঁধারে প্রদীপ দেখে ভেবেছি আকাশে জ্বলছে তারা।
জেনে আমি নদী কাছে গিয়ে দেখি সম্মুখে ধু-ধু এক মরু সাহারা।
তবে কি জীবন এক ফেরারী খেয়া ॥
চাতকী আমার মন হয়েছে পিয়াসী পায়নি শ্রাবণে বারিধারা।
কাছে যারা ছিল, হারাল কুয়াশায় আঁখির এ বরষায় কে দেবে সাড়া।
তবে কি জীবন এক ফেরারী খেয়া ॥

ভবেশ গুপ্ত

৪৭৮

কখন তুমি বাজাও তোমার বাঁশি
কখন যে তার সুর ভেসে যায় ধীরে
সকাল থেকে সকাল আসে ফিরে ॥
নানা কাজে কখন আনমনে
সকল ভুলে সুরটি তোমার খেলে আমার সনে
উদাসী মন উদাস হাওয়ার মত
সকল ফেলে ফেরে তোমার তীরে ॥
প্রহরগুলি হিসাব জানে নাকো
কখন যেন দিন কেটে যায়
তোমার খোঁজে যেথায় তুমি থাকো।
কি জানি কি হবে আমার শেষে
তোমার সুরের ছোঁয়া কি গো পাব অচিন দেশে ?
সেথায় আমায় যেমন খুশি রাখো
রইব আমি সেই সুরেরই নীড়ে ॥

অরুণ সেন

৪৭৯

আমার সুপ্ত মন যখনই তন্দ্রা ভেঙে
আকাশে চোখ তুলে চায়,
দেখে আনন্দ-ভরা নীলিমায় ॥
নিরালা ঘরের কোণে ভোরের কাকলি মন টানে
ভৈরবী সুর নেই তবু প্রভাতী সুর বাজে কানে।
সচকিত মন আমার ভ'রে উঠে কানায় কানায় ॥

সতেজ নবীন মন পিক্ হল গোলাপের লাল রঙ দেখে
শ্রাবণের রিম্ ঝিম্ কি জানি কখন শান্তি প্রলেপ দিল এঁকে।
সূর্য প্রখর হয়ে অস্তে কখন পড়ে ঢলে
এখন বর্ষা নেই তবু বর্ষার গান মনে দোলে।
বিহ্বল দিনান্ত মেতে উঠে আলোয় ছায়ায় ॥

অরুণ সেন

৪৮০

না না না হারানো দিনের কথা বোলো না
যে স্মৃতি হারায়ে গেছে, তারে আর ফিরে চেয়ো না ॥
কোন এক দিন ছিল হৃদয়ে—শারদীয়া সুর
ছিল যৌবন-সরসী ভরপুর,
সে দিনের রেশ নিয়ে বেদনায় মুখ ঢেকো না ॥
নির্জন সৈকতে তোমার রোমাঞ্চ মুখ পড়ে মনে,
আমিও ভুলি নাই, আমারও তা আছে স্মরণে।
কি মধুর দিন গেছে লীলায়িত পাখির মতন
গেছে আনন্দ-সঙ্গীতে ভরা যৌবন।
সে কথা স্মরণে এনে পরাজিত মনে কেঁদো না ॥

অরুণ সেন

৪৮১

রজনীগন্ধা ছড়ালো বাতাসে গন্ধ তার,
রাতের শিশির ঝরালো মুকুতা ঘাসে ঘাসে,
আহা, পূর্ণিমা চাঁদ বিলালো জোছনা কি বাহার ॥
স্তব্ধ নিঝুম এই রাত কেউ দেখলো কি
আবেশ মাখানো ঘুম ভাঙা চোখ মেললো কি,
শুধু, এই সুন্দর রাত সুন্দর থাক কেবলই আমার ॥
কারো কথা আমি জানি না, ওগো আমার মনকে জানি
আমি একলাই জেগে থাকব মেলে হৃদয় দুয়ারখানি।
এই রাত হোক মধুময় শুধু আমার কাছে
যতখন চাঁদ আঁধার আকাশে জেগে আছে,
কণ্ঠে আমার দোলাব স্মৃতির কুসুম-হার ॥

অরুণ সেন

৪৮২

বাইরে বৃষ্টি পড়ে যে রিমঝিম চল্ চল্ আজ সব বাইরে,
সময় যে নাই আয়রে সবাই বৃষ্টির গান আজ গাই রে ॥
আয় ফেলে রেখে বই মিলে করি হই-চই,
কি মজাই হবে আজ ভাই রে,
যে যাই বলুক, জলে ভিজে কি যে সুখ, খেয়াল খুশীর সীমা নাই রে ॥
পথে পথে জল জমে করে টল্‌টল্
চল্, কাগজের নৌকা ভাসাই রে
চুপি চুপি আয়, মেঘলা হাওয়ায় এই মন আকাশে উড়াই রে ॥

অরুণ সেন

৪৮৩

মাগো, আমায় খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখিস না।
তোর দেওয়া মা পুতুলগুলো কয়না কথা যে,
আমারে তোর পুতুল করে কেন খেলিস না ॥
একলা বসে পুতুল নিয়ে ঘরকন্না করে
হাঁপিয়ে গেছি কি করে তা বোঝাই মা বল্ তোরে,
ওমা, আমার সাথে পুতুল হয়ে কেন খেলিস না ॥
সারাদিন যে কত কিছুই ইচ্ছে করে মা
এটা ধরলে ভাঙবে বলো, ওটা করলে, 'না'।
আমার খুশীমত কিছুই করতে গেলে বাধা
ছোট্ট বলেই আমায় বকো তাইতো লাগে ধাঁধা
শুধু, কাঁদলে পরেই চুমা দিয়ে বলো, 'কাঁদিস্ না' ॥

অরুণ সেন

৪৮৪

দূরে বহুদূরে—
কুহেলীবিলীন স্বপ্ন-সীমানা পেরিয়ে
যেখানে আঁধার নেই
ওগো বন্ধু আমায় সেইখানে নিয়ে চলো ॥
যেখানে কান্না নেই, শুধু হাসি শুধু হাসি
শুধু হরষেপুলকে আনন্দ রাশি রাশি

মাটির পৃথিবী এখানেই পড়ে থাক
ওগো বন্ধু আমায় সেইখানে নিয়ে চলো ॥
ওগো বন্ধু আমায় সেইখানে নিয়ে চলো
যেখানে শুধুই ফোটে ফুল, কখনো যায় না ঝরে
যেখানে অনাদিকালের বিরহ চলে মিলনের হাত ধরে ॥
যেখানে বিষাদ নেই, শুধু চিত্তজয়ের গান
শুধু খুশির তুফান তোলে অমৃতের কলতান
পিছনের টানে আর কি হৃদয় ভোলে
ওগো বন্ধু আমায় সেইখানে নিয়ে চলো ॥

অরুণ সেন

৪৮৫

কখনো মন বলে, 'যাই, সব ছেড়ে হারিয়ে যাবো
কোন এক অচিন দেশে ভাবনায় শান্তি পাবো ॥'
কোথা সে অচিন দেশ কিবা তার নাম না-জানা
কেউ তো বাঁধেনি আমায় তবে কিসের মানা।
উড়ে যেতে বাধা নেই তাই, মন বলে, হারিয়ে যাবো ॥
তবু মনের অগোচরে হাজার দ্বন্দ্ব দেয় দোলা
কিছু যে নতুন চাই, ভাবনা করে উতলা।
কোথা সে নতুন ঘর কে জানে কোথায় জানা নেই
কোন দিন মেঘের মতন উধাও হতে মানা নেই।
ঠিকানা চেওনা আমার, আকাশে মিলিয়ে যাবো ॥

অরুণ সেন

৪৮৬

আজও বারে বারে মনে পড়ে তারে
আঁখি দুটি কেন জলে ভ'রে যায় গো।
পথ চেয়ে থাকি সে আসিবে নাকি
যে পরাবে রাখি সোহাগে আমায় গো ॥
বেলা যে ফুরালো তিথি যে হারালো
স্মৃতি হ'য়ে সবই জেগে থাকে হায় গো ॥

যার পথ চেয়ে আছ বেদনা স'য়ে
সে কেন এলো না আজো আমারি হ'য়ে।
ফুলেরই মেলাতে রঙেরই খেলাতে
গোধূলি বেলা যে কালো মেঘে ছায় গো॥

লক্ষ্মীকান্ত রায়

৪৮৭

শূন্য মনের কোনে একটি কথাই শুধু কাঁদে বার বার
'তুমি নেই, তুমি নেই, তুমি নেই আর॥'
কি জানি কোথায় কবে গেছো হারিয়ে
আমি আছি হারানোর বেদনা নিয়ে
সব যদি কেড়ে নিলে, এটুকুও নাও তুমি এই ব্যথাভার॥
কাছে পেয়ে হারানোর বেদনা কি যে, সে তো আমি বুঝেছি
এ ভাঙা দেউলে তাই শুধু তোমাকেই, ওগো আমি খুঁজেছি
এই যদি পরিণাম, কেন গো এ মন
সাধ ক'রে মেনে নেয় নিজের দহন
আগুনের রঙ দেখে কেন ভুলে যাই বলো, কত জ্বালা তার॥

লক্ষ্মীকান্ত রায়

৪৮৮

যদি ডাকো,—হৃদয়-পাগল-করা ডাকে ডাকো।
ঝরণার সুর হয়ে, ঝঞ্ঝার বেগ নিয়ে, আমার ব্যর্থতাকে ঢাকো॥
যদি চাও, সাগরের মত ভালবেসে তরঙ্গে তরঙ্গে মনকে নাচাও,
ঝিকমিক সূর্যের সাতরঙ রশ্মি নিয়ে আমার দুচোখে আঁকো॥
যদি দাও তোমার ও মন কাছে এসে, অশান্ত বসন্তে নিজেকে কাঁদাও,
দুর্বার দুর্জয় দুঃখের সঙ্গী হয়ে জীবন-সঙ্গীতে ঝঙ্কৃতে থাকো॥

মিল্টু ঘোষ

৪৮৯

মেঘে যেমন বৃষ্টি আছে, অপবাদে মিষ্টি আছে
যদি তা সইতে পারা যায়,
পড়সীদের দৃষ্টি আছে, প্রেমে অনাসৃষ্টি আছে
যদি না বইতে পারা যায়॥

যে-ফুলে কাঁটা আছে, তাতেই আছে মধু,
কলঙ্কিনী-নাম না নিলে কিসের তুমি বঁধু,
ভালবাসায় দ্বন্দ্ব আছে, তবু আনন্দ আছে—
যদি বুকে বইতে পারা যায় ॥
যে নদীর ভাঁটা আছে তাতেই আছে ঢেউ,
নিজেকে না চিনিয়ে দিলে চিনবে না তো কেউ,
মন হারানোর অর্থ আছে কিছু অনর্থ আছে
তবু তাকে সইতে পারা যায় ॥

মিল্টু ঘোষ

৪৯০

সান্ত্বনা, তুমি আমার সান্ত্বনা।
যদি না এমন করে যেতে তুমি দূরে স'রে,—
এই কথা এ-মন কখনো জানতো না ॥
যখন ছিলে কাছে কাছে অনায়াসে
ভাবিনি এ মন তোমাকেই এত গভীর ভালবাসে
কোনদিনও কিছু কারণেই, পিছু
তোমাকে যে মন টানতো না ॥
সান্ত্বনা, একবার ফিরে চাও,
যে বীজ গোপনে করেছো রোপন এ হৃদয়ে দেখে যাও।
এখন আমি সবেতেই তুমি-ছাড়া,
যা কিছু আমার, তোমাতেই যেন হয়ে আছে সব হারা।
যে কথাই বলি, যা কিছুই করি,
হৃদয় এখন শান্ত না ॥

মিল্টু ঘোষ

৪৯১

আগামীর চোখে আমার স্বপ্ন আঁকি
যা কিছু আমার, তোমার বলেই সঞ্চয় করে রাখি ॥
নতুন পথিক পাথেয় নিয়ো গো চিনে,
বেঁধো না বেঁধো না আমাকে গো কোন ঋণে,
আমার সূর্য অস্ত বেলায় তোমায় যায় যে ডাকি ॥

দিন চলে যাবে রাত্রির পথ ধরে,
কি হবে সে যাওয়া-দিনের হিসেব করে।
আসবে সময় তুমিও বিদায় নেবে,
সঞ্চয়-যত আগামীকে তুলে দেবে,
সেই তো তোমায় পূর্ণ করবে যদি থাকে কিছু বাকি ॥

মিন্টু ঘোষ

৪৯২

ও আকাশ সোনা সোনা এ মাটি সবুজ সবুজ
নতুন রঙের ছোঁওয়ায় হৃদয় রেঙেছে,
আলোর জোয়ারে খুশীর বাঁধ ভেঙেছে ॥
এই আছি এই নেই আমি যেন পাখি, মেলে পাখনা—
সীমানার সীমা ছেড়ে যাই দূর প্রান্তে,
নীড় একা পড়ে থাক্ থাক্না।
এ মাটি সবুজ সবুজ, এ হৃদয় অবুঝ অবুঝ,
নতুন রঙের ··· ··· খুশীর বাঁধ ভেঙেছে ॥
যায় যদি যাক্ এই মন হারিয়েই যাক্না,
নিষেধের মানা নেই—
ঐ নীল শূন্যের সব সীমা ছাড়িয়ে যাক্না।
এ বাতাস খুশী খুশী ও পলাশ-হাসি হাসি
নতুন রঙের ··· ··· খুশীর বাঁধ ভেঙেছে ॥

মিন্টু ঘোষ

৪৯৩

ফুলের আখরে ফাগুনের বনছায় (আমি) স্বাক্ষর রেখে যাবো।
শিশির-আখরে সবুজ তৃণের গায় (আমি) স্বাক্ষর রেখে যাবো ॥
আমার গানে যে বাজাবে অলির বেণু, স্মৃতির সুরভি ছড়াবে ফুলের রেণু,
মেঘের আখরে আকাশের আঙিনায় (আমি) স্বাক্ষর রেখে যাবো ॥
পায়ের চিহ্ন তৃণে যায় জানি ঢেকে,
এ ভুবনে তবু কিছু স্মৃতি যাবো রেখে।
আমার লেখনী ক্লান্ত যেদিন হবে জানিনা আমায় মনে রবে কিনা রবে,
প্রীতির আখরে মোর যত গীতিকায় (আমি) স্বাক্ষর রেখে যাবো ॥*

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

৪৭৪

তুমি মেঘলা-দিনের নীল আকাশের স্বপ্ন আমার মনে।
তুমি আলোকপিয়াসী-রাতের তিয়াসা নিবিড় আঁধার ক্ষণে ॥
তুমি ভ্রমরে ফুলেতে কানে-কানে কওয়া কথা,
তুমি ফাগুন বেলার স্বপ্নের আকুলতা,
তুমি কুহু ও কেকার মিলন-গীতিকা মাধবীর বনে বনে ॥
তুমি পথিক জনের চলার প্রেরণা ওগো।
তুমি শিশিরের লাগি পথ-চেয়ে-থাকা-তৃণের সাধনা ওগো।
তুমি সুদূর মাটিতে আকাশের ভালবাসা,
তুমি নতুন পাতায় সবুজ হবার আশা,
তুমি রাধার বুকের কানু-তৃষা ওগো প্রেমের বৃন্দাবনে ॥*

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

৪৭৫

যে গান তোমায় আমি শোনাতে চেয়েছি বারেবার,—
সে যেন গো সাথীহারা বিরহী কুহুর হাহাকার ॥
তুমি তো বোঝোনি ওগো কেন এ কাঁদা,
বোঝোনি জীবনে মোর কত যে বাধা,
আলো মোর বারেবারে ছায়ার কাছে যে মানে হার ॥
শেষ করে দিতে চাই এই একা-থাকা,
হাসির আড়ালে আর যায় না মনের ব্যথা ঢাকা।
কাঁটা হতে চাইনি গো তোমার পথে—
ভালবেসে গেছি তাই আড়াল হ'তে,
দাও আজ কাছে থেকে ভালবাসিবার অধিকার ॥*

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

৪৭৬

সোনালী চম্পা আর রূপালী চন্দ্রকলা, শোনো গো বলি—
আমার বঁধুর নাম আমি কি রেখেছি, জানো? কৃষ্ণকলি ॥
চোখে তার তটিনী ঢেউ যে তোলে, গানে তার পাখিদের কূজন দোলে,
এ প্রাণ মুখর করে তার কাকলি ॥

প্রহরের পর কত প্রহর গিয়েছে চলে
ভ'রে গেছে এ সবুজ মন।
বরষার মেঘ-বেশে ফাগুনের স্বপ্নে সে
দিয়েছে রঙিন করে আমার ভুবন।
প্রাণে মোর যেন সে ছন্দে গানে, উচ্ছল সাগরের বন্যা আনে,
সুপ্ত এ মন তাই ওঠে উছলি ॥*

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

৪৯৭

মুক্তোছড়া নেইকো কন্যা, নেইকো মতির হার,
মনের মুক্তো দিলাম তোমায়,—গ'ড়ো অলঙ্কার ॥
গন্ধরাজের গন্ধে তোমার ও মন দেবো ভ'রে,
পারিজাতের রঙে তোমায় দেবো বিভোর ক'রে,
আর দেবো মোর হৃদয়খানি তোমায় উপহার ॥
আমার ফাগুন দিয়ে তুমি পরাণ ভ'রে নিও,
বিনিময়ে তোমার শ্রাবণ না হয় মোরে দিও।
বেঁধেছি গো কন্যা তোমায় আমার মনের মাঝে,
তবু তোমার মনের নাগাল আজও পেলাম না যে,
দিলাম সবই উজাড় ক'রে যা ছিল আমার ॥*

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

৪৯৮

এই নিরিবিলি স্বর্ণালী সন্ধ্যায়—
মন যায় হারিয়ে, আকাশের ছায়াপথ ছাড়িয়ে,
দেখো তন্দ্রাহারা ঐ সন্ধ্যা তারা
তোমায় আমায় ডাক দিয়ে যায় ॥
চেয়ে দেখ একরাশ রজনীগন্ধা ঝরানো,
দূরের মহুয়াবন খেয়াল খুশীতে ভরানো,
তোমার আমার মন হয় যদি উন্মন হোক্‌না
এই ঘুম নিঃঝুম নিরালয় ॥
এই স্বর্ণালী নিরিবিলি সন্ধ্যায় আমার আকুল প্রাণ ভরেছে,
তোমার মনের যত কথা আজ রূপকথা হয়ে যেন ঝরেছে।

যদি আমি একবার এমনি সন্ধ্যালগনে
তোমায় একটি নামে ডেকে যাই শুধু গোপনে,
আমার একটি গান দেয় মুছে অভিমান, দিকনা—
এই উচ্ছল বনছায় ॥*

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

৪৯৯

কৈলাশ হতে বাপের বাড়ি এসেছে পার্বতী
সঙ্গে গণেশ কার্ত্তিক আর লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
ষষ্ঠীর দিন অধিবাসের কাঁসর ঘণ্টা বাজে,
সপ্তমীতে কলাবৌ সাজলো বধূর সাজে,
আর সেজেছে বরষ পরে আজকে বসুমতী ॥
অষ্টমীতে সন্ধি পূজার লগ্ন এলে পরে
শতেক পিদিম জেলে মায়ের পূজো ঘরে-ঘরে,
শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে হ'ল যে আরতি ॥
যেই নবমীর ছায়া নামে আকাশ বাতাস জুড়ে,—
সবার যেন মন ভরে যায় বিষাদেরই সুরে,
বিজয়াতে বাপের বাড়ি ফিরবে ভগবতী ॥*

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

৫০০

ঝুঁটি-বাঁধা কাকাতুয়া আয় না ধরেছে খোকন সোনা বায়না।
(তোকে) রূপার ঝুমকো দেবো গড়িয়ে,
দু'চোখে কাজল দেবো পরিয়ে ॥
সোনার খাঁচায় তুই থাকবি খোকন-সোনার মন-রাখবি
(তোর) মধুর-বুলিতে দিবি আমার 'সোনার' মন ভরিয়ে ॥
ঝুটি-বাঁধা কাকাতুয়া আয় না কাছে
(দেবো) স্যাকরার দোকানে যা গয়না আছে।
বন থেকে উড়ে চলে আসবি,
আমার 'সোনাকে' ভালবাসবি,
(তোকে) শেখাবো নতুন বুলি খোকার প্রথমভাগ পড়িয়ে ॥

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

৫০১

মন চায় এক ছুটে আকাশটা পার হই
মন চায় একরাশ ফুলের বাহার হই ॥
মন চায় ঐ ভ্রমরের সাথী হতে মন চায় শেষ প্রহরের বাতি হতে,
মন চায় একটানা সুরের সেতার হই ॥
মন চায় এক ঝাঁক হাঁসের পালক হই মন চায় এক ফালি চাঁদের আলোক হই
মন চায় একমুঠো স্বপ্ন সোনার হই ॥
মন চায় লাল পলাশের রেনু হতে মন চায় ঝোড়ো বাতাসের বেণু হতে
মন চায়, একবার শুধুই তোমার হই ॥*

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

৫০২

যদি বলি, 'তোমার দু'চোখ সাগর-তীরের ঝিনুক দুটির মতো।'
তুমি বলো, 'না, ওগো না, অমন ক'রে আমায় তুমি লজ্জা দিও না,
আমার দু'চোখ আমার মতই থাক,
শুধু তোমায় দেখেই বিভোর হয়ে যাক ॥'
যদি বলি, 'তোমার হাসি নতুন ভোরের শিউলি-কুঁড়ির মতো।'
তুমি বলো, 'না, ওগো না, কোথাও এমন তুলনা মোর খুঁজতে চেয়ো না,
আমার হাসি আমার ঠোঁটেই থাক,
শুধু তোমার খুশীর পরশটুকু পাক ॥'
যদি বলি, 'তোমার ও রঙ ফাগুন দিনের কনক চাঁপার মতো।'
তুমি বলো, 'না, ওগো না, এত বেশী রঙিন করে আশায় এঁকো না,
আমার যা রঙ আমার মতোই থাক,
শুধু তোমার ছোঁওয়ায় সে আজ রেঙে যাক ॥'
যদি বলি, 'তোমার চরণ আলতা-রাঙা পদ্মফুলের মতো।'
তুমি বলো, 'না, ওগো না, দোহাই, তুমি আমায় নিয়ে কাব্য করো না,
আমার চরণ আমার মতই থাক্,
শুধু তোমার তালেই নূপুর বেজে যাক্ ॥'*

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

৫০৩

আগামী পৃথিবী কোন সঙ্কেতে ডাকে আমায়।
বলে, আঁধার অতীত পিছে ফেলে রেখে, আলোয় আয় ॥'
স্বপ্নে দেখ নব জীবনের নতুন ভোর উষার সূর্য কাটিয়ে দিক সুপ্তি ঘোর
যত ক্লান্ত-স্মৃতির শ্রান্তি দুহাতে মুছিয়ে যায় ॥
আর শুকনো পাতার ঝরার কান্না শুনবো না,
খসে-পড়া-তারা রাত জেগে আর গুনবো না ॥
অযুত আশার উদ্বেল ঢেউয়ে হারিয়ে যাই
কোন্ সবুজ দূতের পদসঞ্চার শুনতে পাই
সে যে নতুন বাঁশির নতুন রাগিনী শোনাতে চায় ॥'*

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

৫০৪

কিছু কিছু কথা আছে সে কথা কাউকে বলা যায় না।
মৌন মনের কোণে নীরবে প্রহর গোনে, কিছুতে মুখর হতে চায় না
সে-কথা কাউকে বলা যায় না ॥
কেন যে ফাগুন শেষে ব্যাকুল বাদল আসে,
কেন যে আলোর খেয়া আবার আঁধারে ভাসে?
প্রশ্নের ঢেউ গুনে কেন জাগে নয়নের আয়না,
সে কথা কাউকে বলা যায় না ॥
টলোমলো অশ্রু চোখে, অধরে একটুখানি হাসি,
এ ছবির মানে তুমি বোঝো না, কেন তবু বলো ভালবাসি?
কেন যে হিসাব রাখি বেহিসেবী এ জীবনে,
নিজেরে হারিয়ে নিতি খুঁজে মরি অকারণে?
বেহুইন স্বপ্নেরা কেন যে সত্যি হতে পায় না,—
সে-কথা কাউকে বলা যায় না ॥

শান্তিময় কারফরমা

৫০৫

প্রদীপ চেনে পতঙ্গকে, ঝড় চেনে অরণ্য।
সকল চেনায় চেনা তুমি, তুমি যে অনন্ত ॥

ময়ূর চেনে মেঘের ছায়া, চকোর চেনে চাঁদের মায়া
ভুলের চেনা ফুলের ভুবন ফুল ঝরাবার জন্য ॥
সজল রাতের স্বপ্ন দিয়ে শুধেছি সব দেনা;
তুমি আমার চেনার-চেয়ে-অনেক-বেশী চেনা।
বাঁশির চেনা ব্রজের বালা, হাসির চেনা অশ্রুমালা,
কূলের চেনা কলঙ্কে তাই—কালিন্দী যে ধন্য ॥

শান্তিময় কারফরমা

৫০৬

হয়তো আমার ফেরা হবেনা—আকাশকে বলে গেছি,—চাঁদ উঠবে।
হয়তো আমার ফেরা হবেনা বকুলকে বলে গেছি,—সেও ফুটবে ॥
কোনদিন খেয়ালের ভুলে, বাতায়ন যদি রাখো খুলে
ভাবনা তোমার চুরি করে—হাওয়া ছুটবে ॥
এ কেমন চলে যাওয়া নিজেকে লুকিয়ে রেখে আড়ালে ;
ইংগিতে সাড়া দেওয়া আনমনে তুমি একা দাঁড়ালে।
কোনদিন আঁধারের মাঝে চেয়ে থাকো যদি বিনা কাজে,
স্বপ্ন হয়ে জোনাকিরা—এসে জুটবে ॥

শান্তিময় কারফরমা

৫০৭

নিয়তি আমার প্রথম নায়িকা, তুমি দ্বিতীয়া।
নিয়তির হাতে ভাগ্য আমার, তোমায় দিয়েছি হিয়া ॥
কেন ধরা দিয়ে সরে যেতে চাই,
নিজে জ্বলি, আর তোমাকে জ্বালাই ?
উত্তর খুঁজে শুধু ভুল বুঝে মরমে মরেছ মরমিয়া ॥
তোমার গোলাপে কাঁটা হয়ে থাকে নিয়তি।
পাথায় পাথায় রক্ত ঝরায় প্রণয়ের প্রজাপতি।
কেন ভালবাসা আনে দ্বিধা ভয়।
আলো নিভে যায় সুখের সময় ?
জিজ্ঞাসা এঁকে দুটি বোবা চোখে, দরদে কেঁদেছ দরদিয়া ॥

শান্তিময় কারফরমা

৫০৮

সে তো ঘরে বন্দী থাকে, সঙ্গ আমার পায় না।
তবু কেন আমার রাধার কলঙ্ক আর যায় না॥
কথনো নিশি রাতে বাজেনি বিষের বাঁশি,
শাসনের শিকল যে তার চরণে জড়ায় ফাঁসি,
কি দোষে নিন্দুকে তার মন্দ ছাড়া গায় না॥
প্রিয়-নামে ডাকেনি সে সবার মাঝে,
শুধু সে দিয়েছে মন গোপনে আধো লাজে।
এখনো আমার হয়ে আছে সে ঘরের কোণে,
আমারি চিত্রলেখা জড়ায়ে আলিঙ্গনে,
আমি চাই শান্তি সে পাক, অন্যে কেন চায় না॥

নীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

৫০৯

রাত্রির পৃথিবী যখন, অঙ্গে অঙ্গে রাঙা সূর্যের আলোটুকু মাখবে
আমার সকাল হ'তে তখনো অনেক দেরী থাকবে॥
একটি দিনের হাসি কান্না নিয়ে সূর্য এগিয়ে যাবে পূব ছাড়িয়ে
গোধূলি আখরে কত নতুন কাহিনী লিখে রাখবে
আমার সকাল হ'তে তখনো অনেক দেরী থাকবে॥
তারপর দিনটাকে ধুয়ে মুছে ফেলে
আকাশ মায়াবী হবে আঁধার আঁচলে।
এমনি করেই দিনরাত্রি যাবে হৃদয় সকাল খুঁজে পথ হারাবে
আমার সকাল হবে সেদিন, যেদিন তুমি ডাকবে
আকাশে সকাল হ'তে হয়ত তখনো দেরী থাকবে॥

জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

৫১০

কথনো কথনো মাটির প্রদীপ সূর্যশক্তি পায়
তার সে আলো ছড়িয়ে পড়ে ঘরের দেয়াল তুচ্ছ ক'রে
ঐ আকাশ যে ভেসে যায়॥

কখনো কখনো ভোরের শিশিরে সমুদ্র ঢেউ দোলে
নিমেষে বিশাল শিশির বিন্দু ক্ষুদ্রাতাটুকু ভোলে
সারাটি আকাশ ধরা পড়ে সেই উজ্জ্বল মুকুতায় ॥
বন্ধ পলকে অন্ধ দু'চোখ তবু তো আয়না হয়
পৃথিবী তখন জানে, তার কাছে লুকানো সহজ নয়।
কখনো কখনো ভীরু অন্তর অনন্ত আলো মেখে
কি অবহেলায় ভাঙে যে আঁধার ভয়কে পিছনে রেখে
ধরা বাঁধা এই ধরার বাঁশিতে ঝড়ের গান শোনায় ॥

জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

৫১১

আমি চাই না বকুল নিতে দূর থেকে তার গন্ধ গেলেই খুশি
বীণা নাই যদি পাই হাতে এই অন্তরে সেই ছন্দ পেলেই খুশি ॥
আমি স্বপ্নে দেখি ভোর চোখে থাক না ঘুমের ঘোর
আমি সুখের কল্পনাতে মনে সূর্য তারা চন্দ্র জ্বেলেই খুশি ॥
পথ চলেছে আমার আপন মন
ঠিকানাতে নেই তো প্রয়োজন।
তুমি বন্ধ রেখো দ্বার আমি মানবো না তো হার
আমি চাইনা কাছে যেতে শুধু প্রেমের আলোয় অন্ধ হ'লেই খুশি ॥

জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

৫১২

পৃথিবী, আমার এ মিনতি রাখো—
মধুময় এই শুভখন যেন এখনি পোহায় নাকো।
আকাশ, তোমার তারার দীপালি জ্বালো
বাতাস, বাজাও বাঁশীতে প্রাণের সুর
প্রহর, তুমি গো সুধা-মৌসুমী ঢালো
আলো আর গানে আরো কাছে আনো দূর—
এই রাত, নয়নে আমার স্বপ্ন-কাজল আঁকো ॥
আজি এই মনে স্মৃতির সুরভি ঝরে
মায়াবিনী রাত তাই কি উতলা করে।

মন, ওগো তুমি উন্মনা বুঝি তাই
হৃদয়, তুমি-সে তাই কি আবেশে দোলো
প্রেম, তোমা কেন বৃথা শুধু খুঁজি হায়
নিজে এসে তুমি আপন পাপড়ি খোলো—
ভালবাসা, ওগো জীবনে আমার মণিদীপ হয়ে থাকো ।।

মিহিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫১৩

নিশিদিন শুধু থাকি এ নয়ন মেলে   বল কার পথ চেয়ে
দুয়ারে আমার রাখি যে প্রদীপ জ্বেলে   কি জানি কি সাড়া পেয়ে ।।
সে প্রদীপ হায় নিভে নিভে যায় ঝড়ে   আঁখি দুটি ঘুম হারা
হৃদয়ে এ কোন্ ঢেউ শুধু ওঠে-পড়ে   উচ্ছল জলধারা—
দরদিয়া, এই ব্যথার তুফান ঠেলে এসো তুমি তরী বেয়ে ।।
মালার শপথ সে কি হায় কভু টুটে
বেদনা বিরহে যত ফুল তার ফুটে ।
তবু কেন মন কাঁদে অনুখন   শুধু নীরবে প্রহর গোনে
আশা-নদী এই মরুতেই করে ধু ধু   নিরাশার ক্রন্দনে
মরমিয়া, তব প্রণয়ের ফোটা ফুলে বালুচর যাক্ ছেয়ে ।।

মিহিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫১৪

প্রদীপ ধরে দাঁড়িয়েছিলেম যখন অন্ধকারে
ভাঙন, তুমি তখন কেন এলে আমার দ্বারে ?
আমি কি চেয়েছিলেম, আশ্বিনে ঝড়
ভেঙে দিক জীবনের খুশীর বাসর,
তবে কেন ভাঙল স্বপন করুণ হাহাকারে ?
আঁধার ঘরেই বসতি মোর আলোর আশা করে
দুঃখ সুখের জোয়ার ভাঁটায় হৃদয় রাখি ধরে ।
তাই বুঝিনে কেন এসে গোলক ধাঁধায়
বিজন সাঁঝে ভাঙন-বধূ এমন কাঁদায়,
অমা রাতের পায়ের ধ্বনি শোনায় চুপিসাড়ে ।।

মনীশ ঘোষ

৫১৫

হারিয়ে জীবনের সব অধিকার
সময় হয়েছে আজ বিদায় নেবার।
বিদায় নিতে জানি ভেঙে যায় বুক
তবুও বিদায় সন্ধ্যা নামছে নামুক,
আলোর পালা-শেষে নামুক আঁধার ॥
এই যে চলেছে কাল দুরন্ত গতি
তার কাছে হার মেনে করি প্রণতি।
ভুলে ভুলে ফেলে এসে অনেক প্রহর
এ জীবনে আমি আজ মরণ দোসর,
সেই মরণেরি ডাকে এই অভিসার ॥

মনীশ ঘোষ

৫১৬

(এই) আশা-নদীর কূলে ও তরী ভেড়ালে
কে তুমি জানি না সাথী, কে আমারে তুমি ডাক দিলে।
জানি না সে কি সোনার হরিণ-স্বপন
হৃদয়ে আমার করেছে বপন
কিছু বোঝা না বোঝার বাণী লুকায়েছে আড়ালে ॥
অন্তবিহীন হলাম আশা-নিরাশার দোলায়
কখন নিজেরে দিলাম নিজেরই সে পিয়াসায়।
বুঝি না যদিও বাঁধি খেয়া কোন তীরে
আলো না আঁধার পারে
শুধু ভেবে চলি সংজ্ঞা হারাই আমি যে অন্তরালে ॥*

অজয় দাস

৫১৭

তিল তিল করে এক তিলোত্তমা কে প্রথম গড়েছিল, জানি না।
কার অঙ্গে অঙ্গে এই রূপের তরঙ্গ ঝরে ঝরে পড়েছিল, জানি না ॥
উর্বশী অপ্‌সরা কিন্নরীকে
কখনও দেখি নি আমি নিজের চোখে,
তাদের দু'চোখে চোখ রেখে যে সেদিন কে প্রথম মরেছিল, জানি না ॥

একটি ছবি সে শুধু যত্ন করে আমার মনেতে আমি রেখেছি ধরে।
অজন্তা ইলোরার ছন্দ নিয়ে
কথন সে চলে গেছে গান শুনিয়ে,
থের কিনারে তার হয়তো সে দিন কত ফুল ঝরেছিল, জানি না ।।

শঙ্কর বসু

৫১৮

ও বাউল ! কী খুঁজে বেড়াও পথে পথে,
মনে কার কর অন্বেষণ,
নিজেকে নিঃস্ব করে কোন্ সে পরম ধন ?
তখন বউল হেসে কয়,—"কথা সহজ তেমন নয়,
যারে আমি খুঁজে মরি, সে আমাতেই রয়
তারে ধরিতে গেলে দেয় না ধরা শুধু কানামাছি খেলা সারাক্ষণ ।।'
ও বাউল ! চোখের বাঁধন খুলে ফেলে দেখ চারিধার
কত অরণ্য কান্তার আর বিচিত্র সংসার
চোখ বেঁধে এই ভবের মজা দেখতে পাওয়া ভার।
তখন বাউল কেঁদে কয়,—"আমাতেই ভাবের সমন্বয়
চোখ বাঁধিলে মনের চোখেই হয় সে জ্যোতির্ময়,
আমি একতারার ঐ একটি সুরে সেই সে পথে করি সঞ্চরণ ।।

দিনেন্দ্র চৌধুরী

৫১৯

হঠাৎ ঝড় হলো বিনা আয়োজনে
চুরমার হয়ে গেল ঘর-মন-স্বপ্ন
যা ছিল একান্ত এই সাধের জীবনে ।।
সেই থেকে ঘুরে ঘুরে মরা নাগরীক ভীরে
আহত বিহঙ্গ মন পারে না তো ফিরে যেতে নীড়ে,
সেই তাল নারকেল আর ঝিঁঝিঁ ডাকা বেতসের বনে,
যা ছিল একান্ত এই সাধের জীবনে ।।

মেঘে ঢাকা তারা হাসে মেঘ সরে গেলে,
আকাশ রূপসী হয় গা ধুয়ে বিকেলে।
তবে তো আবার পাবো চাঁদের আকাশ
হৃদয় ভরিয়ে দেবে রূপশালী ধানের সুবাস
ভরবো মনের কোন্ সীমাহীন পদ্মার মাঝিদের গানে
যা ছিল একান্ত এই সাধের জীবনে ॥

দিনেন্দ্র চৌধুরী

৫২০

এখন যখন তোমায় পেলাম ফুলের শাখায় বসন্ত
আকাশ মেঘে মেঘলা হলেও হৃদয় রঙিন-দিগন্ত ॥
এখন যখন তোমায় পেলাম তোমার মাঝেই হারিয়ে গেলাম
বাধার সাগর আঁধার হলেও প্রেমের সাগর অনন্ত ॥
এখন যখন তোমায় পেলাম কাঁটার সে পথ পেরিয়ে এলাম
লজ্জা পায়ে-নূপুর হলেও ইচ্ছাতে নেই সীমান্ত ॥
এখন যখন তোমায় পেলাম আমার হৃদয় তোমায় দিলাম
কান্না হাসির দোলন লেগে মৃত্যু হল জীবন্ত ॥

দিনেন্দ্র চৌধুরী

৫২১

এ রাত আমার নয়।
চাঁদকে বলো সরে যেতে অন্য কোন পৃথিবীতে,
ফুলকে বলো যেন না ফোটে আর আমার দুঃখের সরণীতে ॥
বাতাসকে ডেকে বলো সে যেন এখন আসে না আমার দুয়ারে,
মিথ্যে দোলায় তার কি হবে দুলে; মন যার ভরা হাহাকারে?
অমি তো জেনেছি, পথ এই বেদনার আমাকেই হবে পাড়ি দিতে ॥
আমার রাত্রি যাক হারানো প্রেমের সংলাপে
কিছু ব্যথা কিছু অনুতাপে।
প্রহরকে ডেকে বলো সে যেন ফুরায় আমি যে পারি না সহিতে
শূন্য দু'চোখে মোর স্বপ্ন প্রদীপ জ্বলে শুধু আমাকে দহিতে।
আমি তো জেনেছি, সুখ সে আমার নয়, দুঃখ হবে সয়ে নিতে ॥

মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৫২২

কলের বাঁশি বাজলো কলে ফুঁ, আকাশ চিরে উঠছে কালো ধুঁ ॥
জ্বলছে আলো চিমনি তলে, গলছে লোহা পলে পলে,
খাটছে মানুষ হাতে কলে—নেই তো মুখে টু ॥
কাজের মানুষ কাজেই গড়ে দিন
দু'চোখে তার স্বপ্ন দোলে সোনালী রঙিন।
জানি না কি কপাল দোষে আমার কপাল রইল বসে
আমি প্রজা, রাজার চোখে হলাম আমি কু ॥

মৃণাল বন্দোপাধ্যায়

৫২৩

বন্ধু, তুমি আমায় সেদিন খুঁজো—
বুঝবে যে দিন আমি তোমার, কে,—
ঠিকানা মোর রইল 'ভালবাসা', পথ দেখাবে সে দিন জেনো সে ॥
চেনা পথের-ধারগুলোকে দেখে
আমার সাড়া না পাও যদি ডেকে,
দেখো, ঐ মনেরই আলোছায়ার মাঝে দাঁড়িয়ে আমি যে ॥
পথের-কাঁটা আজকে না হয় আমি জানি, সে দিন হবো অনেক বেশী দামী।
ক্লান্ত তোমার চরণ যদি থামে,
ঐ দু'চোখে অশ্রু বাদল নামে,
জেনো, সেই বিরহেই সফল হবো আমি সেদিন জানি যে ॥

মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৫২৪

আমার মনের মেঘলা আকাশে এতটুকু নেই রৌদ্র ছায়া
অবসন্ন জীবন, ক্লান্ত দিন—বড় একা, আমি বড় একা ॥
তুমি যে আসবে তার আশা নেই এ ব্যথা বোঝাবো তার ভাষা নেই
অবরুদ্ধ মনকে বাঁধ ভেঙে দিতে তাই অকারণ পত্র লেখা ॥
জানি তোমার কাছ থেকে পাবো না তো কোন উত্তর
জানি সব মিছে এই সুর এই স্বর স্বাক্ষর।
একদিন যে বাঁধন ছিল ছিন্ন তোমার হৃদয়ে নেই তার চিহ্ন
তবু জেনে রাখো নিরুপায় দুটি চোখ আজো চায় তোমার দেখা ॥

আভা দেব

৫২৫

কে যেন পথের মাঝে ফেলেছিল ফুল,
আমি তারে তুলে এনে মালা গেঁথেছি।
কে যেন বীণার তার বেঁধেছিল ভুল
আমি সেই পর্দায় গান সেধেছি ॥
আমার এ জীবনের এমনি এ খেলা,
সূর্য ওঠার আগে ফুরায়েছে বেলা,
সব পাখি ঘরে ফেরে গুন গুন গুন,
নীড়হারা হয়ে আমি কেবলই ব্যাকুল ॥
একদা তোমারই প্রেমের আকাশে
রামধনু-রঙ হাসতো বাতাসে,
আজ সবই স্মৃতি শুধু ঝিলমিল মিল
মেঘে-ঢাকা স্বপ্ন মোর হয়েছে আকুল ॥

সুহাস চৌধুরী

৫২৬

মা গো জননী সোনার বরণী তোমারই গান গাই
তোমারই বুকে দুঃখে সুখে অমৃতের সন্ধান পাই ॥
কখনো কখনো নেমে আসে আঁধার রজনী,
ঝঞ্ঝা-প্লাবন ডোবায় মোদের আশার তরণী
তখন, তোমায় মাগো স্মরণ ক'রে কূলের পানে ধাই ॥
বাহিরে শত্রু ভিতরে শত্রু রক্তে তোমার খেলা খেলে,
তাদেরই রুখতে লাখো ছেলে, মা জীবন দিল অবহেলে।
বাতাসে বাতাসে ভেসে আসে তোমারই আহ্বান
প্রান্তরে বন্দরে মিলি সবাই মোরা, ভুলি সব ব্যবধান,
তখন কোথায় যে জনে জনে দারুণ শক্তি পাই ॥

সুহাস চৌধুরী

৫২৭

মিছিল, মিছিল চলছে মিছিল।
দীর্ঘপথ, দগ্ধদিন, পায়ে চলার এই মিছিল।
ক্লান্তিহীন অন্তহীন প্রতিবাদের এই মিছিল ॥

যুদ্ধবাজ সরে দাঁড়াও কে আছ বন্ধু হাত বাড়াও
মিছিল, মিছিল, চলেছে মিছিল ॥
এই মিছিল সব-হারাদের সব পাওয়ার এই মিছিল
শিশুহারা জননী, তার চোখের জল এই মিছিল।
দিকে দিকে কারা মোদের কণ্ঠরোধ করতে চায়
ফুলে ফুলে সাজানো ঘর শূন্যতায় ভরতে চায়।
আর নিদ্রা নয় নিদ্রা নয় স্বাধীনতার সুরে মিলি
সংশয়ের সঙ্কোচের বাধা ছিড়ে এসো মিলি
মিছিল, মিছিল, চলেছে মিছিল ॥
এই মিছিল তোমার আমার দুঃখ-জয়ের এই মিছিল
স্বাধীনতা শান্তি সুখ প্রেমের গান এই মিছিল ॥

সুহাস চৌধুরী

৫২৮

আঁচলে ঢাকা মন সখি, যতনে রেখো
দেখে ফেলে না যেন কেউ, সরমে ঢেকো ॥
যদিও প্রান্তরে প্রান্তরে ডাকে নাম ধরে নাম ধরে,
আলোয় দেখা না দিয়ে আঁধারে থেকো ॥
মনের দরজা খুলো, মন খুলো না,
মিথ্যে আশায় সখি ভুলো না ভুলো না।
চোখের জলের যে ভাষা জেনো সত্যি ভালবাসা
(সখি) কলঙ্কের কালি থেকে দূরেই থেকো ॥

মনোজ বিশ্বাস

৫২৯

তুমি কোন পথে এলে জানি না।
কেন যে কাঁদাতে এলে জানি না।
তবু তুমি কাছে আছ, এই তো বেশ ॥
চাঁদ ঢেকে গেছে মেঘে, রাত কেটে গেছে জেগে,
কেন এলে দীপ জেলে জানি না।
তবু তুমি কাছে আছ এই তো বেশ ॥

তুমি বলেছিলে কবে এই দেখা শেষ হবে;
কেন এলে মন মেলে, জানি না।
তবু তুমি কাছে আছ, এই তো বেশ ॥

মনোজ বিশ্বাস

৫৩০

তোমায় একটা রুমাল যখন দিতে গেলাম, তুমি ফিরিয়ে দিলে
বললে, রুমাল নিলে ছাড়াছাড়ি হয়।
তোমায় একটা লাল গোলাপ দিতে গেলাম,তুমি ফিরিয়ে দিলে
বললে, দিনের শেষে ফুল তো ঝরে যায় ॥
কি ভাবে সাজিয়ে বাহার কি দেবো যে উপহার
তোমায় একটা রঙিন শাড়ি দিতে গেলাম, তুমি ফিরিয়ে দিলে
বললে, পুরোনো হলে রঙ তো ধুয়ে যায় ॥
বুঝি না কবে কখন কি করে দেবো এ মন
তোমায় একটা স্বপ্ন এঁকে দিতে গেলাম, তুমি ফিরিয়ে দিলে
বললে, রাতের শেষে স্বপ্ন মুছে যায় ॥*

বরুণ বিশ্বাস

৫৩১

তোমার দেওয়া অঙ্গুরীয় খুলতে পারি নি।
তোমার ছবি স্মৃতি থেকে তুলতে পারি নি।
কোন রাতের-পাখির গানে সূর্যহারা দিনান্তে যে খোঁজে আলোর মানে।
তেমন করে বেদন আমি ভুলতে পারি নি ॥
রাতের গোলাপ ফুটিয়ে ছিলাম অনেক সোহাগে,
কত যে রাত কেটে গেছে সকরুণ রাগে!
কোন কাজল-আঁখির টানে অস্তহারা আঁধার নিয়ে ফিরি ঘরের পানে
আপন ঘরে প্রদীপ টুকু জ্বালতে পারি নি ॥*

বরুণ বিশ্বাস

৫৩২

আমার শূন্যে ছড়ানো চোখ আকাশের ঠিকানা খুঁজে খুঁজে—
আকাশের মত নীল হয়ে গেল নিজে ॥

সেই থেকে এ কূল ও কূল হয়ে গেছে খালি দিক ভুল
শুধু অসময়ের মেঘে হৃদয় হঠাৎ যায় ভিজে ॥
পিছনে ফেলে আসা সিন্ধু-সারসের নীড়ে
চায় যেতে সে ফিরে।
মন জুড়ে বাহির ভিতর কেঁপে উঠে আমারি এ ঘর
কিছু পাওয়ার আলো জ্বলেই আশার পিলসুজে ॥*

বরুণ বিশ্বাস

৫৩৩

অনেক কথার মাঝে সে যে একটু লাজুক কথা,
সে আমার সুখের মাঝে একটি গোপন ব্যথা ॥
সে যেন বৈশাখী দিন, বুকের ব্যাকুল ঝড়,
নয়নে শ্রাবণী রাত, বালুচরের ঘর,
সে আমার জীবন-মরণ, পথের আলোক লতা ॥
হাজার দ্বিধায় লুকিয়ে ছিল মনের ভীরু কুঁড়ি
এক-পলকের দেখাতে সে, মন করেছে চুরি।
সে বুঝি 'সঞ্চারী' সুর মনের বাঁশির মীড়ে
সে আমার নির্জনতা অনেক জনের ভীড়ে,
সে আমার আলোক আঁধার, বিহঙ্গী নন্দিতা ॥

সুধাংশু মল্লিক

৫৩৪

চোখে নেই কোন আশা।
আলোর ঠিকানা নিয়ে আসে না সময়
শুধু শুধু আর কেন পিছুটান রয় ॥
বেদনার হাত ধরে প্রেম আসে যদি ভাবনার ঢেউগুলি ভাঙে নিরবধি
মনের আড়াল থেকে কার যেন কালো হাত থেমে যেতে বলেছে আমায় ॥
আর এক পৃথিবী যেন কুয়াশায় মুখখানি ঢেকে
ধোঁয়াটে স্মৃতির নামে ডাক দেয় পিছু থেকে।
পথ নেই আগে-পিছে, নেইতো মরণ, ভাষা আছে সুর নেই, ধুসর জীবন
কিসের অভাব যেন সকল পাওয়ার মাঝে কেন শুধু আমাকে কাঁদায় ॥

সুধাংশু মল্লিক

৫৩৫

আমার শূন্য জীবন ভ'রে দেবে বলেছিলে।
কখনো দুখের মেঘ জমবে না আমার মনের আকাশের নীলে ॥
পথ ভোলে যদি এই নদী
সাগরের মত হাতছানি দিয়ে ডেকে ডেকে নেবে তুমি নিরবধি,
আঁধারে হবে গো প্রদীপের শিখা,
পদ্ম হবে গো মনের এই ঝিলে।—বলেছিলে ॥
এমনি করেই কাটলো প্রহর, কত কথা দেয়া নেয়া,
সময়ের যত ঘাট হতে ঘাটে ফিরলো জীবন খেয়া।
তারপর, এক গোধূলির সাঁঝে—
চোখ তুলে দেখি, বিদায় চাইছো চলে যাবে ব'লে নববধূ-সাজে,
ফাগুনের শেষ কড়িটুক নিয়ে শ্রাবণকে চিরতরে এনে দিলে ॥

অঞ্জন কুণ্ডু

৫৩৬

অনেক আঁধার পেরিয়ে আমি যে আলোর ঠিকানা চেয়েছি।
বারবার কাঁটা বিঁধেছে চরণে, তবু ঐ পথই চেয়েছি ॥
জীবনে আমার হতাশার ঝড় এসেছে অনেক বার,
ভাঙা বীণা নিয়ে ততবারই আমি বেঁধেছি যে ছেঁড়া তার,
হতাশা-অশ্রু মুছে ফেলে দিয়ে আশা-সঙ্গীত গেয়েছি ॥
বালুচরে মোর স্বপ্নের কথা ধুয়ে গেছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে।
মিলাতে পারি নি হিসাবের খাতা সোজাসুজি একে দুই-য়ে।
তবু কেন যেন জীবনের কাছে হেরে যেতে আমি চাইনি,
বন্ধ দুয়ারে আঘাত হেনেছি—যে দ্বারকে খুলে পাইনি,
ঝড়ে-ছেঁড়া-পাল ফের তুলে ধ'রে, ভাঙা দাঁড়ে তরী বেয়েছি ॥

অঞ্জন কুণ্ডু

৫৩৭

খেয়া ঘাটে

ব'সে আছি খেয়ার ঘাটে তোমারি পথ চেয়ে চেয়ে।
এস হে কাণ্ডারী, তোমার তরীখানি বেয়ে বেয়ে ॥
সঙ্গী সাথী নেইক কেহ ক্লান্ত কাতর শ্রান্ত দেহ,
চক্ষে আলো সব ফুরালো আঁধার আসে ছেয়ে ছেয়ে ॥
দুই পারে ঐ ঘরে ঘরে সাঁঝের প্রদীপ জ্বালিল রে,
রাখাল ফিরে ধেনুর ভিড়ে বেণুতে গান গেয়ে গেয়ে।
অঙ্গে আছে পথের ধূলি সঙ্গে শুধু গীতের ঝুলি,
বিনা কড়ির এই রাহীরে পার ক'রে লও খেয়ার নেয়ে ॥

কবিশেখর কালিদাস রায়

৫৩৮

ঝরিয়াছ তুমি অশ্রুধারায় আমার তরে,
জড়ায়েছ মোরে মিলন-মালায় সোহাগ ভরে ॥
প্রভাতে প্রদোষে সুখে দুখে মোর
পরায়ে দিয়াছ প্রণয়ের ডোর।
কল্যাণ-ভরা কঙ্কন পরা দু'খানি করে।
এসো সখী, আজি যৌবন স্মৃতি শেষ বাসরে ॥
মনে পড়ে সেই মধুমালতীর বীথিকা দিয়া
চলে যেত প্রিয়া ভুজ-বল্লরী চঞ্চলিয়া
আগে যা বুঝিনি আজি তা বুঝেছি
কাছে যা ছিল তা স্বপনে খুঁজেছি
দুজনে দোঁহার হৃদয়ে মিশেছি পুলক ভরে।
এসো সখী, আজি যৌবন স্মৃতি শেষ বাসরে ॥

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৩৯

রাখিতে পারি নি যারে বাঁধিয়া,
তাহারি লাগিয়া মরি কাঁদিয়া   নিশীথে একা ॥
সকল পরাণ ভ'রি গো
তাহারি মু'খানি স্মরি গো,
চরণ দু'খানি ধ'রি গো
মনে মনে মরি কত সাধিয়া,   দাও না দেখা ॥

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

৫৪০

ওরে ও হাস্নুহানা, ফুটেছিস অন্ধকারে সন্ধ্যাবেলা,—
পাছে তোর গোপন কথা যায় রে জানা ॥
গোপন কথা তবু রে তোর
রইল না ত বুকের ভেতর,
সুরভিতে রূপ নিয়ে সে আকাশে মেলেছে ডানা ॥
আঁধারের পর্দা তুলে
এলো সে আপন ভুলে,
এলো সে মধুর বেশে, কে তারে করবে মানা ॥

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

৫৪১

আমার   চোখের জলে পিছল পথে চলবে কেমন করে'।
পরাণ যদি না চায়, মিছে রাখবো না আর ধ'রে ॥
যে ফুলমালা পরলে সাঁঝে   ওই বুকে সে লুকায় লাজে,
তোমার   যাওয়ার বেলায় চরণ তলায় পড়বে ঝরে' ঝরে' ॥
'কাল যে ছিল নয়ন-আলো, তার পানে আজ চাইতে মানা!
জ্যোৎস্নালোকে চাইলে যারে, উষায় কি হায়, সে অজানা?
যৌবনে যার ফাগুন-বনে   রইলে মেতে বিভোল মনে,
ভুলবে তারে আজ শাওনে, রইবে দূরে সরে ॥*

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

৫৪২

বিরহ তিমির তীরে

একা বসে কেন ভাসো হে বন্ধু আকুল নয়ন নীরে ।।

যার তরে ভরা কথার ডালা

কথা না রেখে যে ছিঁড়েছে মালা,

তবু তারই লাগি আজও তুমি হায় কেঁদে কেঁদে মর ফিরে ।।

এখনও বুঝিলে না কি ?

হৃদয়ে হৃদয় নাহি বেঁধে, শুধু হাতে দিয়ে গেল রাখী ।

যেতে দাও তারে যাবে যে লীলায়

আঁচল দুলিয়ে মিছে অছিলায় ;

চপল-ছন্দে গভীর-রাগিনী বন্ধন মানে কি রে ।।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৫৪৩

উদাসী মন চায় কাহারে সে-ই জানে

দুঃখ-সুখের দ্বন্দ্ব জাগে তার প্রাণে ।

ব্যথার কাঁটা ফোটে যত

শিহর লাগে অঙ্গে তত

আকুলতার লতা জড়ায় শিশির-গানে

গন্ধ লোটে সকাল সাঁঝে করুণ তানে ।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৫৪৪

আকাশ-বাতাস কেমন করে জানল ।

কাহার গলে দিলেম তুলে আমার বরমাল্য ।।

যে গান ছিল সংগোপনে ফল্গুধারার আলিম্পনে,

পল্লবিত তৃণের 'পরে কে আজ তারে আনল ? ।।

পাহাড় তলীর ঝর্ণা ছিল ঝিরঝিরিয়ে

সহসা সে হারাল কার উত্তরীয়ে,

রক্তে আমার ঢল নামিল ভাসিয়ে নিল ভাসিয়ে নিল,

পাহাড়-প্রাচীন প্রাণের যত সঞ্চিত নির্মাল্য ।।

দিনেশ দাস

৫৪৫

এ কথা কি কোনদিন জানতে
জীবনেরে পেয়ে যাবো সহসা অজান্তে ॥
ছল ছল নদী-জল ছলছল
বয়ে যায় অবিরল একাকী একান্তে ॥
জীবনের খেয়া বেয়ে আমি তো এলাম
পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে রাখিনু প্রণাম।
এ মাটির কাছাকাছি তুমি আছ আমি আছি,
তবু কেন খুঁজে ফিরি আজো ধরা প্রান্তে ॥

দিনেশ দাস

৫৪৬

আমার মনের সোনালি সুরেলা পাখি,
কেন তুমি মোর মরমে দিয়েছে ধরা ?
এখানে হেলায় মলয় গিয়েছে বয়ে
আগুনে আমার শেষ হলো ফুল ঝরা ॥
আবীর ছড়ানো রঙিন দিনেরা নেই,
চলে গেছে তারা সহসা অসীম পানেই,
না ঘুমাতে মোর রাত্রি হারায়ে গেল,
রাত্রি আমার জোছনায় আলো করা ॥
এখানে এসেছে মেঘ, নিয়ে কোন্ আকুলতা
মোর গান শেষ—শুধু তোমার রয়েছে কথা ;
স্বপ্নের গাঙ্ স্তিমিত আঁধারে বয়,
মনের ভিতরে শুধু কেঁদে মরে জরা।
কেন তুমি এলে, সোনালি স্বপ্নিল পাখি
আমার দুয়ারে এসে কেন দিলে ধরা ॥

ভক্তসাধু বসু

৫৪৭

অকারণে মোর শেষ হলো গান গাওয়া, তোমার হল না শোনা।
হতাশা বিফল আমার তরণী বাওয়া, নাই তব আনাগোনা ॥
বেদনা-বেহাগ বেঁধেছি যে আমি বেহালায়,
সঙ্গীত-সুরা ভরেছিল প্রাণ পেয়ালায়,
এলো না আগুনে আতুরে আতুল হাওয়া, মিথ্যা সে জাল বোনা ॥
জমাতে চেয়েছি জমকালো কত পাড়িতে,
বাচাল বাতাস বাদ সাধে পাল নাড়িতে—
তাই বসে, হেথা ওপারে নীরবে চাওয়া, মনে মনে মূর্ছনা ॥
এলে না শুনিতে গান, এলে না নদীর ঘাটে,
ব্যথায় বিধুর দিন বয়ে গেল, গোধূলি কাটে ;
তোমার কাছে যে ফুরাল সকল পাওয়া, শেষ হলো দিন গোনা ॥

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

৫৪৮

মহারাজ! তোমারে সেলাম।
মোরা বাংলা দেশের থেকে এলাম।
মোরা সাদা সিধা মাটির মানুষ দেশে দেশে যাই
মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন আর ভাষা জানা নাই,
মহারাজা—রাজামশাই ॥
তবে জানা আছে ভাষা অন্য তোমারে শুনাইয়ে ধন্য
এসেছি তাহারি জন্য, রাজা! মহারাজ!
মোরা সেই ভাষাতেই করি গান, রাজা শোনো—ভ'রে মনপ্রাণ।
এ যে সুরেরই ভাষা, ছন্দেরই ভাষা,
তালেরই ভাষা, আনন্দেরই ভাষা,
ভাষা এমন কথা বলে ভাষা বোঝে রে সকলে
রাজা! উচা নীচা ছোট বড় সমান
মোরা এই ভাষাতেই করি গান, মহারাজা—তোমারে সেলাম ॥

সত্যজিৎ রায়

———